অসহযোগের দিনগুলি

মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব

আতিউর রহমান

অসহযোগের দিনগুলি : মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব ■ আতিউর রহমান

জনগণের সংগঠিত শক্তির বিভিন্নধর্মী
প্রকাশকে 'সামাজিক পুঁজি' আখ্যায়িত করে
সেই নিরিখে বাঙালির জাগরণের অতুলনীয়
দিনগুলির বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন কৃতী
অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিশ্লেষক আতিউর রহমান।
একাত্তরের মার্চ মাসের অসহযোগের কাল
ঐক্যবদ্ধ জনগণের অহিংস অথচ দুর্বার প্রতিরোধ
আন্দোলনের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। বিশ্ব-
ইতিহাসে তুলনাহীন এই আন্দোলনের ঘাত-
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের
প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের
কাণ্ডারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা,
যোগ্য সহকর্মী তাজউদ্দীন আহমদের বিচক্ষণ
কর্মকাণ্ড ও জনগণের সকল অংশের অবদানের
চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। মুক্তিযুদ্ধে
অসম সাহসিকতার সঙ্গে ঝাঁপ দিয়েছিল কোন্
বাংলাদেশ, কীভাবে জাতির সেই প্রস্তুতি সম্পন্ন
হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর তুলনারহিত নেতৃত্বের
মাহাত্ম্য কোথায় নিহিত ছিল— এমনি
বিভিন্ন জিজ্ঞাসার আলোকে অসহযোগের
অনন্য দিনগুলি নিয়ে অনন্যসাধারণ এক গ্রন্থ
উপহার দিলেন আতিউর রহমান।

ISBN 984-465-153-0

উৎসর্গ

যাঁর ডাকে আমরা অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং
আন্দোলনের ধারায় উপনীত হয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে
সেই মহানায়কের কাছে বাঙালি জাতির অশেষ ঋণ–স্মরণে
এই বিনীত শ্রদ্ধাঞ্জলি

মুখবন্ধ

গত বছর *মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন* বইটি লেখার সময় 'অসহযোগের দিনগুলি' নামে দীর্ঘ এক পরিশিষ্ট তৈরি করি। ঐ পরিশিষ্টে একাত্তরের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলির বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক ছক উপস্থাপনা করা হয়েছিল। প্রকাশক মফিদুল হক সেই দীর্ঘ–পরিশিষ্ট দেখে তার গুরুত্ব অনুভব করে এটিকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপান্তর করতে বলেন। পুরো একটি বছর লাগলো প্রকাশকের সেই তাগিদে সাড়া দিতে। পরিশিষ্ট তার জায়গাতেই রইলো, কিন্তু সেখান থেকে বিষয়গুলো আগে বের করে এনে দশটি পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচনা করলাম। যে কেউ এই দশটি পরিচ্ছেদ মনোযোগ দিয়ে পড়লে অনুভব করবেন বাঙালি জাতি কি বিশাল প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল মুক্তিযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। এই প্রস্তুতির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই যে আমাদের হ্যামিলনের বংশীবাদক তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় অগ্নিঝরা সেই দিনগুলির ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকালে, বোঝা যায় কে সেই মহানায়ক যাঁর ডাকে আমরা সকলেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এই বইটির একটি দালিলিক মূল্য হতে পারে বিবেচনা করেই বিষয়াবলী এমনিভাবে বিন্যস্ত করলাম। অনেকের শ্রম ও ঘামের ফসল এই বই। ওয়ালি, মশিউর, হাবিব, শহিদুল, ইউসুফ, শামসুল, সানজিদা, মুশফিকা–সহ আরো অনেকেই সহযোগিতা করেছেন এই বইয়ের তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাসের সময়। তাদের প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। তবে সীমাবদ্ধতা যা রয়েছে তার সবটুকুই আমার দায়। এই বই পড়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি যদি কোনো একজন পাঠকের সামান্য অনুরাগও জন্মায়, তবেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক বিবেচিত হবে। বইটি লেখার সময় আমি আমার পরিবারকে খুবই বঞ্চিত করেছি। কিন্তু আমার সন্তানেরা বড়ো হয়ে যখন লক্ষ্য করবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে সামান্য কিছু করার তাগিদেই তাদের প্রতি এই অবহেলা করেছি, তখন নিশ্চয় আমাকে ভুল বুঝবে না। আর আমার স্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি এতোটাই সমর্পিত যে তার কাছে আমার এ জন্য কোনো কৈফিয়ত দিতে হবে বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও আমার স্ত্রী ডা. সাহানা রহমান আর আমাদের তিন কন্যা অর্ণ কমলিকা, অর্চি মধুরিমা ও প্রকৃতি শ্যামলিমার কাছে আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।

বিআইডিএস
২১.২.৯৮

আতিউর রহমান

সূ চি

প্র থ ম অ ধ্যা য়
ভূমিকা পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতি ১১

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়
সামাজিক পুঁজি ও অসহযোগ আন্দোলন ১৫

তৃ তী য় অ ধ্যা য়
বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন ২০

চ তু র্থ অ ধ্যা য়
তাজউদ্দীন ও অসহযোগ আন্দোলন ৩১

প ঞ্চ ম অ ধ্যা য়
অসহযোগ আন্দোলন ও অপরাপর নেতৃবৃন্দ ৪২

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়
অসহযোগ আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠন ৫৫

স প্ত ম অ ধ্যা য়
অসহযোগ আন্দোলন ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ৬৩

অ ষ্ট ম অ ধ্যা য়
অসহযোগ আন্দোলন ও সাধারণ মানুষ ৭৩

ন ব ম অ ধ্যা য়
উপসংহার ৭৮

প রি শি ষ্ট
অসহযোগের দিনগুলির ছক বিন্যাস ৮১

প্র থ ম অ ধ্যা য়

ভূমিকা : পরিপ্রেক্ষিত ও পদ্ধতি

১.১ পরিপ্রেক্ষিত

কোনো জাতি দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জাতি নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়। সমাজের নানা স্থানে, সময়ের নানা পর্বে কতো শক্তি, কতো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্ধান মেলে। যোগ্য সংগঠকের অভাবে কখনও এই শক্তি কাজে না লাগলেও কোথাও না কোথাও তা জমা হয়ে থাকে। সমাজের মানস গঠনে সেই শক্তি একসময় ঠিকই কাজ করে। জাতির নৈতিক সম্পদ গড়তে তা সাহায্য করে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধে এই শক্তির প্রসার ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশপর্বে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, ছেষট্টির ৬-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং অবশেষে সেই নির্বাচনের হাত ধরে একাত্তরের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন একেকটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। প্রতিটি আন্দোলন বাঙালির মানস পরিবর্তনে এমন যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছে যে জাতি হিসেবে আমাদের বয়স যেন উল্লম্ফন দিয়ে বেড়েছে। একেকটি বছর তখন মনে হয় যেন শতবর্ষের সমান ছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনসমূহের বেশির ভাগই নানা লেখায় আলোচিত হয়েছে। বেশকিছু ক্ষেত্রে গভীর বিশ্লেষণও করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অসহযোগ আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ আরো তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণের দাবি রাখে বলে আমার মনে হয়েছে। তার কারণ এই বিশেষ আন্দোলনটির মাধ্যমে নির্বাচিত জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ এবং খোদ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে একটি স্বাধীন দেশের প্রশাসন কীভাবে পরিচালনা করা যায়। তার একটি মহড়া দেওয়া হয়েছিল। একদিকে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ স্বাদ পাওয়ার জন্য জনগণকে ধীরে ধীরে সংগঠিত ও আশাবাদী করে তোলা, অন্যদিকে গোটা প্রশাসনকে নির্বাচিত জননেতৃত্বের অধীনে ক্রমে গণতান্ত্রিক নীতি ও নিয়মের আওতায় নিয়ে এসে জনসেবা প্রদানের এক নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করা হয়। একই সঙ্গে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন নেতৃবৃন্দ। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন একটি জাতি কেমন সুশৃঙ্খলভাবে গণতান্ত্রিক পথেই ধীরে ধীরে স্বাধীনতার

দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যখন দেখা গেল শান্তিপূর্ণ পথে জাতির সেই মুক্তি অর্জন কোনোক্রমেই সম্ভব নয়, তখনই কেবল দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। এর আগে বহুবার আশঙ্কা করা হয়েছিল এই বুঝি বাঙালি জাতির অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইতিহাসের গতির প্রতি খেয়াল রেখে, জনচাহিদার প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়ে, বিশ্ব জনমতের প্রশ্ন স্মরণে রেখে তিনি মোক্ষম এক সময়েই স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে যে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ডাক তিনি দিলেন তার প্রস্তুতি চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। তবে মার্চ মাসের প্রথম পঁচিশটি দিন ছিল এই প্রস্তুতির সবচেয়ে ঘন–সংবদ্ধ সময়। ছয়–দফার ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর বিজয়ী বাঙালি/জনপ্রতিনিধিদের সরকার গঠন করতে না দেয়ার জন্যে যে টালবাহানা শুরু হয়, তার ফলে বছরের শুরুতেই পাকিস্তান নামক কৃত্রিম রাষ্ট্রটির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাসে পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয় যে, পাকিস্তান সাংবিধানিক উপায়ে অথবা সশস্ত্র সংঘাতের মধ্য দিয়ে ভেঙে যাবে সেটিই বড় জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে। এমনি টালমাটাল পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ৩ মার্চ ঢাকাতে সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হবে। এই ঘোষণার পরপরই পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো সংসদ অধিবেশনে যোগ দেবেন না বলে হুমকি দিতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে এ বিষয়টি স্পষ্টতর হলো যে, তাঁর এই হুমকির পেছনে সামরিক–বেসামরিক আমলাদের ক্ষমতাধর অংশেরও মদদ রয়েছে। এরপর পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আরো সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। তাই যখন ১ মার্চ আকস্মিকভাবে ঢাকায় আহূত সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেয়ার ঘোষণা প্রদত্ত হলো, তখন পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলো। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় আরো গভীর হলো। অনেকেই মনে করেন ঐ ঘোষণাটিই পাকিস্তানের অস্তিত্ব বানচাল করে ফেলে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় অনিবার্য করে তোলে। এর পরের তিনটি সপ্তাহ ছিল আসলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্বটির তাৎপর্য বুঝতে হলে আমরা অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বিশ্লেষণটির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি :

> ১৯৭১ সালের পয়লা মার্চ সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার যে সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নিয়েছিলেন সেইটি আমার কাছে মনে হয়েছিল এমন এক ঘটনা, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করার ডাক দিলেন। আর সেদিন থেকেই আসলে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। এই রাজনৈতিক অস্তিত্ব আর কোনো দিনই পুনঃস্থাপন করা সম্ভব হয় নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পর পাকিস্তান সরকার তার অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এই প্রচেষ্টাকে বিদেশী হানাদার–দখলদার বাহিনীর কার্যকলাপ

বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলন পুরোপুরিই সফল হয়। তবে এই সাফল্য বাংলাদেশের ভেতরে ন্যূনতম জন ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সঙ্কট সৃষ্টি করে। সে সময় সারা বাংলাদেশের শ্রমিক সমাজ, জনপ্রশাসন, এবং আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দেয়। সেনাছাউনিগুলোর বাইরে আর কোথাও পাকিস্তান সরকারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় নি। এই শূন্যতার কারণে দেশের সামাজিক জীবন ভেঙে পড়তে পারতো। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের সেনাছাউনিতে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সেদিনই প্রথম বাংলাদেশ তার 'স্ব–শাসন জারি' করতে সক্ষম হলো।[১]

এরপর আর বাঙালি পেছন ফিরে তাকায় নি। অসহযোগের দিনগুলিতে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ অন্য নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক নির্দেশনামা জারি করতেন। কখনো কখনো পূর্বে জারিকৃত নির্দেশের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলি এসব নির্দেশের আওতার মধ্যে ছিল। কোনোরকম প্রশ্ন না করেই জনগণ এসব কিছুকে সরকারি নির্দেশ মনে করে পালন করতেন। ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে পারে নি। ঐ সময় দলে দলে মানুষ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মী, সামাজিক–সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মী দল বেঁধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন। এ সময়ে সামাজিক সহমর্মিতার এক অবিস্মরণীয় বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধের এই প্রস্তুতিপর্বে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠিতভাবে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

স্বাভাবিকভাবেই তাই প্রশ্ন তোলা যায়, কী কারণে এমন করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্যে মার্চের ঐ টগবগে দিনগুলোতে প্রস্তুত হতে থাকেন। কোন্ শ্রেণীর মানুষ কী আশা বুকে নিয়ে সেই প্রস্তুতিতে অংশ নিয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে সময় কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই সব বিষয় জানার আগ্রহ জনমনে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই বর্তমান গ্রন্থের মূল লক্ষ্য। এই বইতে একদিকে যেমন আমরা দিন–তারিখ ধরে উন্মাতাল সেই দিনগুলোর ঘটনাপ্রবাহকে পুনর্মূল্যায়ন করতে চাই, অন্যদিকে এসব ঘটনা ঘটিয়েছেন যাঁরা তাঁদের অনুপ্রেরণা ও অন্তরের যোগসূত্রটিও খুঁজে পেতে চাই। কেননা বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ মার্ক ব্লসের (Marc Bloch) মতে,... "in history as elsewhere, the cause cannot be assumed. They

১. রেহমান সোবহান, 'সাক্ষাৎকার', গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতা' যুদ্ধ দলিলপত্র : পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯৮৫, পৃ: ৩৮৬

are to be looked for..."[২]। অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের পেছনের কার্যকারণ অনুমান-নির্ভর হতে পারে না। তা অনুসন্ধান করতে হয়। সেই অনুসন্ধানের কাজটি আমরা কয়েকটি ভাগে সম্পন্ন করতে চাই :

এক. সামাজিক পুঁজির বিন্যাস ও অসহযোগ আন্দোলনে গণশক্তির বিকাশ
দুই. অসহযোগ আন্দোলনে মুখ্য নিয়ন্ত্রক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা
তিন. অসহযোগ আন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা
চার. অসহযোগ আন্দোলনে অন্য নেতৃবৃন্দের ভূমিকা
পাঁচ. অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা
ছয়. অসহযোগ আন্দোলনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা
সাত. অসহযোগ আন্দোলন ও সাধারণ মানুষ
আট. উপসংহার : অসহযোগ থেকে মুক্তিযুদ্ধে উত্তরণ

১.২. গবেষণা পদ্ধতি

এই বইয়ের তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে সামাজিক পুঁজির গুরুত্বের আলোকে। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারায় আমাদের সমাজের শক্তিগুলো বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির মধ্যে সংহত হচ্ছিল। একাত্তরের মার্চ মাসে এক মহানায়কের যাদুস্পর্শে সে-সবের সম্মিলন ঘটতে থাকে। তা ঘনীভূত হয়ে এক হতে থাকে। বিশেষ করে ইয়াহিয়া খানের সংসদ অধিবেশন বাতিলের ঘোষণার পর থেকেই বাঙালির যে জাতীয় চেতনা তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল, যে জাতীয় অহঙ্কার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেছিল, সে সব যেন উপচে পড়তে শুরু করে। প্রত্যেকেই আমরা সকলের জন্য, সকলেই আবার প্রত্যেকের জন্য—এমন পবিত্র অনুভূতি সে সময় আমাদের জাতীয় জীবনকে বিশিষ্ট করে তোলে। এমন মানবিক এক বন্ধনে আমরা সকলেই সম্মিলিত হতে শুরু করি যে সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে আমাদের এই অন্তরের শক্তিকে সালাম জানাতে থাকে। সেই শক্তিকেই আমরা এই বইতে সামাজিক পুঁজি বলে আখ্যা দিয়েছি। এই পুঁজির আরো বড়ো ধরনের বিকাশ ঘটে, যখন অসহযোগের দিনগুলো পেরিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই। এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটেই আমরা মার্চ মাসের সেই সৃজনশীল প্রতিবাদী সময়কে বিবৃত করতে চেষ্টা করেছি। নানা বিবৃতি, বক্তৃতা, ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তা ধরতে চেয়েছি। পত্রপত্রিকার পাতা থেকেই মূলত সেই সময়ের চিত্র খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। 'দৈনিক পূর্বদেশ' ও 'দৈনিক ইত্তেফাক' থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজন মতো অন্যান্য উৎসের দিকেও আমরা নজর দিয়েছি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখতে হলে তার প্রস্তুতিপর্বের সজীব চিত্রটিকে ভালো করে জানতে হবে। আর সেজন্যেই এই প্রচেষ্টা।

---

২. Marc Bloch, (1979) *The Historian's Craft*, Manchester University Press, P. 197

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

সামাজিক পুঁজি ও অসহযোগ আন্দোলন

একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনে সামাজিক পুঁজি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সামাজিক পুঁজি বলতে আমরা সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকেই বোঝাতে চাইছি। এই শক্তি সমাজের মানুষগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের নিগড়ে বাঁধা থাকে। সমাজের বন্ধনের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। সেই বন্ধন মানুষকে এমন এক গোষ্ঠী-পরিচয়ে আবদ্ধ করে, যাতে করে মানুষ তার ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করে সামাজিক স্বার্থকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসে।[৩]

তাই বলে, সমাজ কিন্তু ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে না। ব্যক্তি ও সমাজের এই দেয়া-নেয়ার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে আস্থার পরিবেশ তৈরি হয়। আস্থা জিনিসটি একদিনে তৈরি হয় না। এটি দীর্ঘদিন ধরে সমাজের নানা স্থানে খণ্ড-খণ্ডভাবে জমা হতে থাকে, বিকশিত হতে থাকে। এই দেয়া-নেয়াকে কোনোভাবেই বিনিময় বলা ঠিক হবে না। এটা পরস্পরের আস্থার বিষয়।

যে সমাজে অধিকসংখ্যক সংগঠন রয়েছে, সেই সমাজেই কেবল এই আস্থার শেকড় সুদৃঢ় হতে পারে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরনের সংগঠন/সমিতি যে সমাজে অধিকতর সক্রিয়, সেখানে সামাজিক পুঁজির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এটি এমনই এক পুঁজি, যা প্রতিবারের ব্যবহারে আরো বাড়ে, আরো সুদৃঢ় হয়, আরো বিকশিত হয়। আর সে কারণেই এই পুঁজির বিকাশে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব খুবই বেশি। অতীতে অনেকের এক হওয়ার ঐতিহ্য বর্তমানে তাদের একত্রী হওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়। আর এই এক হওয়ার কাজটির জন্য কোনো-না-কোনো অনুঘটকের প্রয়োজন হয়। সেই অনুঘটকই হচ্ছে সংগঠন। সেই সংগঠন আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক দুই-ই হতে পারে। মানুষ সমাজের কিছু নিয়মকানুন মেনে চলে। না চললে সমাজ বাঁকা চোখে দেখে। আর চললে সমাজ প্রশংসা করে। সমাজের চোখে যা ইতিবাচক, কল্যাণকর তা মানুষের সম্মিলনে আরো বৃদ্ধি পায়। এই সম্মিলন একটি বিশ্বাসের ওপর

---

3. Putnam, RD (1993) *Making Democracy Work*, Princeton Unversity Press, P.167

ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। এই বিশ্বাস সামাজিক মঙ্গল-চিন্তা থেকে উৎসারিত। এটি এক ধরনের নৈতিক সম্পদ। আইন প্রণয়ন করে এই সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না। সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তি দিয়েই তাকে রক্ষা ও বৃদ্ধি দুই-ই করতে হয়। মানুষ যদি এমনি ইতিবাচক মূল্যবোধে অবগাহন করে করে বিকশিত হয় তাহলে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেই সমাজকে বাইরের কোনো শক্তি পরাজিত করতে পারবে না। এই সামাজিক পুঁজির বিকাশ ঘটে ধীরে ধীরে। জবরদস্তি করে এই পুঁজি গড়া যায় না। তবে সমাজ যদি হয় গতিশীল, তার মানবিক বন্ধন হয় যদি সুদৃঢ়, তবে তার প্রবৃদ্ধি হবেই। টাকা দিয়ে এই পুঁজি বাড়ানো যায় না। হুমকি দিয়েও এ-পুঁজির ক্ষয় সম্ভব নয়। মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ব, শ্রদ্ধা ও মানবিকতার মাত্রার ওপর নির্ভর করে এই পুঁজি বিকাশের ধারা। একাত্তরের মার্চে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমরা এই পুঁজির দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করেছি। তার বিকাশের সেই ধারা আরো নিবিড় হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়। সামাজিক পুঁজির বিকাশের এই ধারা বুঝতে হলে আমাদের ইতিহাসের নানা বাঁকগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। একাত্তরে মানুষ যে এমন করে সমাজের তথা জাতির মঙ্গলে নিজের জীবনকে বিলিয়ে দেয়ার জন্য, অন্যের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য নিজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে যেতে চাইলেন, তার পেছনে দীর্ঘদিনের সামাজিক পুঁজির বিকাশের ধারাটির অবদান অবিশ্যি ছিল।

বাঙালি দীর্ঘদিন ধরেই বাইরের শক্তির চাপে আপন আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বিকশিত হতে পারছিল না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সাধারণ মানুষ বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নানা ধাঁচের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপ্লবী তরুণদের সংগঠন, কৃষক ও প্রজাদের সংগঠন, শিখাগোষ্ঠীর বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সক্রিয়তা, ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনকে গতিশীল রেখেছিল, সমাজের শুভশক্তিকে চাঙ্গা রেখেছিল, মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর রেখেছিল। কিন্তু চল্লিশের দশকে এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত হতে শুরু করলে গণতান্ত্রিক যুবশক্তি হতাশ হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ যদিও আশা করেছিলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে, সাংস্কৃতিক আধিপত্যের অবসান ঘটবে, বাস্তবে কিন্তু সে সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। পাকিস্তানের নাম করে সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল, আমলাতান্ত্রিক এক অমানবিক রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়েমুচড়ে ফেলে। পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিভেদ শুরু থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে। আর অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই বিভেদকে কমিয়ে না এনে বরং আরো বাড়তে দিতে থাকে। তাই পাকিস্তানের একেবারে শুরুর দিনগুলিতেই পূর্বাংশের শিক্ষিত নর-নারী তাদের স্বকীয় অস্তিত্বের বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। প্রথমেই আক্রমণ আসে ভাষার ওপর। আর তাই ভাষার মর্যাদা রাখার জন্য তাদের আন্দোলন শুরু করতে হয়। ১৯৪৮-এর মার্চে যে প্রতিবাদ শুরু হয়, বাহান্নর ফেব্রুয়ারিতে তা মহান ভাষা আন্দোলনরূপে বিপুল আকারে আত্মপ্রকাশ

করে। মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণরা এই আন্দোলনের সূচনা করলেও শেষদিকে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ তাতে অংশগ্রহণ করেন। ভাষা আন্দোলনের আর্থ–সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বিষয়টি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি (রহমান ও আজাদ, ১৯৮৯ এবং রহমান ও হাশেমী ১৯৮৯)। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে যাত্রা সূচিত হয় তা আর রুদ্ধ হয় নি। নানা পর্বে নানা আকারে বিকশিত হতে হতে একাত্তরে এসে তা পূর্ণতা লাভ করে। অবশেষে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশ জন্ম নেয়। দীর্ঘ এই পথযাত্রায় বাঙালি জাতি নানা ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছে। তার বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ার পেছনে সামাজিক পুঁজির যেমন বড় ভূমিকা ছিল তেমনি তার গঠনে সেই প্রক্রিয়ারও অবদান কম ছিল না।

আমরা অন্যত্র (রহমান ও আজাদ, ঐ) লক্ষ্য করেছি, ভাষার মর্যাদা রক্ষার নামে আন্দোলনে নামলেও পঞ্চাশের গোড়াতেই পাকিস্তানে বাঙালিরা যে অধস্তন অবস্থানে রয়েছেন সে কথাটি পরিষ্কার হতে থাকে। বাঙালিরা যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণের শিকার, তাদের আর্থ–সামাজিক বিকাশের পথ যে রুদ্ধ এবং তাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির আকাঙ্ক্ষা যে পূরণ হওয়ার নয়, সে সত্যগুলো নানাভাবে পরিসস্ফুট হতে থাকে। চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি তাদের জাতি–স্বাতন্ত্র্য রক্ষার আন্দোলনে আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। তারা তাদের সম্মিলিত শক্তির সম্ভাবনা আঁচ করতে সক্ষম হন। এরপর তাদের ওপর নেমে আসে স্বৈরাচারি সামরিক শাসন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ হয় প্রায় রুদ্ধ। তবুও বাঙালি থেমে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথের গানকে রাষ্ট্রীয় অপমানের হাত থেকে রক্ষা করার সাংস্কৃতিক আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন, ৬–দফা আন্দোলন, আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন, এবং অবশেষে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান—বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের একেকটি মাইলফলক। প্রতিটি পর্বেই নানা সংগঠন ও সমিতির আওতায় বাঙালি তরুণ, সংস্কৃতিকর্মী, রাজনীতিক ও সাধারণ মানুষ বৃহত্তর এক সম্মিলিত মঙ্গলচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। আর তার মাধ্যমে তারা সামাজিক পুঁজিকে আরো বিকশিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সংগঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির অভাবনীয় উত্থান লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানের সময়। ঊনসত্তরে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী তাদের নিজ নিজ সংগঠনের মাধ্যমে এমন এক গণবিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হন যে, তখন প্রকৃত অর্থেই স্বৈরশাসন প্রায় উড়ে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। শাসকগোষ্ঠী নানা ধরনের জোড়াতালি দিয়ে সেযাত্রা রক্ষা পেলেও সেই সময় বাংলাদেশের মানুষ তাদের সম্মিলিত গণশক্তির গুরুত্ব ঠিকই অনুভব করেন। ঊনসত্তরেই শেখ মুজিবুর রহমান জেগে ওঠা সেই জনতার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু উপাধি লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে তাদেরই সঙ্গে নিয়ে তিনি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হন (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আজাদ, ১৯৮৯)। ঊনসত্তরের আন্দোলনের লভ্যাংশ আমরা একাত্তরে পেয়েছি। ঊনসত্তরে সামাজিক পুঁজির ঘনত্ব বাড়ে। এরপর এই পুঁজি খুব দ্রু[illegible] বিকশিত হতে থাকে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। আমরা পরের পরিচ্ছেদগুলোতেই লক্ষ্য করবো,

আমাদের জাতীয় চেতনার ধারক ও প্রধান সংগঠক এবং অন্যান্য হাজারো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন ও সমিতি কী বিপুল গতিশীলতা নিয়ে উত্তাল সেই দিনগুলোতে যুদ্ধারম্ভের প্রস্তুতি গ্রহণে গোটা জাতিকে একক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। আজ বহুদিন পরে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছি যে, অনানুষ্ঠানিক একটি সরকার বঙ্গবন্ধুর নামে শুধু সামাজিক পুঁজির ভরসায় অসহযোগের দিনগুলোতে জনসেবা বিতরণ ও মুক্তিযুদ্ধের জন্য সামগ্রিক প্রস্তুতি গ্রহণের নেতৃত্ব দিতে পেরেছিল। ব্যক্তিস্বার্থকে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে সম্মিলন ঘটিয়ে মূলত সামাজিক পুঁজির সর্বোচ্চ বিকাশের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের এক সুদৃঢ় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই অনানুষ্ঠানিক সরকার। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলিতেও আমরা এই পুঁজির সুফল পেয়েছি। হানাদার পাকবাহিনীর আক্রমণের পর আমরা লক্ষ্য করেছি, গ্রামের মানুষ পানি ও খাবার নিয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন, শহর থেকে পালিয়ে যাওয়া বিপন্ন মানুষদের সেবা করার প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষদের নিজেদের ঘরে জায়গা করে দিয়েছেন রাত্রিযাপনের জন্য। বিপন্ন অনেক পরিবার দীর্ঘসময় থেকেছেন এদের সঙ্গে। নিজেরা রান্নাঘরে থেকে এদের ভালোভাবে থাকার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তারা নিরাপত্তা দিয়েছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। গাঁয়ের দোকানদার তাদের সঠিকপথের খোঁজ দিয়েছেন। গ্রামের ছোট ছেলেরা তাদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মাঝিরা নৌকা করে মুক্তিযোদ্ধোদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেছেন। মায়েরা মুক্তিযোদ্ধোদের খাবার দিয়েছেন। বোনেরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন, যত্ন করেছেন। বাঙালির জাতীয় জীবনে মানবিকতার এমন পরম বহির্প্রকাশ এর আগে কখনো দেখা গেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক পরিচয় এবং তাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ধরন কেমন ছিল সে বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি (দেখুন রহমান ও অন্যান্য ১৯৯৫; রহমান ১৯৯৭)। ঐসব গবেষণায় স্পষ্টতই ধরা পড়েছে যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল মূলত একটি জনযুদ্ধ। যদিও সেই যুদ্ধে মধ্যবিত্তের ভূমিকা ছিল নেতৃত্বমূলক কিন্তু সেই স্বনিয়োজিত, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, উকিল, শিক্ষকদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল সেই নেতৃত্ব। আর এরা নেতৃত্ব দিয়েছেন বিপুলসংখ্যক তরুণদের, যাদের শতকরা ৭৮ ভাগই এসেছিল গ্রাম থেকে। তাদের বড়ো অংশের পিতাই ছিলেন কৃষক। বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ৬০ শতাংশই ছিলেন ছাত্র। ১২ শতাংশ কৃষক। ১৩ শতাংশ চাকুরে। ৮ শতাংশ ব্যবসায়ী।

এদের মূল আকাঙ্ক্ষাই ছিল অপহৃত বাংলাদেশকে উদ্ধার করা। তাদের ৯৪ শতাংশেরই লক্ষ্য ছিল স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠা করা। ৯১ শতাংশের আশা ছিল শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার। ৮০ শতাংশ চেয়েছিলেন মান-সম্মান নিয়ে বাঁচার মতো একটি দেশ প্রতিষ্ঠা করা। ৭০ শতাংশ স্বপ্ন দেখেছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। আর ৭২ শতাংশ ভেবেছিলেন তারা কায়েমি স্বার্থবাদীদের প্রতিহত করে সোনার বাংলা গড়তে পারবেন।

এমন সব মানবিক প্রত্যাশা নিয়েই সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধের দিনগুলিতে তারা মানবিকতার চরম উদারহরণও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আর এই মানবিকতার বিকাশের সূত্র ধরেই আমরা এই বইতে ঐ সময়ের অপরাজেয় প্রাণশক্তির সন্ধান করতে চাই। সে সময় এই প্রাণশক্তির প্রতীকে পরিণত হয়েছিল বাঙালি জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নিজেও তিনি ছিলেন সাধারণ এক মানুষের সন্তান।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু ও অসহযোগ আন্দোলন

ইতিহাসের বিশেষ কোনো পর্বে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে সারা সমাজের সঙ্গেই যোগ রাখা হয়। তাকে অবলম্বন করে 'বৃহৎ স্বদেশী' সমাজের রূপান্তর ঘটানো যায়। তাঁর চোখ দিয়েই পুরো সমাজ দেখতে পায়। তাঁর মুখ দিয়েই সমাজের সকলের চাওয়া-পাওয়ার কথা বলা হয়ে যায়। তাঁর সাহসের সংস্পর্শে সকলেই সাহসী হয়ে ওঠেন। তাঁর উপস্থিতিতে সকলের প্রাণে সাড়া জাগে। দেশের বুক জুড়ে বসে থাকা জড়তার জগদ্দল পাথর তাঁর গতিময় প্রাণস্পন্দনে টলে ওঠে। তার আবির্ভাবের আগে যারা ছিলেন ভয়ে আচ্ছন্ন, সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ, সর্বক্ষণ অনুগ্রহপ্রার্থী, আবেদন-অনুনয়ে অভ্যস্ত, আপাদমস্তক আস্থাহীন, দীনেদৈন্যে কাতর, সেই তারাই তাঁর অবিচল নিষ্ঠা, সঙ্কল্প ও সাহসের স্পর্শে হয়ে ওঠেন আস্থাবান, মেরুদণ্ড খাড়া করা মাতৃভূমির মর্যাদারক্ষাকারী সাহসী একদল সংগঠিত মানুষ। সকল ম্লানতা কাটিয়ে সমগ্র দেশের মানুষ তাঁর তেজ অনুভব করেন। সেই তেজ আত্মস্থ করেন। নতুন তেজ তৈরি করেন। সেই তেজ বিলিয়ে দেন অন্যদের মাঝে।

সেই তেজি মানুষটিই ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তরুণ বয়স থেকেই তিনি নিজেকে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির সম্মান ফিরিয়ে আনার সংগ্রামে সঁপে দিয়েছিলেন। নিজে বেড়ে উঠেছেন আর একটি জাতিকেও বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। রূপান্তরের সেই অগ্রযাত্রার কথা আমরা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করেছি (রহমান, ১৯৯৭)। বাঙালি জাতির বেড়ে ওঠার সেই পথরেখায় আমরা লক্ষ্য করেছি, কী নিবিষ্টভাবে এককালের শেখ মুজিব এদেশের কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের স্বার্থ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাদের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি পাকিস্তান গণপরিষদে কৃষকদের পক্ষ নিয়ে বহুবার জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। ষাটের দশকে বাঙালির মুক্তিসনদ ৬-দফা ঘোষণা করেছেন, সত্তরের ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি তুলে ধরেছেন। সত্তরের নির্বাচনী কর্মসূচিতে কৃষকসহ সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থ অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষি সংস্কার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন। নির্বাচনে

বিজয়ের পর বাংলাদেশের সকল মানুষের জন্যে গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি পরিকল্পনার কথা বলেছেন। বাঙালির স্বার্থরক্ষার শপথ নিয়েছেন। এ সবের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে তাঁর অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের অবস্থান চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, রহমান ১৯৯৭ প্রাগুক্ত)। বিকাশমান বাঙালি জাতির অভিপ্রায় ও অহঙ্কারের কথা মনে রেখে সবদিক ভেবেচিন্তে এমন করে তিনি জাতির মানস গঠন করতে থাকেন, যখন ঐতিহাসিক প্রয়োজনে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, তখন পুরো জাতি তাঁর সেই ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এই অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণেই মূলত তিনি জাতির জনক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। এই আন্দোলন শেষে যখন দখলদার পাকবাহিনীর হাতে বন্দি হন তখন তিনি এক তৃপ্ত মানুষ। কেননা, ততক্ষণে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়ে গেছে। নতুন এই রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য বিদেশী আক্রমণে আক্রান্ত মানুষেরা তাঁরই নির্দেশমতো তাদের যা আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধের লড়াই শুরু করে দিয়েছেন।

আমরা জানি, একাত্তরের পয়লা মার্চ পাকিস্তানের সেনাশাসক ইয়াহিয়া খান ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবিধানিক পরিষদের সভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করেন। সেই ঘোষণার প্রতিবাদে পুরো বাঙালি জাতি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা বুঝিয়ে না দিয়ে এমন করে অধিবেশন স্থগিত করায় পুরো বাঙালি জাতি অপমানিত বোধ করেছিল বলেই এমনভাবে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেই ক্ষোভকে খুবই সৃজনশীলভাবে একটি স্বাধীন জাতির অভ্যুদয়ের দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু সেই ঘোষণাটি যেদিন এসেছিল তার ঠিক একদিন আগে বঙ্গবন্ধু কি ভাবছিলেন? ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদ ভবন প্রাঙ্গণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দেয়া এক সংবর্ধনা সভায় রাষ্ট্রপরিচালনা, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বেশকিছু নীতিধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সকল নির্বাচিত সদস্যের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে সেদিন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দল সর্বক্ষণ আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাবে। এমন কী একজন সদস্যও যদি সুষ্ঠু ও ন্যায্য সুপারিশ করেন তবে তা মেনে নেয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, ৬–দফা জনগণের ম্যান্ডেট পেয়ে তাদের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই এ নিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে কোনো দর কষাকষিতে যেতে তিনি ইচ্ছুক নন। তিনি আরো বলেন, ৬–দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়, পাকিস্তানের অন্যান্য শোষিত মানুষের জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে। পাকিস্তানের পুঁজিবাদীদের শোষণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলার ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের তারা গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ব্যাংক–বীমা এই শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর সে কারণেই তিনি সে সময় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার প্রস্তাব করেন। তবে তিনি সেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে চালু করার পক্ষে ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, বাংলাকে ঐ সব পুঁজিপতিকে সংরক্ষিত বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়ে পাকিস্তান সরকার বাঙালির পাট ও চায়ের রফতানি বাজার নষ্ট করে ফেলেছে। লবণ ও তাঁতশিল্প ধ্বংস করেছে। আর সে কারণেই তিনি বাংলার হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণভার দিতে চান। বাংলা এই নিয়ন্ত্রণভার পেলে আর এখানে ২২ পরিবার সৃষ্টি হবে না। সাধারণ মানুষের দুঃখের কথা সেদিনও তিনি মনে রেখেছিলেন। তাই বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ বাংলার অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র ঐ চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেও তিনি মেলে ধরতে ভুলে যান নি। জয়নুল যেমন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের চিত্র এঁকেছিলেন তুলির আঁচড়ে–আঁচড়ে, ঠিক একইভাবে তিনি কথার আঁচড়ে–আঁচড়ে আনন্দঘন সেই সংবর্ধনা সভাতেও বাংলার অনটনের চিত্র অঙ্কন করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, "ঢাকার অলিগলি বাস্তুহারা মানুষে ভরে গেছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের। ছেঁড়া কাপড় বা রুটির টুকরা ফেলে দিলে লোকে তা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু নেয় না মানুষকে।"

পাকিস্তানের শাসনামলে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী সাহায্য এসেছে তার শতকরা আশি ভাগই খরচ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তাই বাংলার মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দৈন্য কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন নি। আর সে কারণেই সেদিনের সেই সংবর্ধনা সভায় দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, "এই শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আদায় করতেই হবে।"

আর গণতান্ত্রিক উপায়েই তিনি তা করতে চেয়েছেন। অধীর আগ্রহে তিনি অপেক্ষা করছিলেন প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংসদের অধিবেশনের জন্য। কিন্তু ১ মার্চ দুপুরে সেই প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রস্তাবিত অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। এর কয়েক ঘণ্টা পর বিকেল চারটের সময় তিনি পূর্বাণী হোটেলে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার তীব্র নিন্দা করলেন। একে পূর্বাপর ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতার অংশ বলেই তিনি মনে করেন বলে জানালেন। আর বললেন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন হয়েছে, তারই মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে। তিনি জানান, "এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরোনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে শোষণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু দলের কথামতো অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে কার্যত গণতান্ত্রিক পথে এগুনোর উপায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য যে–কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওয়ামী লীগ তাঁকে দান করেছে। এর পরের দিন (২ মার্চ) বঙ্গবন্ধু জানান, "চরম অপমানের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে অন্তত দু'জন বাঙালি নিহত ও বহু আহত হয়েছেন। সোনাবাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে তারা আহত ও নিহত হয়েছেন।" এই ঘটনার তিনি তীব্র নিন্দা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদী

গ্রুপ ও সামরিক–বেসামরিক আমলাদের স্বার্থেই অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। যে সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পশ্চিম পাকিস্তানি ও সংসদ সদস্য এরই মধ্যে ঢাকা পৌঁছে গেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে।" তিনি জোর দিয়ে বলেন, "বাংলার মানুষ এধরনের অবাঞ্ছিত চাপকে কিছুতেই মেনে নেবে না।" তিনি দুঃখ করে বলেন, যে বিমানে করে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ঢাকা আসার কথা সেই বিমানেই আনা হচ্ছে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার এই ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করেন বঙ্গবন্ধু। আর বাঙালির প্রতিরোধের ক্ষমতা ও তাদের স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্পের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। ২ মার্চেই তিনি স্বাধীনতা শব্দটি উচ্চারণ করেন। সেদিনই তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, "বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ সারাবিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে, বাঙালিরা আর উৎপীড়িত হতে চায় না, **তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচতে চায়,** বাংলা আর কারো উপনিবেশ বা বাজার হয়ে থাকবে না।" তিনি জানান, আইনত নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশ পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং অবিলম্বে সামরিক শাসন তুলে নেয়া উচিত। তাই সরকারি কর্মচারীসহ সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিটি মানুষকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রতি অনুগত থাকার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু। গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযাগিতা না করার আহ্বান জানান তিনি। পরের দিন (৩ মার্চ) থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত ভোর ছয়টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত হরতাল পালনের ডাক দেন তিনি। এছাড়া ৩ মার্চ জাতীয় শোকদিবস পালনের আহ্বান জানান। তাছাড়া সংবাদপত্র, বেতার ও টিভি কর্মচারীদের বাঙালির পক্ষে খবর প্রকাশে–প্রচারে বাধা দেয়া হলে তাদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়ার আহ্বান করেন এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণসমাবেশের ডাক দেন। কোনোভাবেই লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা অন্য কোনো ধ্বংসাত্মক কাজে যোগ দেয়া যাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। সকল ধরনের সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তিনি নির্দেশ দেন।

৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বিরাট এক জনসমাবেশে তিনি আবার লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি খুবই স্পষ্ট করে বলেন যে, এসব ধ্বংসাত্মক কাজে যারা জড়িত তারা বাংলার অধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায়। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বলেন। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "অস্ত্র ছাড়া কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায় তা দেখিয়ে দেবো।" সেনাশাসন অবসান না হওয়া অবধি সরকারকে খাজনা ও ট্যাক্স না দেয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের কাছে অনুরোধ করেন।

বাড়াবাড়ি না করার জন্য তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন এবং বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মারা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ মরতে প্রস্তুত আছে। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষপথে এগিয়ে যাবেই।" বঙ্গবন্ধু ঐ জনসভায় আরো বলেন, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কাপুরুষতা মাত্র। এতে কোনো বীরত্ব নেই। দেশে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা আওয়ামী লীগ তৈরি করে নি। ভুট্টো অধিবেশনে

যোগ দেবেন না বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অস্ত্রধারণ করা হয়েছে বাঙালিদের বিরুদ্ধে।

৩ মার্চেই বঙ্গবন্ধু আরেকটি বিবৃতি দেন। ১০ মার্চ রাজনীতিকদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার প্রস্তাবিত বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে তিনি এই বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, যাদের চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধির কারণে বাংলাদেশের নিরপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে, তাদের সঙ্গেই বৈঠকে বসতে বলা হয়েছে। এটা এক নির্মম পরিহাস। উদ্যত বন্দুক ও সঙ্গিনের মুখে তিনি এই বৈঠকে যেতে পারেন না।

মার্চের ৪ তারিখে এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্যে দু'ঘণ্টার জন্য ব্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে বলা হয়, দেশের বাইরে কোনোরকম টাকা পাঠানো যাবে না। তবে দেশের ভেতরে সর্বোচ্চ পনেরশ' টাকা পর্যন্ত বেতনের চেক ভাঙানো যাবে। তাঁর ডাকে বাংলার মানুষ যে তেজোদীপ্তভাবে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য তাদের অভিনন্দন জানান। যে সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তারা প্রতিবাদ করেছেন তা বিশ্বাবাসীর কাছে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর পরের দুই দিন (মার্চ ৫ ও ৬) দলের পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক তাজদ্দীন আহমদ বিবৃতি দেন। বঙ্গবন্ধু অনেকের সঙ্গে দেখা করলেও সেসময় আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেন নি। এই সময়টায় তিনি ৭ মার্চে কী বলবেন তার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। দলের ও দলের বাইরের অনেকের মতামত নিচ্ছিলেন।

এসব মতামত নেয়ার পর তিনি মনে মনে রচনা করেন ৭ মার্চের সেই অমর কবিতাখানি। সেদিনের ঐ সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ছিল বঙ্গবন্ধুর গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এক ভারসাম্যপূর্ণ আহ্বান। কার্যত ঐ আহ্বানে সাড়া দিয়েই সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেদিন লাখো লাখো মুক্তিপাগল মানুষকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেছিলেন, শহীদের রক্ত মাড়িয়ে সংসদ অধিবেশনে যাবেন না। সেই জনসভায় দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং একটি সংখ্যালঘু দলের কথামতো সংখ্যাগুরু মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার প্রচেষ্টার নিন্দা করেন। সেই ভাষণেই তিনি অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া, জনসাধারণের ওপর গুলি বন্ধ করা, সমরসজ্জা বন্ধ করা, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি দাবির কথা জানান। এসব দাবি মানা হলে তবেই তিনি বিবেচনা করে দেখবেন পরিষদে যোগ দেবেন কি না।

সকল মানুষকে তিনি সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবেলার জন্য ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেন। যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আসন্ন সংগ্রাম যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম সে কথাগুলো বলেই তিনি ৭ মার্চের ভাষণ শেষ করেন। মুহুর্মুহু করতালি ও চিৎকারের মাধ্যমে লাঠি উঁচিয়ে লাখো জনতা সেদিন বঙ্গবন্ধুর সেই হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। পরের দিন সকালে বেতারকর্মীদের চাপে যখন ঐ কালজয়ী ভাষণ প্রচার করা হলো তখন তাঁর আহ্বানে সারা বাংলাদেশের

ঘরে ঘরে কার্যতই দুর্গ গড়ে উঠলো। তরুণরা একদিকে জনসমাবেশ করতে থাকলো, অন্যদিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো। সর্বত্রই তখন সাজসাজ রব। মনে হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধ যেন দ্বারপ্রান্তে।

৮ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের আরো ব্যাখ্যা দিলেন। ঐদিন এবং তার পরের দিন আরো অনেক নেতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানালেন। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি দীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় সম্বন্ধে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন :

- স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার লক্ষ্যে এবং মুক্তি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
- বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ় মনোবল সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণার উৎস হিসেবে গণ্য হবে।
- বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- দেশে ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞদের চলে যাওয়ার জন্য 'উস্‌কানি দেয়া হচ্ছে।'
- শুধুমাত্র জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের অপসারণ করে নেয়া হচ্ছে এবং বাংলাদেশের মানুষের চার্টার অনুযায়ী মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেয়া হচ্ছে।
- সকল সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থাকে জনগণের পক্ষ থেকে দেয়া নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
- বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার জন্য অশুভ শক্তিসমূহ সমরসজ্জাসহ নানাধরনের তৎপরতায় লিপ্ত। একই সঙ্গে তারা প্রতিহিংসামূলকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে।

১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু আরেকটি সামরিক আদেশ জারির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ১১৫ নম্বর সামরিকবিধি জারি করে দেশরক্ষা বিভাগের সকল বেতনভুক কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। সেই নির্দেশের কথা শুনে বঙ্গবন্ধু বিস্মিত হন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া এভাবে ব্যক্ত করেন "আমরা যেখানে গোটা সামরিক আইনটাই প্রত্যাহারের জন্য গণদাবি উচ্চারণ করেছি, সেখানে এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি জনগণকে কেবল উস্‌কানিই দেবে। যারা এধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি করছেন, তাদের এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, এধরনের ভীতিপ্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ়সঙ্কল্পে জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। যে-কোনো ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জনতার সংগ্রাম চলবেই। কারণ জনতা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারে না।"

১৪ মার্চ তিনি যে বিবৃতি দেন তাতে জনগণের বীরত্বের কথাই বেশি ছিল। তিনি বলেন, শক্তির জোরে যারা শাসন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, বাংলাদেশের জনগণ এরি মধ্যে তা প্রমাণ করেছে। বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে বাঙালির এই

মুক্তিসংগ্রামও যুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। বাংলাদেশের প্রতিটি নারী–পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। যারা নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে এদের দলিত করার চিন্তা করেছিল তারা পরাভূত হয়েছে। "বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ, সরকারি কর্মচারী, অফিস আর কারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে তারা আত্মসমপর্ণের চেয়ে মরণবরণ করতেই বদ্ধপরিকর।" একই বিবৃতিতে তিনি ১১৫ নম্বর সামরিক আইনবিধি জারি করে যে ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে তার নিন্দা করেন। আর যাদের লক্ষ্য করে ঐ নির্দেশ জারি করা হয়েছে তাদেরকে তিনি হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানান। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছেন বলে তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন।

সবশেষে তিনি দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, "বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদের কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। **জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্তমানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর মর্যাদার সঙ্গে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই।** মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আর সে জন্য জনগণকে যে–কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

একই দিনে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু জানান, ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে তিনি তার সঙ্গে আলাপ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তবে অন্য এক সাংবাদিককে একথাও বলতে ভোলেন নি যে, তিনি তখনো সংগ্রাম করছেন। তিনি খুবই স্পষ্ট ভাষায় ঐ সাংবাদিককে জানিয়ে দেন যে, "যতোদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচবার অধিকার অর্জিত না হয়, ততোদিন সংগ্রাম চলবে।"

মাঝখানের ১৫ ও ১৬ মার্চ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিকভাবে বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জনগণকে নিজেদের সাধ্যমতো আসন্ন মুক্তিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন অনেক নেতা। বঙ্গবন্ধুর কোনো বিবৃতি এই দুইদিন পত্রিকায় লক্ষ্য করা যায় নি। তবে ১৭ মার্চ ছিল তাঁর জন্মদিন। সেদিন এক বিদেশী সাংবাদিককে তিনি জানান যে, দেশের মানুষের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই, যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনো তারা মরে, সেই দেশে জন্ম বা মৃত্যু দিবসে কি–বা আসে যায়। আমার জনগণই আমার জীবন।" তাঁর কথাতে কোনো বিপদের পূর্বাভাস রয়েছে কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মতো তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছেন তখন তার চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে।

রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের অবনতি যেভাবে হচ্ছিল তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে বিদেশী সাংবাদিকরা যখন বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন যে, বিদেশী দূতাবাসগুলোকে এসবের কিছু জানানো হচ্ছে কি না, তিনি তখন সহজ–সরলভাবে বলেন যে তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছেন।

বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নাকচ করে দিয়ে তিনি বলেন, "পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশের তা আছে।" কি নেই, সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।"

এর আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসেছিলেন। তবে আলোচনা যে সফলতার দিকে এগুচ্ছিল না তার আভাস তিনি সাংবাদিকদের দিয়েছেন। আলোচনা অব্যাহত রয়েছে এবং আন্দোলনও প্রত্যাহার করেন নি—এই কথাগুলোর মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঐদিনই তাঁর বাড়ির সামনে সমবেত জনতার উদ্দেশে যেসব কথা তিনি বলেছিলেন তা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে, আপোসের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তিনি সেদিন খুবই প্রত্যয়ীকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উৎসর্গ করবো। জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। বাংলাদেশের মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য লড়াই করছে। সুতরাং তাদের স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপোস চলে না। জনগণ তাদের এ সংগ্রামে বিজয়ী হবেই।"

১৮ মার্চ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে যেসব কথা বলেন তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পথই বেছে নিয়েছেন। ঐ দিন তাঁর বাসভবনের সামনে সমবেত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতালের সেবক–সেবিকাদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হলে দেশবাসীকে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। "আঘাত এলে প্রত্যাঘাত করতে হবে। প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলুন।" এরপর আরো অসংখ্য মিছিল আসে। তাদের প্রত্যেককেই মোটামুটি ঐ একই কথা জানিয়ে দেন। শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তবে প্রয়োজনে মুক্তিপাগল বাঙালি তপ্ত রক্তের বিনিময়ে তাদের দাবি আদায় করতেও প্রস্তুত। "আমাদের শহীদের সঙ্গে আমরা বেঈমানী করতে পারি না।"

১৮ মার্চ দুপুরে দেশী–বিদেশী সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, বুলেট আর মেশিনগান দিয়ে মুক্তিকামী বাঙালিদের কণ্ঠ স্তব্ধ করা যাবে না। ঐক্যবদ্ধ জনগণকে প্রতিহত করা যাবে না। "আমাদের দাবি ন্যায্য, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"

২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য গৃহীত সামরিক তৎপরতার বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করার যে সিদ্ধান্ত সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু তা নাকচ করে দেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গঠিত এই কমিশনের বৈধতা নিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন। ৭ মার্চ তিনি যেসব শর্ত দিয়েছিলেন সেসবের পূরণ না করে খণ্ডিত কিছু বিষয়ের তদন্ত করার এই সিদ্ধান্ত মূল রাজনৈতিক প্রশ্নকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা বলে তিনি দাবি করেন। এই কমিশনের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা না করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান করেন। এর পরের দিন (১৯ মার্চ)

জয়দেবপুরে সেনাবাহিনী প্রতিরোধকারী জনগণের উদ্দেশে গুলি করে। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ বিমান কর্মচারীদের উদ্দেশ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "সঙ্গিন উঁচিয়ে বাঙালির দাবি স্তব্ধ করা যাবে না।" "বাঙালির ফিনকি দেয়া রক্তের দাগ শহরে বন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালির মুক্তিআন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।" সেদিন রাতে তাঁর বাসভবনে সমবেত সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে বলে যখন কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, তখন জয়দেবপুরের ঘটনা কীভাবে ঘটলো? প্রেসিডেন্ট ঢাকা থাকতেই জয়দেবপুরে গুলি হলো। লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্তদানে প্রস্তুত বীর জনতাকে পর্যুদস্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।" এরপর তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাতে তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সেই বিবৃতিতে তিনি আবারো উল্লেখ করেন যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার দাবিতে যে–কোনো ত্যাগের জন্য জনগণ দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ। শহরে–বন্দরে, গ্রামে সর্বত্র নারী–পুরুষ–শিশু সকলেই আন্দোলনে শরিক হয়েছে। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মন ও প্রাণ জয় করেছে। কৃষক–শ্রমিক ও ছাত্ররা যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, জনগণ নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন। অর্থনীতির সকল স্তরে শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে চাহিদা মতো পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। "আমরা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা চাই। তবে তার মানে এই নয় যে কেউ আমাদের গোলাম করে রাখবে। আমরা আর গোলাম হতে চাই না। আমরা আর কারো বাজার হতে চাই না।" তিনি ঘোষণা করেন, যে দাবি আমরা করেছি তা পূরণের জন্য যদি আরো রক্তের প্রয়োজন হয় তবে বাঙালি তাও দেবে। "এবার বাঁচতে হয় মানুষের মতো বাঁচবো, মরতে হয় মানুষের মতো মরবো।" বাঙালির সুশৃঙ্খল সংগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করে বঙ্গবন্ধু বলেন, সারাবিশ্ব আমাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছে। "এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। মুক্তি না আসা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।" ২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ৭০ মিনিটের এক বৈঠক করেন। কতিপয় বিষয়ে ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য তিনি এই বৈঠকে অংশ নেন।

কিন্তু এই বৈঠকের পরের দিন (২২ মার্চ) তাঁর বাসভবনে যে বিপুলসংখ্যক মিছিল আসে তাদের উদ্দেশে যেসব বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন তাতে কিন্তু মনে হয় না আলোচনায় কোনো উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি হয়েছিল। তাঁর ভাষণের মূলকথাই ছিল বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাঁর কথা থেকে মনে হয় বাংলাদেশের স্বাধিকার মেনে নিলেই কেবল পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হবে এরকম একটি ইঙ্গিত তিনি ইয়াহিয়াকে দিয়ে এসেছেন। কেননা, তিনি বারবার যে কথাটি সেদিন বলেছেন তা হলো, সাড়ে সাত কোটি বাঙালি নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণভার তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। বাঙালি এই অসহযোগ

আন্দোলনের সময় যে শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে বিশ্বের ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। আর তাই তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "শত শহীদের রক্তের শোধ আমাদের নিতেই হবে। যে পর্যন্ত পূর্ববাংলার সাত কোটি মানুষ মুক্তি না পাবে ততোদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।" সেদিন প্রাক্তন সৈনিকদের মিছিলের উদ্দেশে তিনি যে ভাষণটি দেন তা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাদের যে–কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে বলেন। যা কিছু তাদের আছে তাই নিয়ে চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান। **"এবার আমাদের শেষ সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"** ঐদিনই বঙ্গবন্ধু, ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যে যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আপাতত মনে হয় ঐ বৈঠকে কিছুটা অগ্রগতি অর্জিত হয়। সে কারণেই আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে বলে তিনি জানান। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি বলেন যে, বাংলাদেশে এখন গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। এরপর আসে ২৩ মার্চ। আওয়ামী লীগ এই দিনটিকে "লাহোর প্রস্তাব দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপন করে। সেদিন আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করবোই এবং এ–ব্যাপারে কারো কাছে আমরা নতি স্বীকার করবো না।" তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিই চলমান আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা তিনি করে যাচ্ছেন। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্যি যে প্রয়োজনে শেষ রক্তবিন্দুটি তিনি বিসর্জন দিতে মোটেও দ্বিধা করবেন না। সকল স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে তাঁর নির্দেশমতো আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি আবেদন করেন। একই সঙ্গে তিনি তাদের এই আশ্বাস দেন যে, তাঁর রক্তের বিনিময়ে হলেও বাঙালির দাবি আদায় করবেন। ২২ দিনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, এরপর শাসকচক্র কোনোদিন আর কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি আরো ঘোষণা করেন যে, বাঙালির এই ঐক্য অটুট থাকলে কোনো শক্তিই তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারবে না।

২৪ মার্চ পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট হয়। সেদিন তাঁর কথা থেকে যে ওজস্বিতা প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে মনে হয় আলোচনার নামে শাসকগোষ্ঠীর হীনমতলব সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন। তাই তিনি ঘোষণা করেন যে, জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপানোর চেষ্টা করলে তিনি এবং বাঙালিরা তা কিছুতেই মানবেন না। তিনি কোনো শর্তেই আপোস করতে রাজি নন। তিনি আরো ঘোষণা করেন, "আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সঙ্গে, শহীদের রক্তের সঙ্গে আমি বেঈমানি করতে পরবো না।"

সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবার যে চেষ্টা বিশেষ মহল চালাচ্ছিল সে সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে দেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলেন যে, তাঁর নিজের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্য বেঁচে

থাকবেন কি না তাও তিনি জানেন না। তবে দাবি আদায়ের জন্য দেশবাসী যেন সংগ্রাম চালিয়ে যায় সে আহ্বান তিনি ঠিকই জানিয়েছিলেন। "কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো। আমাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।"

এর পরের দিন ছিল ২৫ মার্চ। ২৫ মার্চের ঘটনাবলির বিবরণ আমরা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করতে পারি নি। তবে অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, সেদিন খুবই স্পষ্ট হয়ে যায় যে আলোচনা ভেঙে গেছে। চরম আঘাতের জন্য সেনাবাহিনী উদ্যত হয়েছে। ইয়াহিয়া আকস্মিকভাবে ঢাকা ছেড়ে গেছেন রাতে। সামরিক বাহিনী আক্রমণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নিজে বসে রইলেন যে-কোনো সময় বন্দিত্ববরণ করার জন্য। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে ধরতে না পারলে হানাদার পাকবাহিনী ঢাকাসহ সর্বত্র তাণ্ডবলীলা চালাবে। আর তিনি এই ভেবেও প্রশান্ত ছিলেন যে, দীর্ঘ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক জন্মের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। তাই পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হলে ২৬ মার্চের রাতের প্রথম প্রহরেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁর সেই ঘোষণার কথা শত্রুপক্ষ তাদের বিভিন লেখাতেও স্বীকার করেছেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা সাড়ে সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাংলাদেশ স্বাধীন করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

তাজউদ্দীন ও অসহযোগ আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীন আহমদের পরিপূরক নেতৃত্বের চমৎকার প্রায়োগিক সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। একজনের গগনস্পর্শী ক্যারিশমা। অপরজনের মাটিসংলগ্ন রূপায়ণ দক্ষতা। একজনের অতুলনীয় রাজনৈতিক গ্ল্যামার। অপরজনের প্রবাদতুল্য সাংগঠনিক দক্ষতা। উভয়ের মধ্যে গভীর বোঝাপড়া। একজন জনগণকে স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করে রেখেছেন। অপরজন চুলচেরা বিশ্লেষণসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় জরুরি নির্দেশ জারি করছেন। রাজনীতিতে এমন মানিকজোড় নেতৃত্ব বাঙালিদের ভাগ্যে জুটেছিল বলেই এতো দ্রুতলয়ে মুক্তির লক্ষ্যে তারা এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

কার্যত একাত্তরের ১ মার্চ থেকেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। শুরুতে চলছিল হরতাল। বাঙালির প্রতিরোধ স্পৃহাকে অটুট রাখতে হলে জীবনের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখার মতো বেশ কিছু সেবা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১ মার্চ হঠাৎ সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ বেতন তুলতে পারেন নি। যারা চেক পেয়েছেন তারাও সেগুলো ভাঙাতে পারেন নি। এরকম আরো কিছু বাস্তব সমস্যা দেখা দিতে থাকে। যারা অকুণ্ঠচিত্তে অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছিলেন তারাই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এসব সমস্যার উদ্ভাবনীমূলক সমাধান বলে দিচ্ছিলেন। হরতাল বিবেচনায় রেখে শুরুতে প্রতিরোধমূলক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই জীবন-জীবিকা চালিয়ে নেয়ার জন্য ইতিবাচক নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দেয়। সে কারণেই মৌল কতক নীতিকাঠামোর অধীনে জনসাধারণকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতিদিনই কিছু নির্দেশ দেয়া হতে থাকে। তার মানে কার্যত একটি সরকার পরিচালনার দায়িত্ব এসে বর্তায় আওয়ামী লীগের ওপর। বঙ্গবন্ধু তার সুযোগ্য সহনেতাদের সঙ্গে নিয়ে মৌল নীতির রূপরেখা স্থির করতে থাকেন। আর দলের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ অন্য সংগঠক ও বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা নিয়ে সেই সব মৌল নীতিনির্দেশের আলোকে প্রতিদিনই প্রশাসনিক নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দিতেন।

অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান অর্থনৈতিক বিষয়াবলির ওপর তাঁকে পরামর্শ দিতেন। প্রশাসনিক ও অন্যান্য বিষয়েও যোগ্য প্রশাসক, আইনজ্ঞ ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ তাঁকে পরামর্শ দিতেন। সব মিলে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো একটি পরিচ্ছন্ন সরকারই দাঁড় করিয়ে ফেলেছিলেন অসহযোগের দিনগুলিতে। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দীনের মধ্যে বোঝাপড়া এমন ছিল যে দলের পক্ষ থেকে দেয়া যে-কোনো বিবৃতিই সংশোধন ও সম্প্রচারের ক্ষমতা বঙ্গবন্ধু তাজউদ্দীনের হাতে দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে দেয়া তাঁর প্রশাসনিক নির্দেশাবলি ও বিবৃতিগুলোর দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় তিনি কী নিপুণভাবে প্রতিরোধের সেই দিনগুলোতে একটি জাতিকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। যে সব অফিস তাদের কর্মচারীদের বেতন দিতে পারে নি মার্চের ৪ তারিখে সেসব দপ্তর আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। একই সময়সীমার মধ্যে ব্যাঙ্কগুলোও খোলা থাকবে। তবে ব্যাঙ্কগুলোতে শুধু পনেরশ' টাকার নিচের বেতনের চেক ভাঙানো যাবে। বেতন দেয়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিলে ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায় আরো বেশি টাকা ভাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়। প্রতিদিনই সেসবের সমাধানের পথ খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। এরপর আরো সুচিন্তিত নির্দেশাবলি আসতে থাকে।

মার্চের ৫ তারিখে তাজউদ্দীন আহমদ গণহত্যার নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেন। ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র জনগণকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেভাবে হত্যা করেছে তিনি তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে এই আবেদন জানান যে, বাংলাদেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষকে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে তা বন্ধ করার জন্য তাদেরও সোচ্চার হওয়া উচিত।

৬ মার্চ স্টেডিয়াম গেটে অনুষ্ঠিত জনসভায় তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে নির্যাতন নেমে এসেছে তা তারা বীরের মতো প্রতিরোধ করছেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মুক্তি অর্জনের জন্য বাঙালি কতোটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ৭ মার্চের ঘটনাধারায়। ঐ দিনই স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হোক এমন আকাঙ্ক্ষা বিক্ষুব্ধ জনতার চোখেমুখে ফুটে উঠছিল। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে বঙ্গবন্ধু এক কালজয়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কার্যকর করার জন্যে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সম্পূরক কর্মসূচির প্রয়োজন ছিল। আর সেই দায়িত্বই পালন করেন তাজউদ্দীন আহমদ। তাঁর সুচিন্তিত নির্দেশাবলির মধ্যে ছিল :

১. ব্যাঙ্কগুলোর ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম চলবে ন'টা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত। প্রশাসনিক কাজের জন্য এগুলো খোলা থাকবে বিকেল তিনটা পর্যন্ত।
২. কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে কেবল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে প্রয়োজনীয়

সহযোগিতা দেয়ার জন্যে।

৩. শুধু প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ইপিওয়াপদা খোলা থাকবে।
৪. ইপিএডিসি খোলা থাকবে কেবল সার ও পাম্পের জ্বালানি সরবরাহের জন্য।
৫. কয়লা ও বীজ সরবরাহ চালু থাকবে।
৬. খাদ্য আনা-নেয়ার কাজ চালু থাকবে।
৭. উপরের কাজগুলো সমাধা করার জন্য ট্রেজারি ও এজি অফিস খোলা থাকবে।
৮. ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ চালু থাকবে।
৯. পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস খোলা থাকবে।
১০. ইপিআরটিসির কাজ চালু থাকবে।
১১. পানি ও গ্যাস সরবরাহ চালু রাখতে হবে।
১২. স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও নিষ্কাশনের কাজ চলবে।
১৩. শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ পুলিশ অব্যাহত রাখবে।

৮ মার্চ তিনি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিতে প্রতিরোধে অংশগ্রহণকারী বীর জনতাকে অভিনন্দন জানান। তিনি তাদের "ইতিহাস রচনাকারী দুর্জয় বীর" বলে অভিহিত করেন। এর আগে সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রকাশিত প্রেসনোটের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। নিহতদের যে সংখ্যা ঐ প্রেসনোটে উল্লেখ করা হয়েছিল তা সঠিক নয় বলে তিনি জানান। স্বাধিকারের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে যারা আন্দোলন করেছিলেন তাদের মিছিলের ওপর গুলি করা হয়েছে, বলে তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। প্রেসনোটে বলা হয়েছিল পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর গুলিতে মানুষ মরেছে। তাজউদ্দীন আহমদ স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন যে, বাঙালিদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি করার উদ্দেশ্যেই এমন প্রেসনোট দেয়া হয়েছে। যেহেতু পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর সদস্যরাও বাঙালি তাই কায়দা করে বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। তিনি সবশেষে জোরালোভাবে দাবি করেন যে, বাঙালিরা আজ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং একক শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে। এধরনের ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টির কোনো প্রচেষ্টাই আর সফল হবে না।

১১ মার্চ তাজউদ্দীন আহমদ আবার কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করেন। সেসব নির্দেশের মধ্যে ছিল :

১. বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষ করে জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসের যে অংশ চালু রাখা অতি প্রয়োজনীয় তা অবশ্যিই চালু রাখতে হবে। জনগণকে নিপীড়নের লক্ষ্যে আগত সৈন্য বা সামরিক সরবরাহ খালাসের ব্যাপারে কোনো সহযোগিতা করা যাবে না।
২. শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য ইপিআইডিসি চালু থাকবে। বিশেষ করে পণ্য ক্রয় ও অর্থ প্রদান সম্পর্কিত অংশকে সঠিকভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
৩. ঘূর্ণিঝড়ে আহতদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ পুরোদস্তুর চলবে।
৪. পল্লী উন্নয়নের কাজ চালু রাখতে হবে এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত

দিনমজুরদের বেতন ঠিকমতো দিতে হবে।

৫. সরকারি ও আধা–সরকারি অফিসের কর্মচারী ও শ্রমিকরা আগের মতোই যথাসময়ে তাদের বেতন পাবেন। তাদের মধ্যে যারা বন্যাদুর্গত সাহায্য ও বকেয়া বেতন পাবেন তারা সেসব লাভ করবেন।

৬. যথাসময়ে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের বেতন দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোও চালু থাকবে।

৭. বেতন প্রদান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য এজি অফিস আংশিকভাবে চালু থাকবে।

৮. জেল প্রহরী ও জেল অফিসের কাজ চালু থাকবে।

৯. বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কাজ চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো চালু থাকবে।

১০. বীমা অফিস চালু থাকবে।

মার্চের ১৪ তারিখে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হয়। ঐ দিন তাজউদ্দীন আহমদ জনগণের গৌরবোজ্জ্বল আন্দোলনের প্রশংসা করেন এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। পরের দিন (১৫ মার্চ) থেকে নয়া কর্মসূচির জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত নির্দেশাবলি তিনি জারি করেন। ঐ বিবৃতিতে ৩৫টি নির্দেশের উল্লেখ ছিল। সেগুলো ছিল নিম্নরূপ :

নির্দেশ–১ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটসমূহ, সরকারি ও বেসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশস্থ সকল কোর্ট হরতাল পালন করবে এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলি এবং বিভিন্ন সময়ে যেসব ছাড় ব্যাখ্যা দেয়া হবে সবই মেনে চলবে।

নির্দেশ–২ সমগ্র বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

নির্দেশ–৩ (ক) ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাদের কোন দফতর না খুলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং উন্নয়ন কাজ ও প্রয়োজন হলে এই সকল নির্দেশ কার্যকরী বা প্রয়োগ করার দায়িত্ব পালন করবেন। ডেপুটি কমিশনারগণ ও মহকুমা অফিসারগণ তাঁদের এই সব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও নিবিড় সহযোগিতা বজায় রাখবেন।

(খ) পুলিশ আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন এবং প্রয়োজনবোধে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন।

(গ) জেলের দফতরে কাজ চলবে এবং জেল ওয়ার্ডারগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করে যাবেন।

(ঘ) আনসার বাহিনী তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

নির্দেশ–৪ বন্দর কর্তৃপক্ষের কেবলমাত্র সেইসব অফিস খোলা থাকবে যেগুলো

বন্দরে জাহাজসমূহের সহজ ও সুষ্ঠু আসা-যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বাংলাদেশের মানুষকে নির্যাতনের জন্যে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আনা-নেয়ার কাজে কোনোভাবেই সহযোগিতা বা সাহায্য করা যাবে না। জাহাজসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য খাদ্যবাহী জাহাজসমূহের মাল খালাস ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক (পোর্ট ডিউজ) ও মাল খালাসের কর বা শুল্ক আদায় করবেন। অভ্যন্তরীণ বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর শুল্ক ও অন্যান্য শুল্ক আদায় করবেন।

নির্দেশ-৫ আমদানিকৃত সকল মাল দ্রুত খালাস করতে হবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কাজ করে যাবেন এবং ধার্যকৃত শুল্ক সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পর মাল খালাসের অনুমতি দেবেন। এই কাজ সমাধার জন্যে ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড ও ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডে বিশেষ অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। কাস্টমস কালেক্টরগণ এই বিশেষ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময়ে যেসব নির্দেশ ইস্যু করবে কাস্টমস কালেক্টরগণ তদনুযায়ী অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করবেন। যে শুল্ক আদায় করা হবে তা কোনোমতেই কেন্দ্রীয় সরকারের নামে জমা হবে না।

নির্দেশ-৬ রেলওয়ে চালু থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষের কেবল সেই সব অফিসই খোলা থাকবে, যেগুলি রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্যাতন চালানোর জন্যে সৈন্যদের আনা-নেয়া বা সমরাস্ত্র পরিবহনের কোনো কাজে কোনোভাবেই সাহায্য বা সহযোগিতা করা যাবে না। বন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য পরিবহনের জন্যে রেলওয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রেল ওয়াগনের ব্যবস্থা করবে।

নির্দেশ-৭ সারা বাংলাদেশে ইপিআরটিসি চালু থাকবে।

নির্দেশ-৮ অভ্যন্তরীণ নদীবন্দরগুলোর কাজ চালু রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও আইডব্লিউটিএ-র প্রয়োজনীয় কিছুসংখ্যক কর্মচারী কাজ চালিয়ে যাবেন। গণনির্যাতনের জন্য সৈন্য বা রণসম্ভার আনা-নেয়ার ব্যাপারে এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা কোনো সহযোগিতা করতে পারবেন না।

নির্দেশ-৯ বাংলাদেশের মধ্যে শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও মনি-অর্ডার পৌঁছানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ কাজ করে যাবে। ব্যাংকের বিভিন্ন নির্দেশ নেয়ার ও দেয়ার জন্য সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবারে শুধু অপরাহ্ণ তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত এই এক ঘন্টা আন্তঃঅঞ্চল টেলিপ্রিন্টার যোগাযোগ চালু থাকবে। ২৫ নম্বর নির্দেশে এই অনুমতি দেয়া হয়েছে। আন্তঃঅঞ্চল প্রেস টেলিগ্রাম চালু থাকবে। পোস্টাল সেভিংস, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি

কার্যরত থাকবে।

নির্দেশ–১০ বাংলাদেশের কেবল স্থানীয় ও আন্তঃ জেলা ট্র্যাঙ্কল–টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন যোগাযোগ অব্যাহত থাকবে। টেলিফোন মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

নির্দেশ–১১ বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলো কাজ চালিয়ে যাবেন। তারা গণআন্দোলন সম্পর্কিত সকল বক্তব্য, বিবৃতি, সংবাদ ইত্যাদি প্রচার করবেন। যদি না করেন তবে এই সব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিরা সহযোগিতা করবেন না।

নির্দেশ–১২ জেল হাসপাতাল, টিবি ক্লিনিক ও কলেরা রিসার্চ ইনস্টিটিউটসহ সকল হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন সার্ভিসগুলো যথারীতি কাজ করে যাবে। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স কাজ করে যাবে এবং সকল হাসপাতাল ও হেল্থ্ সেন্টার প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহ করবে।

নির্দেশ–১৩ বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজের সঙ্গে ও এই কাজের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজের সঙ্গে জড়িত ইপিওয়াপদার বিভাগগুলো কাজ করে যাবে।

নির্দেশ–১৪ গ্যাস ও পানি সরবরাহ অব্যাহত থাকবে। এসবের সংরক্ষণ ও মেরামত কাজও চালু থাকবে।

নির্দেশ–১৫ আমদানি, বন্টন, গুদামজাতকরণ ও খাদ্যশস্যের চলাচল জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর থাকবে। এই সবের প্রয়োজনে ওয়াগন, বার্জ, ট্রাক ও অন্যান্য সকল প্রকার পরিবহন ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে চালু থাকবে।

নির্দেশ–১৭
(ক) ধান ও পাটবীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ ক্রয়, চলাচল ও বন্টন অব্যাহত থাকবে। কৃষি খামার ও চাল গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং এর সকল প্রকল্প যথারীতি কাজ করবে।

(খ) পাওয়ার পাম্প ও অন্যান্য কারিগরি যন্ত্রপাতি চলাচল, বন্টন, মাঠে চালু রাখা ইত্যাদি অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া তেল, জ্বালানি, যন্ত্রপাতি ও এসবের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

(গ) নলকূপ খনন, খাল খনন ও এই জাতীয় পানি সেচ সম্পর্কিত সকল কাজ চালু থাকবে।

(ঘ) পূর্ব পাকিস্তান সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও তার অঙ্গ সংস্থাগুলো, থানা সমবায় সমিতি এবং অন্যান্য সমবায় সংস্থাগুলো থেকে কৃষি ঋণ দেয়া অব্যাহত থাকবে।

(ঙ) যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হলো তার কাজ সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন সংস্থার

প্রয়োজনীয় শাখা খোলা থাকবে।

(চ) কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকগুলো থেকে ঘূর্ণিদুর্গতদের জন্য সুদবিহীন ঋণ ও কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণ দেয়া বলবৎ থাকবে।

(ছ) আলু কিনে গুদামজাত করার জন্য কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের তহবিল মজুত রাখতে হবে।

নির্দেশ–১৮ বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ, শহর সংরক্ষণ এবং নদীখনন ও যন্ত্রপাতি স্থাপনসহ ওয়াপদার পানি উন্নয়ন কাজ, মালপত্র খালাস ও আনা–নেয়া এবং এধরনের অন্যান্য জরুরি কাজ সুচারুরূপে চালিয়ে যাওয়া হবে। সরকারি এজেন্সি কিংবা সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা কন্ট্রাক্টরদের পাওনা মিটিয়ে দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে।

নির্দেশ–১৯ বৈদেশিক সাহায্যে তৈরি রাস্তা ও পুল প্রকল্পগুলোসহ সকল প্রকার সরকারি, আধা–সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও সংশ্লিষ্ট স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে ঠিকাদারদের পাওনা যথারীতি মিটিয়ে দেয়া হবে। উক্ত সংস্থাগুলো থেকে যদি মাল–মসলা সরবরাহের চুক্তি থাকে তাহলে সেই চুক্তি মোতাবেক যথারীতি সরবরাহ করা হবে।

নির্দেশ–২০ ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার বাঁধ তৈরি ও উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার সাহায্য, পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকবে। সরকারি এজেন্সি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর ঠিকাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে।

নির্দেশ–২১ ইপিআইডিসি ও ইপসিকের কারখানায় কাজ চলবে এবং যতোদূর সম্ভব উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। এই সকল কারখানা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের ব্যাপারে ইপিআইডিসি ও ইপসিকের যেসকল শাখা খোলা রাখা প্রয়োজন হবে, তা খুলে রাখতে হবে। ইস্টার্ন রিফাইনারির কাজ যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশ–২২ সরকারি ও আধা–সরকারি সংস্থা কর্মচারী ও প্রাইমারি শিক্ষকদের বেতন, যাদের রোজ, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক কিংবা মাসিক হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে, তাদের সেভাবে দিতে হবে। যাদের বন্যা সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বাকি বেতন দেয়ার কথা তা দিয়ে দিতে হবে। বেতন বিল তৈরির জন্য সরকারি, আধা–সরকারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো খোলা রাখতে হবে।

নির্দেশ–২৩ সামরিক বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসহ সকল অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনসন নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করতে হবে।

নির্দেশ–২৪ এই নির্দেশে যেসকল সংস্থাকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের টাকা–পয়সা, দেয়া–নেয়া ও সরকারি কর্মচারীদের বিল

তৈরির জন্য সামান্যসংখ্যক কর্মচারী দ্বারা এজি (ইপি) অফিসের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

নির্দেশ-২৫ (ক) ব্যাংকিং কার্য পরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনে ৪টা পর্যন্ত সকল ব্যাংক খোলা থাকবে। (অবশ্য মাঝে টিফিনের ছুটি থাকবে)। কিন্তু শুক্রবার ও শনিবারে ব্যাংকিং কাজের জন্য সকাল ৯টা থেকে ১১-৩০ মি. পর্যন্ত এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য ১২-৩০ মি. পর্যন্ত খোলা থাকবে। অনুমোদিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বুক ব্যালান্সসহ অন্যান্য কার্যাবলি

নির্দেশ-২৬ স্টেট ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মতো কাজ করবে এবং একই অফিস সময় চলবে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং পদ্ধতি কাজ করার জন্য ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরূপভাবে খোলা থাকবে। উল্লিখিত কাঠামো ও বিধিনিষেধ এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 'পি' ফরম বরাদ্দ করা যেতে পারে। এবং বিদেশে অবস্থানরত ছাত্র ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রাপকের জন্য বিদেশে প্রেরণের টাকাও গৃহীত হতে পারবে।

নির্দেশ-২৭ বাংলাদেশের জন্য আমদানি লাইসেন্স ইস্যুকরণ ও আমদানিকৃত দ্রব্যাদি চলাচলের বিধি ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য আমদানি-রফতানি কন্ট্রোলারের অফিস নিয়মিতভাবে চলবে।

নির্দেশ-২৮ সকল ট্রাভেল এজেন্সি অফিস ও বিদেশী বিমান পরিবহন অফিস চালু হতে পারে। কিন্তু তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

নির্দেশ-২৯ বাংলাদেশের সকল অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা চালু থাকবে।

নির্দেশ-৩০ পৌরসভার ময়লাবাহী ট্রাক, রাস্তায় বাতি জ্বালানো সুইপার সার্ভিস এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগীয় অন্যান্য কাজ চালু থাকবে।

নির্দেশ-৩১ কোনো খাজনা-কর আদায় করা যাবে না।

(ক) পুনর্নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত (১) সকল ভূমি-রাজস্ব আদায় বন্ধ থাকবে; (২) বাংলাদেশের কোথাও কোনো লবণ কর আদায় করা যাবে না; (৩) বাংলাদেশে কোথাও কোনো তামাক কর আদায় হবে না; (৪) তাঁতীরা আবগারি শুল্কদান ব্যতিরেকেই বাংলার সুতা কিনবেন। মিল মালিক ও ডিলাররা তাদের কাছ থেকে কোনো আবগারি শুল্ক আদায় করতে পারবেন না।

(খ) এছাড়া সকল প্রাদেশিক সরকারের কর যেমন প্রমোদকর, হাট, বাজার, পুল ও পুকুরের ওপর ধার্য কর আদায় করা যাবে এবং বাংলাদেশের সরকারের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।

(গ) অকট্রয়সহ সকল স্থানীয় কর আদায় করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল পরোক্ষ কর যেমন আবগারি শুল্ক কর, বিক্রয় কর এখন থেকে আদায়কারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা আদায় হবে, তবে তা কেন্দ্রীয় খাতে জমা করা অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে হস্তান্তর করা যাবে না। এসব আদায়কৃত কর ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক অথবা ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনে "বিশেষ অ্যাকাউন্ট" খুলে জমা রাখতে হবে এবং ব্যাংক দু'টিও তাদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী এগুলো গ্রহণ করবে। সকল আদায়কারী প্রতিষ্ঠানকে এ নির্দেশ ও বিভিন্ন সময় তাদের প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা মানতে হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রত্যক্ষ কর, যেমন আয়কর আদায় ইত্যাদি পরবর্তী নির্দেশ জারি হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

নির্দেশ–৩২ পাকিস্তান বীমা কর্পোরেশন চালু থাকবে এবং পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সসহ সকল বীমা কোম্পানি কাজ করবেন।

নির্দেশ–৩৩ সকল ব্যবসা–শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট নিয়মিতভাবে চলবে।

নির্দেশ–৩৪ সকল বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলিত হবে।

নির্দেশ–৩৫ সংগ্রাম পরিষদগুলো সর্বস্তরে তাদের কাজ চালু রাখবে এবং এ সকল নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে যাবে।

১৫ মার্চ জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনে অভূতপূর্বভাবে সাড়া দেয়ার জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানান। ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সংগ্রামের নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে বলে তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সরকারের সকল শাখাসহ জীবনের সকল স্তরের মানুষ গণসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের নামে আমরা যে সব নির্দেশনা জারি করেছি সেগুলো মেনে চলার জন্য জনগণ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন।

জেগে ওঠা এই মানুষের মনে গণঅধিকার আদায়ের জন্য সার্বিক ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে বলে তাজউদ্দীন আহমদ অনুভব করেন। এই প্রেরণাকে উৎপাদনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টির জন্য আন্দোলনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার তিনি তাগিদ দেন। এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন চালাতে হতে পারে বলে আভাস দিয়ে তিনি বলেন, "আমরা অবশ্যই প্রমাণ করবো যে, সমাজের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য জাগ্রত মানুষ চরম প্রতিবন্ধকতাও কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানাই এবং মাঠে ও কারখানায় উৎপাদনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করার আহ্বান জানাই, যাতে করে এ নিশ্চয়তা বিধান করা যায় যে, আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিচ্ছিন্ন হয় নি এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনগণকে কষ্ট ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। কেননা, এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন।

বিবৃতির শেষে আগের দিন (১৪ মার্চ) দেয়া নির্দেশাবলির কিছু ব্যাখ্যা দেন। ব্যাখ্যাগুলো ছিল নিম্নরূপ

(ক) জারিকৃত নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সরবরাহ ও পরিদর্শন ডিরেক্টরেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিভিন্ন দ্রব্য যেমন সিমেন্ট, রিলিফ দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য কাজ করে যাবে।

(খ) জারিকৃত নির্দেশ বাস্তবায়নে আবগারি ও শুল্ক বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসে তাদের কাজের রিপোর্ট পেশ করবেন।

বিশেষ নির্দেশ

নির্দেশ–৪ যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে লেটার অব ক্রেডিট খোলা হয়েছে তাদের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্য চলতে পারবে। তবে ২৫ নং নির্দেশের 'এ' ক্লজ অনুসারে রফতানি বিলের অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

নির্দেশ–৫ বিমান ও বিদেশী ডাকযোগে আদমানি ছাড়ানো যাবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থা এ জন্য খোলা থাকবে।

নির্দেশ–১৬ আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য খালাস করার জায়গা না থাকলে খোলা জেটির ওপরই খালাস করা হবে।

নির্দেশ–১৯ সড়ক যোগাযোগ সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত থাকতে পারে।

নির্দেশ–২০ ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় রিলিফ দ্রব্যাদি আনা–নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

নির্দেশ–২৫ ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের পার্টিগুলোর প্রয়োজনে বাংলাদেশের মধ্যে কার্যকর ব্যাংক গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি বন্ড ইস্যু করতে পারবে।

নির্দেশ–৩১ প্রাদেশিক ট্যাক্সসমূহ পূর্বের ন্যায়ই দিতে হবে। কাস্টমস ও আবগারি শুল্ক এবং সেলস্ ট্যাক্সসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরোক্ষ ট্যাক্স আদায়ের বেলায় নিম্নলিখিত নিয়ম মানতে হবে :

(ক) কাস্টমস এবং আবগারি অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক বা কর ইস্টার্ন মার্কেনটাইল ব্যাংক এবং ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশনের বিশেষ একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(খ) উপরোক্ত কাজের প্রয়োজনে কাস্টমস এবং আবগারি বিভাগের সংশ্লিষ্ট সেকশন এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলোর কাজ চলবে।

এরপর কিছুকাল তিনি আর বিবৃতি দেন নি। তিনি বঙ্গবন্ধুকে সহায়তা করছিলেন ইয়াহিয়া খান ও তার উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনার কাজে। এ কাজে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান প্রমুখ নেতারাও অংশ নেন। তবে ২ মার্চ তিনি একটি বিবৃতিতে সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সামরিক তৎপরতার বিরুদ্ধে তাঁর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, রংপুরে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করা হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ হতাহত হয়েছে। সেখানে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। এই সকল

কার্যক্রম অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাকর পরিণতি সৃষ্টি করছে। হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি জানান যে, এসবের পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। তিনি বলেন :

> "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে যখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন এই সকল অবাঞ্ছিত তৎপরতার দ্বারা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে। আমরা আবারও জানিয়ে দিতে চাই যে, একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের জাগ্রত জনতা তা করতে দেবে না।"

এর পরের দিন ছিল ২৫ মার্চ। সেই রাত থেকে নেমে আসে বাঙালিদের ওপর পাক হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণ। সেই আক্রমণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাজউদ্দীন ঢাকা ত্যাগ করেন। পরের দিন এক চিরকুটে তাঁর স্ত্রীকে জানিয়ে দেন, তিনি যেন সন্তানদের নিয়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে মিশে যান। তাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে মুক্তির পর। বাংলাদেশের মুক্তির ব্যাপারে তিনি ছিলেন এতোটাই নিশ্চিত।

তাজউদ্দীন আহমদ যেহেতু দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তাই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তাঁর নামেই বেশির ভাগ বিবৃতি গণমাধ্যমে পাঠানো হতো। তার মানে এই নয় যে, অন্য শীর্ষস্থানীয় নেতারা নিশ্চুপ ছিলেন। হাইকমান্ডে যারা ছিলেন গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতেন। সলাপরামর্শের ফাঁকে ফাঁকে এদের কেউ কেউ গণজমায়েতে যোগ দিতেন। স্থানীয় পর্যায়েও আওয়ামী লীগের গুরুত্বপুর্ণ নেতারা সক্রিয় ছিলেন। তাদের সকলের বক্তৃতা–বিবৃতির বিবরণ এখানে তাদের সকলের বক্তৃতা–বিবৃতির উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের উপস্থাপনা করা সম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের বিবৃতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি। যেমন গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা রফিকউদ্দীন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে একুশে মার্চ এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহে। সেই সভায় ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খানের বিবৃতির তীব্র নিন্দা করা হয়। ময়মনসিংহ থেকে নবনির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব এ.কে. মোশাররফ হোসেন বলেন অসহযোগ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত। শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে তা দমন করা যাবেই। রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষকে যে–কোনো প্রকার বলপূর্বক শাসন, শোষণ ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে তার দল সংগ্রাম করে যাবে।

অন্যান্য দলের নেতারাও অনুরূপ বক্তৃতা–বিবৃতি দিয়েছেন। সব মিলে দেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে বসেছিল। আর এই প্রস্তুতি পর্বে তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানের মতো নেতাদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

পঞ্চম অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন ও অপরাপর নেতৃবৃন্দ

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহসী নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং তাঁকে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নির্ভয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেন। সে সময়ের প্রবীণ নেতাদের মধ্যে মওলানা ভাসানী ছিলেন এ–ব্যাপারে সবচেয়ে সোচ্চার। এছাড়া আতাউর রহমান খান, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, অলি আহমদসহ অনেক নেতাই সে সময় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতাও এই সময় তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন।

৫.১. মওলানা ভাসানী

মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্কের বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশেষ করে সঙ্কটকালে মওলানা ভাসানী স্নেহধন্য 'মুজিবের' প্রতি তাঁর অন্তরের টান ও পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি নানাভাবে প্রকাশও করেছেন। উনসত্তরের গণঅভ্যুথানের সময় শেখ মুজিবকে আগরতলা মামলা থেকে মুক্ত করার জন্য গণদাবিকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলনের সময় মওলানা আবার জ্বলে ওঠেন এবং শেখ মুজিবের পাশে নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর অন্যান্য 'বিপ্লবী' শিষ্যদের কূটচাল উপেক্ষা করে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন। আর সে কারণেই ২৫ মার্চের পর পাক হানাদারবাহিনীর আক্রমণের আগেই দেশত্যাগ, মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টার পদ গ্রহণ এবং সর্বক্ষণ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নৈতিক সমর্থন দিয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি কী বলেছেন বা করেছেন সেসব বিষয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে এবং যুদ্ধকালে তাঁর গৌরবান্বিত ভূমিকাকে কোনোভাবে ম্লান করতে পারে না।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার তিনদিন পর মওলানা ভাসানী তাঁর বিবৃতি দেন। ৪ মার্চ তারিখের সেই বিবৃতিতে মওলানা ভাসানী লাহোর প্রস্তাব, স্বাধিকার, গণহত্যা ও

সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। প্রথমেই তিনি বাংলাদেশের আলাদা অস্তিত্ব ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের আলোকে মেনে নেয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে আহ্বান জানান। আর এই দাবি পূরণে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের সকল জনগণকে একযোগে ঘর থেকে বের হয়ে এসে প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ নিতে বলেন। যে-কোনো মূল্যেই হোক এই দাবি আদায়ের জন্য তিনি সর্বসাধারণের কাছে আবেদন করেন। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বহু মানুষকে হত্যার নিন্দা জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বাংলার নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। নির্যাতন ও গণহত্যা করেছে। এসবের পরিণাম ভয়াবহ হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। হত্যাকারীদের সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল হিসেবে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এদের নির্যাতনে ৮৫ ভাগ বাঙালি ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে পৌঁছেছে। সুতরাং এই হত্যাকারীদের সঙ্গে যারাই আঁতাত করবে বা করতে যাবে তাদের জানমাল বিপন্ন হবে। একই সঙ্গে মওলানা দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক থাকতে বলেন। সহযোগিতা ও শান্তি বজায় রাখতে আবেদন জানান। দলমত নির্বিশেষে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও নেতৃত্বের কোন্দল ভুলে সকলকে তিনি 'স্বাধিকার সংগ্রামে কাতারবন্দি' হওয়ার আহ্বান জানান। এই সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী যে-কোনো ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে তিনি ও তাঁর দল এক কাতারে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান।

মার্চের ৯ তারিখে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ২৫ মার্চের আগেই বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। তা না করলে বাহান্ন সালের মতোই তিনি এবং শেখ মুজিব একযোগে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করবেন বলে ঘোষণা করেন। মওলানা বলেন, "ইয়াহিয়া খান, তোমার যদি পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি মানুষের জন্যও দরদ থাকে তাহলেও তুমি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা করো। এতে করে দুই পাকিস্তানে ভালোবাসা থাকবে, বন্ধুত্ব থাকবে, কিন্তু এক পাকিস্তান আর থাকবে না—এক থাকবে না; রাখবো না—রাখবো না।" তিনি অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নন বলে জানান। রসুলের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, "প্রথমে আক্রমণ করো না, কিন্তু কেউ যদি আক্রমণ করে তার তেরটা কেন চৌদ্দটা বাজিয়ে দাও।"

সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপিয়ে দেয়া আইন যদি মেনে নিতে কষ্টকর হয়, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা বিশ্ববাসীর কাছে বিচার চাইতে পারতেন। পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ তাদের সে দাবি সমর্থন করতেন। কিন্তু তা না করে তারা অন্য পথ বেছে নিয়েছেন বলে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি স্বাধীনতার পথ বেছে নিয়েছেন। এজন্য তিনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। আর বলেন, "শেখ মুজিব এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।" সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "বাঙালি-বিহারি, হিন্দু-মুসলমান সকলেই এদেশের অধিবাসী। এদের জানমাল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।"

ইতিহাসের কালজয়ী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর আবির্ভাবের ঘন্টাধ্বনি তিনি ঠিকই শুনেছিলেন। তাই মার্চের ১২ তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অটুট ঐক্যের প্রশংসা করেন। ঐক্যবদ্ধ এই মানুষ যে মূলত স্বাধীনতার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, সে কথা বলতেও তিনি ভুল করেন নি। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্বের পদে লাথি মেরে শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে ইতিহাসে তিনি কালজয়ী বীররূপে, নেতারূপে অমর হয়ে থাকবেন।"

পরের দিন (১৩ মার্চ) ভৈরবে অনুষ্ঠিত আরেক জনসভায় তিনি বলেই ফেলেন বাংলাদেশ এখন প্রায় স্বাধীন, শুধুমাত্র একটি সরকার গঠন বাকি। "তাই এখন আর পূর্ববাংলার স্বাধীনতার স্লোগানের দরকার নেই।" তিনি একথা বলার পাশাপাশি জনসাধারণকে কর না দেয়ার আবেদন জানান এবং শেখ মুজিবের নির্দেশ পালনের উপদেশ দেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম যাতে না বাড়ে সে জন্য কালোবাজারি বন্ধ করার ব্যবস্থা নিতে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে বলেন। বিদেশী দ্রব্য ও মদ বর্জনেরও তিনি উপদেশ দেন।

মার্চের ২০ তারিখ মওলানা ভাসানী চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন যে, অবিলম্বে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হোক। প্রদেশগুলোর আয়-ব্যয় হিসেব করে সেগুলো বিতরণ করে দেয়ার ক্ষমতাসহ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার অধিকার শেখ মুজিবকে দেয়া হোক বলে মওলানা দাবি করেন। তা না করতে দিলে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে যৌথভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দেন।

একই সঙ্গে বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সিআইএ চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও তিনি দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেন। এর একদিন পরেই মওলানা আরো কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মুক্তি অবধারিত। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো। পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যা সাত কোটি বাঙালির ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, মৃত্যুর পূর্বে আমি যেন একটি স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারি।" তিনি আরো বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। আওয়ামী লীগ তাদের কাউন্সিল অধিবেশনে নীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করেছে। বাঙালিদের মধ্যে এরকম ঐক্য আর কোনোদিন আসে নি। সমস্ত দল তাদের মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির পিছনে একতাবদ্ধ হয়েছে।" তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশের সম্পদ ও দায় ভাগ-বাটোয়ারার দাবির পুনরুল্লেখ করেন। ইয়াহিয়া খানের জন্য এই একমাত্র উপায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মওলানা ভাসানী জনসাধারণকে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পরিষদের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হতে বলেন। এবং সমস্ত সৌখিন দ্রব্যের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি জনসাধারণকে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বাভাবিক গতি

অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন।

অসহযোগ আন্দোলন চলকালে বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মাওলানা ভাসানী যেভাবে উস্‌কে দিয়েছেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে সরকার গঠনের কথা বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের যৌক্তিকতা তুলে ধরেছেন, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেও তাঁর সেই অবস্থান থেকে এক চুলও নড়েন নি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁর মতো বর্ষীয়ান নেতার এই নৈতিক সমর্থন মুজিবনগর সরকারের খুবই কাজে লেগেছে। সাধারণ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

৫.২. আতাউর রহমান খান

পূর্ব বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান একসময় আওয়ামী লীগেরও নেতা ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

তাই যখন ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে আলাপ না করে সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত ঘোষণা করলেন তখন তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। পয়লা মার্চেই তিনি এক বিবৃতিতে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেশবাসীকে জানিয়ে দেন। সেই বিবৃতিতে তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্র ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে যোগসাজশ করেই এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জনাব খান দাবি করেন। এসব হীন উদ্দেশ্যেই তারা দেশে অচলাবস্থা সৃষ্টি করেছে এবং সেই অজুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার নস্যাৎ করার জন্য অগণতান্ত্রিক এই ব্যবস্থা করেছে বলে তিনি তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। তবে তিনি একই সঙ্গে এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন যে, বাঙালিদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে ২ মার্চ ঢাকার বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতেই তাঁর দলের অন্যতম নেতা শাহ আজিজুর রহমান পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সিদ্ধান্তকে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুকে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করার আহ্বান জানান। এমন কি তিনি এটাও বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রত্যেক বাঙালিই প্রস্তুত রয়েছে। অবশ্যি মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই নেতাই আবার একইরকম ভাষায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন। স্বয়ং পাকিস্তানের পক্ষে ওকালতির জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মার্চের ৭ তারিখে টাঙ্গাইলের এক সভায় জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বাংলার মুক্তির জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ডাক দেন। সেদিনও তিনি দাবি করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও আইনগত কাঠামো আদেশ

প্রত্যাহার করতে হবে।

মার্চের ১০ তারিখে বসে জাতীয় লীগের কার্যকরী কমিটির সভা। আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আর সকল বিদেশী রাষ্ট্রকে বাংলার মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাতেও বলা হয়।

পরের দিন (১১ মার্চ) এক বিবৃতিতে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, ২৩ বছর ধরে বাঙালির ওপর যে অনাচার, অবিচার–অত্যাচার ও লাঞ্ছনা–গঞ্জনা করা হয়েছে, তাতে তাদের স্বাধীনতার এই দাবি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। "বাঙালিকে তাদের নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো থাকতে পারে না।" তাই তিনি পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃবৃন্দ ও সামরিক সরকারকে জোর করে কৃত্রিম সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে বলেন। রক্তপাত হানাহানির পথ ত্যাগ করতে বলেন।

মার্চের ১২ তারিখে তিনি বরিশালে এক জনসভায় বলেন, আপোসের কোনো ফর্মুলাই আর বাঙালিকে খুশি করতে পারবে না। স্বাধীনতা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই বলে তিনি জানান। ৬–দফা ও ১১–দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন অতীত হয়ে গেছে— এই অভিমত প্রকাশ করে জনাব খান বলেন, "বাঙালিদের সকল রাজনৈতিক প্রশ্ন আজ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা হলো একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন।" মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তাগিদ দেন।

১৪ মার্চ জাতীয় লীগের অন্যতম নেতা শাহ্ আজিজুর রহমান জনাব খানের ঐ আহ্বানের আলোকে দ্রুত কৃষক–শ্রমিক সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করতে বলেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সামরিক জান্তা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ যে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে সে কথা বলতেও তিনি ভুল করেন নি। মার্চের ২০ তারিখে কুষ্টিয়ায় এক জনসভায় জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান পুনরায় পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের সঙ্গে কোনোরকম আপোস না করার জন্য শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানান। তাঁকে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেন। তিনি আরো বলেন, বাংলার সাত কোটি মানুষ স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়ে জনাব খান বলেন, স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে বসবাসের জন্য বাংলার জনগণ জেগে উঠেছেন। বিশ্বের কোনো শক্তিই তাদের রুখতে পারবে না। ইয়াহিয়া খানের বাংলা সফরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনাব খান বলেন, বাঙালিদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি আসেন নি। তিনি এসেছেন পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের চাপে। বাংলার সাত কোটি জনতার অহিংস আন্দোলনের ফলে তারা গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন।

৩. অলি আহাদ :

বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন হঠাৎ স্থগিত করে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন। পয়লা মার্চেই দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, এই ঘোষণা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ও জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনা হিসেবেই একে দেখতে হবে। জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য সকল রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তিনি তাঁর দলের প্রতিটি ইউনিটকে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলতে বলেন।

মার্চের ৩ তারিখে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আওয়াজ শক্তি প্রয়োগ করে স্তব্ধ করার পরিণাম ভালো হবে না এবং জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। সরকারি নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অলি আহাদ অন্যদেরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। তিনি জোর আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, "চূড়ান্ত সংগ্রামে জনগণের জয় হবেই।"

৬ মার্চ এক বিবৃতিতে অলি আহাদ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে পরের দিন রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠেয় মহাসমাবেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "মুজিব ভাই আপনি আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আপনার একমাত্র কাজ হচ্ছে আগামীকাল দৃঢ়চিত্ত হয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা, আমরা আপনার পেছনে আছি।"

৫.৪. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ :

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী) পূর্বাংশের সভাপতি ছিলেন। ১ মার্চ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক জনসভায় প্রস্তাব নেয়া হয় যে, ৬–দফা ও ১১–দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রের আশা নিয়েই জনগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন এবং জনপ্রতিনিধিদের হাতেই অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাঁরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করবেন তাতে বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচ প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকারের স্বীকৃতি ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতে হবে। প্রস্তাবিত সেই শাসনতন্ত্রকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। তাতে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের বাঁচার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, রেশনে চাল–আটার পরিমাণ বৃদ্ধি, পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, কৃষকের ঋণের বোঝা হ্রাস ও কুটির শিল্পের দিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রতি সংহতি ও একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।

পরের দিন (২ মার্চ) ওয়ালী ন্যাপের জনসভা হয় পল্টনে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতা স্বাধিকার

সম্পর্কিত বক্তব্য ছাড়া অন্য কিছু শুনতে অস্বীকৃতি জানায়। সেই সভাতেই পূর্বাঞ্চলীয় ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মেজাফফর আহমদ বলেন যে, জনতা বারবার ঠকেছে। সর্বশেষ ঠকেছে অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণার মাধ্যমে। আর যাতে জনতাকে প্রতারিত হতে না হয় সে জন্য তিনি সকলকে পাড়ায়–পাড়ায়, গ্রামে–গঞ্জে জোর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "আমাদের সংগ্রাম শোষণহীন, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও বিদেশী লুণ্ঠনমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের জন্য। এদেশে আর যাতে আদমজি আর ইস্পাহানি সৃষ্টি না হতে পারে তার জন্য আমাদের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী, রক্তক্ষয়ী, এ সংগ্রাম হবে বহু ত্যাগ–তিতিক্ষার।"

পূর্বাঞ্চলীয় ন্যাপের (ওয়ালী) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন ৫ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার ফলে দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করা হয়েছে। বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক মুক্তির দাবি নস্যাৎ করার জন্য হীন ষড়যন্ত্র ও নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাই সর্বত্র সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। পশুশক্তির আশ্রয় নিয়ে এই আন্দোলন দমনের চেষ্টা করা হচ্ছে। গুলি করে গণহত্যা চালিয়ে ত্রাসের রাজস্ব কায়েমের চেষ্টা চলছে। ঢাকাতেই শত শত মানুষকে গুলি করে মারা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ শান্ত রাখা সম্ভব হবে না। পরিণতি মারাত্মক হবে। এর জন্য শাসকগোষ্ঠীকেই দায়ী থাকতে হবে।

একইদিনে এই দলের অন্যতম নেতা মহিউদ্দিন আহমদ এক বিবৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানান। জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, "সাহস ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে গেলে পৃথিবীর কোনো শক্তি বাঙালির এই দাবিকে স্তব্ধ করতে পারবে না।"

৬ মার্চ এক বিবৃতিতে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন যে, জীবন দিয়ে বাঙালি তার স্বাধিকারের পক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় দিয়েছে। একই দিনে মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, সাধারণ মানুষকে শোষণ করে ২২ পরিবার তৈরি করা হয়েছে। তাই জনগণের প্রতিনিধিরা সংগ্রামের পথ ছেড়ে সংসদে ফিরে যাবেন না। তিনি আশা করেন, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বাঙালির স্বাধিকারের চূড়ান্ত ঘোষণা দেবেন। ১২ মার্চ অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ন্যাপের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সর্বস্তরের সংগ্রামরত জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব অটুট রাখার আহ্বান জানানো হয়। অধ্যাপক আহমদ বলেন, বাঙালির স্বাধিকারের দাবি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত। কায়েমি–স্বার্থবাদীরা যাতে এই সংগ্রামকে বিপদগামী না করতে পারে সে জন্য দেশবাসীকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

২০ মার্চ মৌলভীবাজারে ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় জনগণ বন্দুক, দা, কোদাল, লাঠি, তীর–ধনুক নিয়ে উপস্থিত হয়। সেই সভায় ন্যাপ নেতা মহিউদ্দিন আহমদ ও পীর হাবিবুর রহমান

বাংলাদেশের মুক্তির জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে উপদেশ দেন।

২২ মার্চ এক কর্মিসভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ দেশবাসীকে কঠিন ও কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। সভায় এক প্রস্তাবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন ইউনিয়নে মুক্তিবাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৫.৬. অন্য নেতৃবৃন্দ :

বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরুর দিকেই পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যতম রাজনীতিক আসগর খান ঢাকায় উপস্থিত হন। ৬ মার্চ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জনাব খান বলেন, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে জটিল ও মৌলিক বিষয়গুলো অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই মীমাংসা করে ফেলার পক্ষে ছিল তার দল। পরের দিন (৭ মার্চ) তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। দু'দিনে দু'বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আসগর খান বলেন যে, সংসদে যোগদানের জন্য শেখ মুজিব যেসব শর্ত দিয়েছেন সেগুলো পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে জনমত গঠন করবেন বলে উল্লেখ করেন। ১০ মার্চ আসগর খান এক বিবৃতিতে জানান, গণতন্ত্র উদ্ধারের এই সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানিদের যোগদানের এটিই উপযুক্ত সময়। আর তারা যোগ দিলেই এই সঙ্কটের নিরসন হবে। তিনি বলেন, ইয়াহিয়া খানের উচিত হবে আওয়ামী লীগ প্রধানের দাবি মেনে নেয়া। পূর্ব বাংলায় কী ঘটছে তা জানতে পারলে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে অংশ নেবেন বলে তিনি দাবি করেন। সবশেষে তিনি বলেন যে, জনগণের আশা–আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করার জন্য পুনরায় যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দাবিকে তিনি সঠিক, সুষ্ঠু ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন। আর তার সেই দাবি পূরণ করাই চলমান সঙ্কট সমাধানের একমাত্র উপায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আবারো দাবি করেন যে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের এই সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী তাদের ভূমিকা পালন করবে। তিনি আরো বলেন যে, রাজনৈতিক সমঝোতাই সঙ্কট নিরসনের একমাত্র পথ। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে তাতে কোনোই সুফল পাওয়া যাবে না। পূর্বাঞ্চলে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং সে জন্যেই দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নুরুল আমিন ১ মার্চ এক বিবৃতিতে জানান যে, পরিষদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণায় তিনি হতবাক হয়েছেন। এর ফলে দেশের শাসনতন্ত্র রচনার সম্ভাবনা ও জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। তিনি অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আবেদন জানান। আইন–শৃঙ্খা রক্ষায় ব্যর্থতার জন্যও তিনি সরকারের নিন্দা করেন। জনতা ও দুষ্কৃতকারীদের পার্থক্য করতে ব্যর্থ হওয়ার

জন্যও তিনি সরকারের প্রতি দোষারোপ করেন। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি ভুট্টো করেছেন তা অবাস্তব বলে ১৫ মার্চ এক বিবৃতিতে জনাব নুরুল আমিন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, পরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।

এমন সুস্পষ্ট সরকার গঠনে আওয়ামী লীগের বৈধতার প্রচারক নুরুল আমিন শেষ পর্যন্ত তার অবস্থান অটল রাখতে পারেন নি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি ঠিকই পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থবাদীদের সঙ্গে হাত মেলান এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের উপরাষ্ট্রপতি হতেও দ্বিধা করেন নি। সে দেশেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভুট্টোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ওয়ালী খান, গণঐক্য আন্দোলনের মুখলেসুজ্জামান, গোলাম আযম বিবৃতি দেন। তবে কাইয়ুম খান অধিবেশন স্থগিতকরণের ঘোষণাকে সঠিক মনে করেন। খেলাফাতে রব্বানির নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণার বিরোধিতা করে ৩ মার্চ বিবৃতি দেন এবং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। ৩ মার্চ জামাত নেতা গোলাম আযম এক বিবৃতিতে অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিষয়টিকে জনগণের শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যা দেন। নির্বাচিত জনগণের প্রতিনিধিদের বাইরের কর্তৃপক্ষের দেশশাসনের অধিকার নেই। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। এই অনিশ্চয়তা আর একদিনও চলতে পারে না।

এমন সব ভালো ভালো কথা বলেছেন যে, গোলাম আযম তিনিই আবার মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-হানাদার বাহিনীর দোসর হতে সামান্যতম দ্বিধাও করেন নি। বাঙালি নিধনের জন্য তৈরি বিশেষ বিশেষ বাহিনী (আলবদর, আলশামস) গঠনেও তার দল পুরো মদদ দিতে কার্পণ্য করে নি।

প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগ নেতা খাজা হাসান আসকারী ও খাজা আহসানউল্লাহ্ ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে তাঁর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থনদান করেন। কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ফজলুল কাদের চৌধুরী অধিবেশন স্থগিত করার নিন্দা করেন এবং ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। কিন্তু এরা সকলেই বাঙালির ক্রান্তিকালে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। এছাড়া আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের নেতারা অধিবেশন স্থগিতকরণের নিন্দা করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা প্রদানের আহ্বান জানান।

৫.৭ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ :

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পয়লা মার্চ পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সিরাজুল হক এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের শোষিত-নিপীড়িত ও ক্ষুধার্ত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাদীরা যে চক্রান্ত

শুরু করেছে, বাংলার জনগণ তা বরদাশ্‌ত করবে না। সামরিক সরকার বিক্ষুব্ধ শ্রমিক এলাকার ওপর একই তীব্রতা নিয়ে আক্রমণ করে। ফলে প্রচুর শ্রমিক হতাহত হয়। ৫ মার্চ পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি হায়দর আকবর খান রনো জানান, টঙ্গী শিল্প এলাকাতে সামরিক সরকার গুলি করে অসংখ্য শ্রমিক ও এলাকাবাসীকে হত্যা করেছে। অনেক মৃতদেহ গুম করে ফেলেছে। স্বাধিকারের জন্য শ্রমিকরা শাহাদাৎ বরণ করেছে। তাই তিনি মামুলি প্রতিবাদ করাকে নিরর্থক মনে করেছেন। একই দিন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান ও সহ–সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান টঙ্গীতে শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা করেন। পোস্তগোলা, খালিশপুর ও খুলনায় গুলিবর্ষণেরও তাঁরা নিন্দা করেন। নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে স্বাধিকার আন্দোলনকে প্রতিহত করা যাবে না বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান অনুরূপ এক বিবৃতিতে বলেন যে, গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণকারী নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর গুলিবর্ষণ নজিরবিহীন এক ঘটনা। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, স্বাধিকারের সংগ্রাম চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত শহীদের আত্মা শান্তি পাবে না। মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদকও শ্রমিক হত্যার তীব্র নিন্দা জানান।

বাঙালি কখনো কারো কাছে মাথা নত করে নি, একথা সোচ্চারভাবে ঘোষণা করেন শ্রমিক নেতা সিরাজুল হোসেন খান। মার্চের ১৯ তারিখে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক সমাবেশে তিনি আরো বলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশকে যেভাবে শোষণ করা হয়েছে তা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের দুশো বছরের শোষণের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে। এর ফলে বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তাদের মুক্তি সংগ্রাম ঠেকানো যাবে না। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

একই দিন জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনী সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ ভাঙার জন্য গুলি চালায়। গুলিবর্ষণের খবর পেয়ে টঙ্গীর শ্রমিকরা আলাউদ্দিন টেক্সটাইল মিলের কাছে রাস্তায় ব্যারিকেড নির্মাণ করে। সেখানে বাধা পেয়ে সামরিক বাহিনীর লোকজন শ্রমিকদের মারপিট করে। এখানে ৬ জন শ্রমিক আহত হয়।

২২ মার্চ জয়দেবপুরে ইপিআইডিসি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ফেডারেশনের সভাপতি নজরুল ইসলাম খান। সভায় প্রস্তাব নেয়া হয় যে, অবিলম্বে জয়দেবপুরে গণহত্যার জন্য দায়ী সৈন্যদের শাস্তি দিতে হবে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে এবং শহীদদের স্মরণে গাজীপুরে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫.৮. পশ্চিম পাকিস্তান নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া :

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরপরই আরেকটি উস্কানিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সেটি হলো, সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত গভর্নর

অ্যাডমিরাল আহসানকে প্রত্যাহার করে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে সেই পদে নিয়োগ। ৬ মার্চ এই নিয়োগ প্রদান করা হয়। একই দিন ইয়াহিয়া খান দাবি করেন যে, পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতার আশায় তিনি অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা পূরণ না হওয়ায় তিনি পুনরায় তা আহ্বান করছেন। পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব তাকে ভুল বুঝেছেন বলে তিনি জানান। একই সঙ্গে পূর্ব বাংলার প্রতিরোধকারী জনগণকে দুষ্কৃতকারী বলেও তিনি আখ্যায়িত করেন। স্থগিত ঘোষণা করে তিনি পরিষদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছেন বলে দেশবাসীকে জানান। এই পরিস্থিতি তার নিজের সৃষ্ট নয় বলে তিনি দাবি করেন। ৭ মার্চ সরকারি এক প্রেসনোটে দাবি করা হয় যে, ১৭২জন প্রতিবাদী জনগণ নিহত হয়েছে। হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে বলে আন্দোলনকারীরা যে দাবি করেছে, তা নিছক গুজব বলে প্রেসনোটে বলা হয়।

১০ মার্চ ১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ জারি করে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম পরিচালনার বিরোধকারীদের চূড়ান্তভাবে সাবধান করে দেয়া হয়। ১৩ মার্চ ১১৫ নম্বর সামরিক আদেশে দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের ১৫ মার্চ দশটার মধ্যে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। অন্যথায় তাদের বিচার করা হবে বলে হুমকি দেয়া হয়। ৬ মার্চ ঢাকায় ইয়াহিয়া খান ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে প্রথম দফা আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার অগ্রগতি বিষয়ে তেমন কিছুই জানানো হয় নি। আলোচনায় যে খুব একটা অগ্রগতি হচ্ছিল না তা প্রকাশ পায় আরেক ঘটনায়, আকস্মিকভাবে ২২ মার্চ ঘোষণা করা হয় ২৫ মার্চে অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আবার স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। ২৩ মার্চ ইয়াহিয়া খান বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করার শক্তি দুনিয়াতে কারো নেই। সশস্ত্র বাহিনী জাতির খেদমতের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। তাঁর এসব কথাবার্তা থেকে ইঙ্গিত মিলছিল সামরিক বাহিনী সংঘাতের পথই বেছে নিয়েছে।

পিপল্‌স্ পার্টি প্রধান ভুট্টো ৪ মার্চ স্বীকার করেন যে, ৬–দফা নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আরো আলাপের জন্য অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার অনুরোধ তিনি করেছিলেন। কিন্তু এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে 'চরম প্রতিক্রিয়া' প্রকাশ করা হয়েছে তা তিনি আশা করেন নি। ৬ মার্চ তিনি জানান, তাঁর দল ২৫ মার্চ অনুষ্ঠেয় অধিবেশনে যোগ দেবেন। ১১ মার্চ ভুট্টো শেখ মুজিবের কাছে একটি 'তারবার্তা' পাঠান। তাতে তিনি পাকিস্তানকে রক্ষা করা উভয়ের সাধারণ লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সমাধানের পক্ষে বলে ঐ বার্তায় উল্লেখ করেন।

১২ মার্চ লাহোরের এক সমাবেশে তিনি বলেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই তিনি এরূপ নীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, "আমরা অখণ্ড পাকিস্তান চাই এবং সেই পাকিস্তান হবে নির্যাতিত শোষিত মানুষের পাকিস্তান।" সামরিক বাহিনীকে সেনাছাউনিতে ফিরিয়ে নেয়া ও গণহত্যার তদন্ত করার বিষয়ে যে দুটো দাবি শেখ মুজিব করেছেন তা তাঁর দল সমর্থন করে। বাকি শর্তগুলো সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। ১৪ মার্চ করাচিতে তিনি

জানান, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটা আপোস রফা করা সম্ভব। ৬-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা পৌঁছেন। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তিনি হোটেলে উপনীত হন। পথে তার বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হয় ও ফেস্টুন দেখানো হয়। "সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে", একজন সাংবাদিককে তিনি এই বলে আশ্বস্ত করেন। এর পরের ঘটনা সকলেরই জানা। ভুট্টো-মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক হয়েছে। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। ভুট্টোর উপস্থিতিতেই ২৫ মার্চ রাতে নিরীহ বাঙালিদের ওপর নেমে আসে পাক হানাদারদের আক্রমণ।

২ মার্চ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দু'জন পাকিস্তানি নেতা অবিলম্বে অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করার জন্য ইয়াহিয়ার কাছে অনুরোধ জানান। তা না-হলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে বলে নেতৃদ্বয় মত প্রকাশ করেন।

পাকিস্তানের প্রবীণ রাজনীতিক মমতাজ দৌলতানা ৬ মার্চ এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব এই সঙ্কটের সময় সংযম ও বড় মনের পরিচয় দেবেন। মওলানা নুরানী ঐদিন এক বিবৃতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য পিপিপিকে দায়ী করেন। একই দিন কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল (অব.) নূর খান বলেন, "দেশ শাসন করা শেখ মুজিবুর রহমানের আইনগত অধিকার।" ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে শেখ মুজিবের ওপর দোষারোপ করার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। বেলুচিস্তানের নবনির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য গউস বখ্‌শ বেজেঞ্জো সংসদে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবের কাছে আবেদন জানান। পুনরায় অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্তকে কাইয়ুম খান একটি আশার আলো বলে বর্ণনা করেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী শের আলী খান অবিলম্বে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শেখ মুজিব একজন খাঁটি মুসলমান এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের সংহতি রক্ষার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত।

ক্ষমতা হস্তান্তরের আইনগত ব্যাখ্যা দিয়ে ৮ মার্চ সবুর খান একটি বিবৃতি দেন। এক্ষেত্রে তিনি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন বা প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। ১০ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃস্থানীয় আইনজীবী, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা, বিচারক, ধর্মীয় নেতা ও সাংবাদিকগণ এক যৌথ বিবৃতিতে শেখ মুজিবের ৪-দফা নীতিগতভাবে সমর্থন করেন। ১৫ মার্চ পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা ভুট্টোর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁর দেয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে দাবি ভুট্টো করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও ছাত্ররা ১৬ মার্চ তার তীব্র নিন্দা করেছেন। তবে করাচি শিল্প ও বণিক সমিতি হুমকি দেয় যে, আন্দোলন চলতে থাকলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাঙ্কে লেনদেন বন্ধ করে দেয়া

হবে।

সঙ্কটকালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ তাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেও শক্তিশালী এলিটগোষ্ঠী মনে হয় সামরিক সরকারের ভূমিকাকেই সমর্থন করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরাও খুব জোরালোভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন করেন নি। যার ফলে অনেকটা বিনা চ্যালেঞ্জেই কায়েমি স্বার্থবাদীরা নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে উপেক্ষা করে অগণতান্ত্রিক শাসন চালিয়ে যাওয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে। আর এই ব্যবস্থায় প্রাণ দিতে হয় লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে।

ষ ষ্ঠ অ ধ্যা য়

অসহযোগ আন্দোলন ও ছাত্র সংগঠন

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তবে ছাত্র প্রতিরোধের কেন্দ্র ছিল ডাকসু ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। পরবর্তী সময়ে এদের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ অসহযোগ আন্দোলনের পরেও মুক্তিযুদ্ধের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার পাশাপাশি বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নও বড় ভূমিকা পালন করে। অসহযোগ আন্দোলন চলাকালেই ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ মুক্তিবাহিনী গড়ার আহ্বান জানায় এবং তার সদস্যরা সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নেয়ার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করে। এ সময় অন্যান্য ছাত্র সংগঠনও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

৬.১. ডাকসু ও ছাত্রলীগ

১ মার্চেই ডাকসু ও ছাত্রলীগের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি শহীদ মিনার, মেডিকেল কলেজ, হাইকোর্ট হয়ে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত পূর্বাণী হোটেলের সামনে সমবেত হয়। মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম আবদুর রব এবং ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। দুপুরের দিকে পূর্বাণী হোটেলের সামনের জায়গাটি ছাত্র-জনতায় ভরে ওঠে। মিছিলে মিছিলে ভরে ওঠে গোটা চত্বর। ঐ সময় পূর্বাণীতে চলছিল আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সভা। ২ মার্চ বটতলায় নামে জনতার ঢল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময়ও জনতার এমন ভিড় দেখা যায় নি। এগারোটায় নির্ধারিত সভা শুরুর বহু আগেই দলে দলে লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতে থাকেন। জনতার মুখে প্রতিরোধের দৃঢ় অভিব্যক্তি। স্বাধিকার আদায়ের শপথ নেয়ার জন্য তারা সমবেত হয়েছিল বটতলায়। সে দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক 'পূর্বদেশ' তার এক প্রতিবেদনে লিখেছে :

"বাংলাদেশে এখন ফাল্গুন মাস। বসন্তকাল এসেছে। গাছে গাছে ফুলের সম্ভার। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় দেখা যায় শিমুল গাছের ডগায় লাল ফুল, যেনো আগুন লেগেছে

গাছের ডালে। গতকালের বাংলাকে মনে হচ্ছিল লাল শিমুলের আগুন এসে স্পর্শ করেছে জনতার হৃদয়ে, চোখে, মুখে।"

বটতলায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন ডাকসুর আ.স.ম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং ছাত্রলীগের নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ। বক্তারা জানান, নিয়মতান্ত্রিক পথে দীর্ঘ আন্দোলনের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র রোধে ব্যাপক ঐক্যের আহ্বান জানান। সভার শুরুতেই সভাস্থলে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য ছাত্র–জনতা শপথ গ্রহণ করেন। ৩ মার্চ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এক প্রেসবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। এই কর্মসূচিতে ছিল প্রতিদিন দুটো পর্যন্ত হরতাল, পল্টন ময়দানে গায়েবানা জানাজা, মসজিদে সাফল্য কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা, দুপুরে লাঠি মিছিল, সন্ধ্যায় মশাল মিছিল এবং ৭ তারিখে রেসকোর্সের জনসভায় অংশগ্রহণের আবেদন।

আরেকটি যৌথ বিবৃতিতে ডাকসু ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ স্বাধিকার সংগ্রামকে জোরদার করার জন্য দুষ্কৃতকারীদের লুটপাট, অগ্নিসংযোগের মতো অপকর্মে বাধাদানে ছাত্র–জনতার প্রতি আবেদন জানান। এছাড়া ছাত্র নেতৃবৃন্দ হরতালের সময় সর্বহারাদের খাবার প্রদান, প্রত্যেক পরিবারকে কয়েকদিনের খাদ্য মজুত রাখা এবং সংগ্রামের নামে কাউকে চাঁদা না দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। সরকারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদানে বিরত থাকতেও তারা অনুরোধ করেন।

৩ মার্চ করাচিতে বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করেন। তারা বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে দু'দিনের হরতালে যোগ দেন। ছাত্ররা স্বাধিকার আন্দোলন সফল করতে যে–কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত বলে জানান। এরপরেও প্রতিদিনই ছাত্রনেতৃবৃন্দ উজ্জীবনধর্মী বিবৃতি দেন। তবে ৯ মার্চে দেয়া তাদের বিবৃতিটি ছিল ভিন্নধর্মী। "ওদের ধরিয়ে দিন" নামের সেই বিবৃতিটিতে নেতৃবৃন্দ জানান যে, ঢাকা শহরের বেশকিছু স্থানে "স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদের" নামে মানুষের কাছ থেকে তাদের ট্রাক, জিপ, কার ও মোটর সাইকেল জোর করে আটক করে কিছুসংখ্যক সমাজবিরোধী তরুণ সেগুলোর অপব্যবহার করছে। পরিষদের নামে ভুয়া স্বাক্ষর দিয়ে এরা জোর করে টাকা তুলছে, গাড়ি দখল করছে, ডিপো থেকে তেল নিচ্ছে। এদের ধরিয়ে দেয়ার অহ্বান জানানোর পাশাপাশি পরিষদের প্যাডে সিলসহ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকে কিছুই না দেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

ঐদিন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ এক জরুরি সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবে অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১০ মার্চ ছাত্র নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে জনগণকে সতর্ক করে দেন। শান্তিকামী জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ব্যাপকভাবে অস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে বলে নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। এম. এ. সোয়াত নামের অস্ত্র বোঝাই এক জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে নোঙর করেছে। আরো পাঁচখানা জাহাজ অস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে শিগ্‌গিরই

চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ করবে। এই সৈন্য ও অস্ত্র যাতে বাংলাদেশের মাটিতে নামতে না পারে তার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তারা সকলকে সতর্ক থাকতে বলেন। একই সঙ্গে শ্রমিকদের ওপর কোনো ধরনের জবরদস্তি করা হলে তা প্রতিহত করতে বলা হয়।

১০ মার্চ পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি জনতার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে এক নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করে। সেই কর্মসূচিতে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল :

- ☐ ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার কার্য চালানো;
- ☐ জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা;
- ☐ বড় বড় সভার পরিবর্তে ছোটো ছোটো জমায়েতের আয়োজন করা;
- ☐ পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গি কর্মীদল গঠন করা;
- ☐ প্রতিটি ইউনিটকে স্বাধীন উদ্যোগ নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে পাকিস্তানি খেতাব বর্জনের আহ্বান জানান। সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে 'পাকিস্তান' শব্দ থাকলে তা বদলে 'বাংলাদেশ' যুক্ত করা, যানবাহনে কালো পতাকা বহন, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান।

একই বিবৃতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যদি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান তাহলে ৬ মার্চে দেয়া তাঁর ভাষণ প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই সাক্ষাৎকার হতে হবে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ শত্রুসেনাদের সকল প্রকার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার আহ্বান জানান। যদি কেউ কোনো বাঙালিকে এ কাজ করতে বাধ্য করে তবে তাকে চরম শাস্তি পেতে হবে।

১২ মার্চ প্রদত্ত বিবৃতিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ খাদ্য মজুতের বিরুদ্ধে মজুতদারদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধির চেষ্টা যেসব বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মজুতদাররা করছে তাদের এ কাজ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, এরপরেও যদি এমন কাজে তারা লিপ্ত হয়, তবে তাদের স্বাধীনতার ঘোর শত্রু বলে চিহ্নিত করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে।

ঐদিনই অন্য এক বিবৃতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ দাবি পেশ করেন যে, শত্রুদের ব্যবহারের জন্য জ্বালানি সরবরাহ করা যাবে না। তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলোকে বলা হয়, তারা শুধু অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য তেল সরবরাহ করবে। শত্রুকে তেল দিলে এই কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১৫ নম্বর সামরিক আইন জারির প্রতিবাদে ১৫ মার্চ বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে এক সভায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, এই আদেশ তারা মানেন না। সার্ভিসরত বাঙালিদের বদলির আদেশ দেয়ার কোনো অধিকার সেনা কর্তৃপক্ষের নেই। "একজন বাঙালির গায়েও যদি আঘাত আসে তাহলে সাত কোটি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাল্টা আঘাত হানবে।"

নূরে আলম সিদ্দিকী সেই সভায় বলেন, "সামরিক আইন আমরা মানি না।" একই

সঙ্গে সংগ্রামের পক্ষে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলেন। তিনি আরো বলেন, "লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর দেশে যদি অরাজকতা শুরু হয় তাতে বিশ্বের দরবারে আমরা হেয় প্রতিপন্ন হবো।" আ.স.ম. আবদুর রব একই সভায় বলেন, সুশৃঙ্খল সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনী ছাড়া শত্রুদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশমতো চাকরিজীবী বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা না করার আহ্বান জানিয়ে আ.স.ম. রব বলেন যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করতে হবে। জনাব মাখন বলেন, কোনোরকম আইন জারির অধিকার আছে কেবল বঙ্গবন্ধুর, অন্য কারোর নয়। শাহজাহান সিরাজ বলেন, বাঙালি তাদের অধিকার আদায়ের জন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। মুক্তিসেনারা তা[illegible]পক্ষের মোকাবিলা করছে। তিনিও বলেন, বাংলাদেশে বিধি ঘোষণার অধিকার কেবল বঙ্গবন্ধুরই রয়েছে। তাঁর নির্দেশই সকলে পালন করবেন।

খুলনার ছাত্রনেত্রী হাসিনা বানু শিরিন ঐদিন আরেক বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের নারীগণও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধিকার সংগ্রাম করে যাবে।

১৮ মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক বিবৃতিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান। তারা বলেন, বাংলাদেশের টাকায় দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য অস্ত্র কেনা হয়েছিল। আর সেই অস্ত্র যাতে জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা হয়, সেজন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর বিধিনিষেধ জারি করার জন্য অস্ত্র সরবরাহকারী সকল দেশের প্রতি নেতৃবৃন্দ আবেদন জানান। প্রতিবেশি রাষ্ট্রসমূহের কাছে তারা আবেদন করেন যে, সৈন্যবাহী বিমান যেন বাংলাদেশে আসতে না দেয়া হয়। পাকিস্তানের সৈন্যদের কোনো প্রকার সাহায্য–সহযোগিতা না করার জন্যও এসব রাষ্ট্রের কাছে তারা অনুরোধ করেন।

১৮ মার্চ বাংলা ছাত্রলীগের সভাপতি আল–মুজাহিদী ও সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন এক বিবৃতিতে "সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম বাংলাদেশ" গঠনের উদ্দেশ্যে ২৩ মার্চ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস" পালন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তারা ঐ দিনের জন্য যে সব কর্মসূচি ঘোষণা করেন সেগুলোর মধ্যে ছিল :

- সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন;
- সকাল ছ'টায় প্রভাতফেরি;
- মুক্তি আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত;
- শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ।

একই দিন ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্রী সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বেগম শাহজাদী হারুন। সভার প্রস্তাবে জাতীয় সঙ্কটকালে বঙ্গবন্ধুর সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রশংসা করা হয়। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের নির্বিচারে হত্যার নিন্দা করেন।

প্রদত্ত ২০ মার্চ এক বিবৃতিতে "স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" ২৩ মার্চ

প্রতিরোধ দিবসে বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি–বেসরকারি অফিস–আদালত ও বাসভবনে "বাংলাদেশের পতাকা" উত্তোলনের আহ্বান জানান।

২১ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে। সভায় জোরের সঙ্গে বলা হয় যে, "এই গুলিবর্ষণ বঙ্গবন্ধু এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যকার আলোচনা নস্যাৎ করার একটি চেষ্টা মাত্র। দেশ যখন একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং দেশকে যখন মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, সে সময় এরূপ ঘটনা সত্যিই একটা ভয়ানক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।" একই দিন ময়মনসিংহে স্থানীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের আহ্বানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় ছয়–সাত হাজার লোক ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং বাংলার স্বাধীনতার দাবি করে রামদা, বল্লম, তীর–ধনুক হাতে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ময়মনসিংহ শহর প্রদক্ষিণ করে এবং 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর' এবং 'সব কথার শেষ কথা বাংলার স্বাধীনতা' ইত্যাদি ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসহ শহরের বিভিন্ন দোকানপাট ও যানবাহনে কালো পতাকা উড়ানো হয়।

২২ মার্চ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ভোর ছয়টায় সকল সরকারি–বেসরকারি এলাকায় ও প্রতিটি বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সাড়ে ছয়টায় প্রভাতফেরিসহ শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল নয়টায় পল্টন ময়দানে 'জয় বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং এগারোটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করা হয়। একই দিন (মার্চ ২২) সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের জনতার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা ও গুলিবর্ষণের নিন্দা করেছে। নটরডেম কলেজের ছাত্ররা স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া ছাত্র প্রতি এক টাকা হারে আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে অর্থদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৬.২. ছাত্র ইউনিয়ন

১ মার্চ ওয়ালী ন্যাপের নেত্রী ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেত্রী মাতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানে এক পথসভায় বলেন, "আজ আর এক কোনো দল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ। শেখ সাহেব, আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেন, "কথা আমরা বলতে চেয়েছিলাম— কথা আমরা শুনতেও চেয়েছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেয়া হয় নি। তাই আজ জনগণই শেষ লড়াইয়ের জন্য নেমেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে সাগরের বানের মতো। এ লড়াই কঠিন লড়াই। এ লড়াই দীর্ঘদিনের লড়াই। এ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ লড়াই সুশৃঙ্খল ও জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে।" তিনি আবেগময় কণ্ঠে বলেন, "আজ আর ন্যাপ নেই, আওয়ামী লীগ নেই। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে

হবে। এখন থেকেই পাড়ায়–পাড়ায় জঙ্গি ঐক্যফ্রন্ট গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেই করবে।"

২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলি এক বিবৃতিতে বলেন, "৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা নিঃসন্দেহে গণরায় বানচালের গভীর ষড়যন্ত্র। দেশবাসীর দাবি ছিল জনাব ভুট্টো অধিবেশনে যোগদান না করলেও গণতান্ত্রিক বিধান মতে ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গণনির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। কিন্তু তা না করে একচেটিয়া বৃহৎ ধনিক, বণিক, ভূস্বামী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।" নেতারা বিবৃতিতে কয়েকটি শর্তে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও অবাঙালিবিরোধী প্ররোচনা বন্ধ রেখে পূর্ব বাংলার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সিলেটের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। এ ধর্মঘটে ছাত্রলীগসহ সব দলই সমর্থন দেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে শহরের প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করার পর স্থানীয় রেজিস্ট্রি ময়দানে এক জনসভার আয়োজন করে। সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেন। এছাড়াও বক্তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছানুযায়ী জনসাধারণের শাসনতন্ত্র প্রণয়নেরও দাবি জানান।

৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) আয়োজিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। বাংলার স্বাধিকারের সংগ্রামকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। আর এ জন্যই পাড়ায়–পাড়ায়, গ্রামেগঞ্জে সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক–কৃষক–ছাত্র–জনতাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।"

একই স্থানে ৫ মার্চের এক জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, "সরকার যদি মনে করেন রক্ত নিয়ে বাঙালিদের দমন করা যাবে, তা হলে ভুল করেছেন। ঘটনা যা–ই ঘটুক, বাংলার বুকে স্বাধিকারের যে পতাকা আজ উড়েছে, তা নামানো যাবে না।" তিনি বলেন, "কারফিউ উঠলে নতুন পর্যায়ে সংগ্রাম শুরু হবে। যে সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য আমাদের মুক্তিবাহিনীর দরকার হবে। তাই মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে। এবারের লড়াই হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের উৎখাতের লড়াই। এ লড়াই হবে জনগণের লড়াই। তাই দুষ্কৃতকারী, দাঙ্গা ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে একসঙ্গে দাঁড়াতে হবে।" একই জনসভায় প্রবীণ সাংবাদিক সত্যেন সেন বলেন, "জাতির এই বিরাট সঙ্কটকালে বাঙালিরা আবারো প্রমাণ করবে যে বাঙালিরা আজ সকল শ্রেণী, বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। এ লড়াইয়ে তাদের বিজয় হবেই।"

৬ মার্চ আরেকটি জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, "শান্তির মাধ্যমে দেশের শাসনতন্ত্র

প্রণীত হওয়ার যে আশা মানুষ করেছিল তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী চক্র নস্যাৎ করে দিয়েছে। দেশের দুই অংশের মানুষের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যে, ৬–দফা ও ১১–দফাভিত্তিক শাসনতন্ত্রেও কাজ হবে না, শাসনতন্ত্রে জাতিভিত্তিক স্বাধীনতার অধিকার দিতে হবে।" তিনি বলেন যে, জনতার স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা এদেশের মানুষ মেনে নেবে না।

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে তা 'সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত' বলে অভিমত প্রকাশ করে। নেতৃবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রকে পাড়ায়–পাড়ায় ও গ্রাম–অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্টের ৫ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ বলেন, "বেতার ভাষণে তিনি যেভাবে সমস্ত ঘটনার জন্য বাংলা এবং তার নেতৃত্বের উপর দোষ চাপিয়েছেন, বাংলার জনগণকে পশুর মতো গুলি করে হত্যা করাকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন, জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি যেভাবে হুমকি প্রদর্শন করেছেন, তা বাংলার জনগণের জন্য অবমাননাকর।"

১০ মার্চ একই সংগঠনের একটি অংশ ট্রাকে শিল্পীদেরসহ রাস্তায় রাস্তায় "আমার সোনার বাংলা", "বিপ্লবের রক্তে রাঙা ঝাণ্ডা উড়ে আকাশে", "হুঁশিয়ার কমরেড হুঁশিয়ার", "পিছনে ঠাই নাই দাঁড়াবার", "জনতার সংগ্রাম চলবে" প্রভৃতি গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৪ মার্চ বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে সংগঠনের সভাপতি নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত জনসভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিগত তেইশ বছরে বাংলার গণঅধিকার বানচালের চক্রান্তকে পর্যালোচনা করে বলেন, এবারে জনগণের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে কোনো শক্তি স্তব্ধ করতে পারবে না। গণসংগ্রামের পটভূমিতে পঁচিশে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সামরিক শাসন প্রত্যাহার, শাসন ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে অর্পণ, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও গণহত্যার তদন্তের দাবির প্রতি তিনি সংগঠনের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) গণবাহিনীর আনুষ্ঠানিক সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে গণবাহিনী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে জনগণের স্বার্থে যে–কোনো সংগ্রামে নিজেদের জীবন আহুতি দেয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। কুচকাওয়াজ শেষে গণবাহিনীর সাড়ে তিনশ' কর্মীর রাজপথে মার্চপাস্ট বের হয়। রাজপথে ছাত্রছাত্রীদের রাইফেল কুচকাওয়াজ দেখার জন্য বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। জনগণ হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান।

২৩ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি নুরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিরাট জনসভায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, "স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলার

মানুষ কোনো আপোস মানিয়া লইবে না।" জনাব ইসলাম বক্তৃতায় ২৩ বছরের শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, "পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে প্রতিটি দিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজির মালিক বড় ধনিকগোষ্ঠী, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ তথা আপামর জনতার বুকের রক্ত শোষণ করিয়াছে। দাবি উত্থাপন করিলে শাসকগোষ্ঠীর পাহারাদারদেরকে জনগণের ওপর লেলাইয়া দেয়া হইয়াছে। নির্বিচারে বুলেট-বেয়নেট চালাইয়া অসংখ্য নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। চক্রান্ত করিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কবর দেয়া হইয়াছে। বাংলার মানুষ আজ তাই সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, শোষণ মুক্তির জন্য, বাঁচার জন্য স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। কোনো শক্তিই স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারিবে না। বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইয়াছে। শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি।" বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, "একদিকে আলোচনা চলিতেছে অপরদিকে শাসকগোষ্ঠীর পাহারাদার সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গুলিবর্ষণ, গণহত্যা ও জনগণের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রাখিয়াছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য আলোচনা চলিতে পারে না। অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরাইয়া লইতে হইবে। সামরিক শাসন প্রত্যাহার করিয়া নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতেই হইবে এবং নির্ভেজাল পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতেই জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিতে হইবে। সামরিক বাহিনীর কোনো লোক অথবা জনগণের শত্রু বলিয়া চিহ্নিত কোনো লোক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে থাকিতে পারিবে না।" তিনি মণি সিংহসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির নির্দেশ দানের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান।

একই দিন (মার্চ ২৩) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা শাখা শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েমের দাবিতে চট্টগ্রামে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণকে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয় এবং আন্দোলনকে সংগঠিত রূপদান ও শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি পাড়া, মহল্লা এবং গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন করার আহ্বান জানানো হয়।

সপ্তম অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন ও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন

অর্থহীন বিচ্ছিন্ন বর্ণমালাকে শৃঙ্খলায় সুসংবদ্ধ করলে তখন যেভাবে অর্থহীন চিহ্নমাত্র আর না থেকে তারাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন ও সভ্যতার অগ্রদূতরূপে দাঁড়িয়ে যায় তেমনি বহুজনের সম্মিলিত সাধনা, সমষ্টির কর্মপ্রচেষ্টার ফলে অবিস্মরণীয় কিছু গড়ে ওঠে।

অসহযোগ আন্দোলন সেরকম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সংগ্রাম ক্ষেত্র বিশেষ। প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে এবং সংগঠন অসাধ্যকে সাধন করে। বাঙালি অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করতে পেরেছিলেন এসব প্রাতিষ্ঠনিক উদ্যোগের কারণেই। সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেসময়ে তারা হাতে নিয়েছিল নানা কর্মসূচি।

সকল প্রত্যাশা ও অঙ্গীকারের অবসান ঘটিয়ে ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ তীব্র প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের উক্ত ঘোষণার পরপরই ঢাকার সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস, আদালত, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, সিনেমা হল, যানবাহন, বাস-ট্রাক, স্কুটার এমনকি প্রাইভেট কার চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানী শহরের সকল রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। রাতের ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের নগরীতে। পরের দিনও লক্ষ্য করা যায় একইধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

৩ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষকশ্রেণী ও কায়েমিস্বার্থবাদী মহল দায়ী। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কারসাজির মাধ্যমে তারা শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। পাকিস্তানের ইতিহাসে চিহ্নিত দু'একটি রাজনৈতিক মহলের অযৌক্তিক দাবির অজুহাতে জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিতকরণ এই অশুভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ বহির্প্রকাশ। দেশকে ভয়াবহ

বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

৪ মার্চ ঢাকায় ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্র সমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন, ততোদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না। একই দিন পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিতে এক সভায় মার্চের গণআন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের হত্যার বিচারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং হতাহতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ওপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবিও জানানো হয়। সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সঠিক মতামত প্রকাশের অধিকার না দিলে সাংবাদিকরা বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এজন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে ঘোষণা করেন। বিবৃতিতে তারা অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন বাতিল করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।

পরদিন (মার্চ ৫) উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীরা সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্দোলনে নিহত শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। জানাজায় ইমামতি করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান এ.কিউ. চৌধুরী। জানাজা শেষে একটি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। এই মিছিলে নেতৃত্বদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি ড. এম.এ. নাসের, রেজিস্ট্রার এ.কে.এম. জাহিরউদ্দিন, ছাত্র কল্যাণ বিভাগের পরিচালক জনাব এম.এ. জব্বার এবং দুই ফ্যাকালটির দুই ডিন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানরাও মিছিলে যোগ দেন। কালো কাপড়ের ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল "বাঙালি হত্যা বন্ধ কর; সামরিক শাসন বাতিল কর; গোল টেবিল না রাজপথ—রাজপথ-রাজপথ, স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলা কায়েম কর, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আমরাও প্রস্তুত, নতুন নাম নতুন দেশ-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ, কৃষক-রাজ শ্রমিক-রাজ কায়েম কর, কায়েম কর" প্রভৃতি। একই দিন পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে জানায় যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তারা যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে পূর্ব বাংলার ৩৩ জন চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সঙ্গীত পরিচালক এক যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সঙ্গে থাকবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন আবদুল জব্বার খান, খান আতাউর রহমান, সালাউদ্দিন,

ইফতেখারুল আলম, মোশাররফ, রোজী চৌধুরী, মুস্তাফিজ, আনোয়ার হোসেন, শবনম, রাজ্জাক, রোজী সামাদ, কবরী, আজিম, সুজাতা, আবুল খায়ের, সুলতানা জামান, কিউ.এম. জামান, ই.আর. খান, মোস্তফা, আবদুস সামাদ, নারায়ণ ঘোষ, সত্য সাহা, গাজী মাজহারুল ইসলাম, হায়দার আলী, সুবল দাস, রাজ, আখতার হোসেন, নুরুল হক বাচ্চু, আলতাফ মাহমুদ, সুচন্দা ও জহির রায়হান। নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি আপওয়া (পূর্বাঞ্চল ইউনিট), সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করেন। বিবৃতিতে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষের মতো বাঁচার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থে যারা জীবন দান করেছেন, তাদের জন্য সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করা হয়। সমিতি দেশের স্বাধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশের মহিলাদের প্রতি যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানায়। তাছাড়া সমিতি ছাত্র-জনতাকে বেপরোয়াভাবে হত্যার নিন্দা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচারের দাবি করে। পূর্ব পাকিস্তান পান রফতানি ও পান উৎপাদনকারী সমিতি অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়।

৬ মার্চ বেতার, টিভি ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক সভায় বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা একাডেমী চত্বরে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। তারা ২৫ মার্চের তারিখের অধিবেশনের আগে পূর্ব বাংলায় পাইকারি গণহত্যার বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানান। একই দিন পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেসক্লাব থেকে মিছিল বের করে। বায়তুল মোকাররমে সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কে.জি. মোস্তাফা পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনকে সঠিকভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য বিশ্বের সকল সাংবাদিকের প্রতি আবেদন জানান। গণআন্দোলনকে সঠিকভাবে চিত্রিত করার জন্য দেশের সকল সাংবাদিকের প্রতি আহ্বান জানান। কোনো প্রকার বাধা-নিষেধ না মানার কথা বলেন। তারা পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকদের প্রতিও আহ্বান জানান। ৭ মার্চ এক পর্যায়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। রমনা রেসকোর্স থেকে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা রিলে না করার প্রতিবাদে এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আওয়ামী লীগের খবর যথাসময়ে পরিবেশন করতে না দিলে বেতার বর্জন করার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বেতারের সকল বাঙালি কর্মচারী বেরিয়ে এলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মিরপুর ও সাভারস্থ বেতারের প্রায় ৫শ' কর্মচারী কাজ বন্ধ রেখে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান।

৮ মার্চ শিল্পীদের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রতিবারের মতো এবারও বাংলার সমগ্র শিল্পীসমাজ একাত্ম রয়েছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পীরা এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠান বর্জন করে চলেছেন। কিন্তু এই মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার অনুপ্রেরণা যোগানোর প্রয়োজনে গণমুখী সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। তাই

শিল্পীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক. ১০ মার্চ থেকে রেডিও, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এই শর্তাধীনে যে, যাবতীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই আন্দোলনের অনুকূলে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আন্দোলনের পরিপন্থী অথবা দেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান তারা প্রচার করবেন না খ. যতোদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে ততোদিন প্রদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীত একাডেমিগুলো বন্ধ থাকবে গ. যদি আবার সামগ্রিক হরতাল ঘোষিত হয় তাহলে শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় চলতে থাকবে।

৯ মার্চ ইপি ওয়াপদা ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের ষোলজন নেতা যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এক মরণজয়ী সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফেডারেশনের সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ নেয়া হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব পাকিস্তান নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস রাখা হয়। শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন। ইস্টার্ন ব্যাঙ্ককিং কর্পোরেশনের কর্মচারী স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের জন্য আওয়ামী লীগের রিলিফ তহবিলে একদিনের বেতন দান করেন।

১০ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব বদরুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত গর্ভনর টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। হাইকোর্ট বারের ১৬ জন আইনজীবী এজন্য তাঁর প্রতি অভিনন্দন জানান। হাইকোর্ট বারের সদস্যরা এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুগ ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের ঐতিহ্যের অনুকূল। একইদিন উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলার সকল স্তরের লোকের কাছ থেকে গণমুখী সঙ্গীত রচনা করার জন্য আহ্বান জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্পীদেরকে স্বাধীনতার সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়। স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুর্তাজা বশীর তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন, "মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে আমি সচেতন শিল্পী হিসেবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।"

অন্যদিকে একইদিন পূর্ব পাকিস্তান সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, আই.ডি.বি.পি. স্টাফ ইউনিয়ন, ঢাকা সমিতি, ই.পি.আই.ডি.সি ডকইয়ার্ড, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ডিলার গ্রুপ, মুসলিম ইন্সুরেন্স কোম্পানি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ঢাকা চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন এবং আই.সি.আই বঙ্গবন্ধুর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।

১২ মার্চ চারু ও কারুশিল্প মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শিল্পী সৈয়দ সাফিকুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিল্পীরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, সভা অনুষ্ঠানে সাইক্লোস্টাইল করে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা, আন্দোলনমুখী পোস্টার–ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন করা প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন (প্রথম শ্রেণীর প্রশাসক) এক সভায় বাংলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। তারা জননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সকল নির্দেশ মেনে চলবেন এবং আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে তাঁদের একদিনের বেতন দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৩ মার্চ ঢাকা শহরের স্টেট ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক, হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন, ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের এক জরুরি বৈঠকে যে সব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় পরিচালনা বোর্ড) পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত, অবিলম্বে সেই সব ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা প্রদান করে স্বাধীনভাবে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ দেয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধুর কাছে দাবি জানানো হয়।

১৪ মার্চ নারায়ণগঞ্জ এডভোকেট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান বঙ্গবন্ধুর চারদফা দাবির প্রতি সমর্থন জানান। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই ৪–দফা দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমেই কেবল দেশের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা পেতে পারে। কৃষি গ্রাজুয়েট, কৃষি ডিপ্লোমা হোল্ডার ও কৃষি কর্মচারীদের এক যৌথসভায় গৃহীত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন ও অবিলম্বে তার ৪–দফা দাবি মেনে নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া কৃষি সমিতিসমূহের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে এক হাজার টাকা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রাদেশিক পাসপোর্ট ডিরেক্টরেটের কর্মচারীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সংযুক্ত ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের এক সভায় বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলির প্রতি তাদের সমর্থন জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্যে সকল ডাক কর্মচারীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। অন্যদিকে ১৩ মার্চ নয়া ১১৫ নম্বর সামরিক আইন জারির প্রতিবাদে প্রতিরক্ষা দফতরের বেসামরিক কর্মচারীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তারা বলেন, এই নয়া সামরিক আদেশকে বঙ্গবন্ধু যথার্থই জনগণের প্রতি উস্কানি বলে অভিহিত করেছেন। তারা অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরিশেষে তারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগ্রামের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেন।

১৫ মার্চ টেলিভিশন নাট্যশিল্পীরা আবদুল মজিদের সভাপতিত্বে এক সভায় বঙ্গবন্ধুর আহ্বানের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, গণআন্দোলনের পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করা হবে না। সভায় বক্তব্য রাখেন ফরিদ আলী, হাসান ইমাম, শওকত আকবর, আলতাফ হোসেন, আবুল সাদাৎ হাসমী (শামিম), আনোয়ার,

কাজী মকসুদুল হক, রওশন জামিল ও আলেয়া ফেরদৌসী। একই দিন বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ৪-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে রোগীদের সেবা করলেই চিকিৎসকদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আজ চিকিৎসকদেরও সংগ্রামী জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেক চিকিৎসককে নিজ নিজ এলাকায় স্ব-স্ব উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় বক্তৃতা করেন ডা. মান্নান, ডা. এস.এম. রব, ডা. আশফাকুর রহমান, ডা. টি. আলী, ডা. সারোয়ার আলী, ডা. নাজমুন নাহার, ডা. গাজী আবদুল হক এবং ডা. মোদাসসের আলী।

১৬ মার্চ ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবিগণ এক সভায় অভিমত প্রকাশ করেন যে, সামরিক আইন তুলে নিয়ে পরিষদের অধিবেশনের আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আইনগত কোনো বাধাই নেই। সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত ৪-দফা অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালনের জন্যে আইনজীবীরা সদাপ্রস্তুত বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। স্টেট ব্যাংক কর্মচারী পরিষদ বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। দেশরক্ষা খাতে বেতনভুক বেসামরিক কর্মচারীদের সভায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার নিন্দা করা হয়। ১১৫ নম্বর সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্যে সভায় দাবি জানানো হয়। একই দিন মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণের সভায় মালেকা বেগম বলেন, "শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।" সভায় আরও বক্তৃতা করেন ডা. মখদুমা নার্গিস ও আয়েশা খানম।

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে ক্রমে শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। সভা-সমিতি আর শ্লোগানে শ্লোগানে গ্রামবাংলা মুখরিত হতে থাকে। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে সদরঘাট টার্মিনাল, হাজারীবাগ, মগবাজার ও শান্তিনগর এলাকায় গণসঙ্গীত, গণনাট্য অনুষ্ঠান ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বাধিকার আন্দোলনের অষ্টাদশ দিনে (১৮ মার্চ) শহীদ মিনারের পাদদেশে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা স্বাধিকার আন্দোলনে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা সভায় ঘোষণা করেন যে, বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও স্বাধিকার আন্দোলন সফল করে তুলবেন। প্রয়োজন হলে প্রাক্তন সৈনিকরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। তারা অবিলম্বে স্থল ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা নির্ধারণের সঙ্কল্প ঘোষণা

করেন। একই দিন পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা ফেডারেশন সভাপতি আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধিকারের সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে শ্রমিকদের নির্দেশ দেয়া হয়।

১৯ মার্চ ঢাকার ৪১ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে পরবর্তী ২৩ মার্চ 'শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার জন্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান। আইনজীবিগণ বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা নেই। তারা নিরস্ত্র বাঙালি হত্যাকারী সামরিক কর্মচারীদের ২৩ মার্চের পূর্বে বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ, গণমুক্তি ফৌজ গঠন, সকল রাজবন্দির মুক্তির নির্দেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ দানের জন্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতি আহ্বান জানান।

২১ মার্চ ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সমিতি এক সভায় বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করে এবং স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদদের জন্য আওয়ামী লীগ তহবিলে ৫শ' ১ টাকা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই দিন নোয়াখালি সিভিল বারের সদস্যবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে দেশকে সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য বঙ্গবন্ধুর পেশকৃত ৪–দফা মেনে নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান। হবিগঞ্জ মোক্তার বার সমিতি বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে অবিলম্বে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। সভায় আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে সমিতির পক্ষ থেকে একশ' এক টাকা দান করার কথা ঘোষণা করা হয়।

২২ মার্চ বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সার্বিক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। সভায় লে. কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানী বক্তৃতাকালে বলেন, বাঙালি সৈনিক ১৯৬৫ সালে পাক–ভারত যুদ্ধে শৌর্যবীর্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে, গত তেইশ বছরের হৃদয়হীন শোষণ এবং বঞ্চনাই হচ্ছে বর্তমান স্বাধিকার সংগ্রামের একমাত্র পটভূমি। তিনি গণশত্রুদের গুপ্তচর বৃত্তির অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতি মহল্লায় মহল্লায় এবং গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তাদেরকে পাকড়াও করার পরামর্শ দেন। ওসমানী প্রাক্তন সৈনিকদের দেশের অমূল্য সম্পদ বলে অভিহিত করে তাদেরকে জাতীয় দুর্যোগের সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানো প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন। নৌবাহিনীর সাবেক অফিসার সৈয়দ আহমদ হোসেন বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশের দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠার বাস্তব প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানান। তিনি তার বক্তৃতাকালে বাংলাদেশে আদর্শ সেনাবাহিনী গঠনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থলবাহিনীর জবান আশরাফ বক্তৃতাকালে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটির পবিত্রতা কাউকে নষ্ট করতে দেবো না। প্রয়োজন বোধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও স্বাধীনতা

রক্ষা করবোই করবো। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি সংগ্রামী মানুষকে আর কামান-গোলার ভয় না দেখাবার জন্যে তিনি আহ্বান জানান। কর্পোরাল (প্রাক্তন) মাহমুদুন্নবী বক্তৃতাকালে বাঙালিদেরকে মুক্তির নতুন শপথ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমরা জানি কিভাবে মাতৃভূমি বা মাতৃভূমির সীমান্তরক্ষা করতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে সাবেক মেজর জেনারেল এম আই মজিদ বলেন যে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষের জবাব অস্ত্র দিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু অহিংস ও অসহযোগের কোনো জবাব দেয়া যায় না। তাই বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের কোনো জবাব নেই। বাংলা বিমান শ্রমিক ইউনিয়ন সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মিছিল, সভা, সঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ২২ মার্চ প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে সকালে প্রত্যেকটি কলকারখানায় ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন ও বিকেল পাঁচটায় বায়তুল মোকাররমে শ্রমিক ও গণজমায়েত এবং সন্ধ্যায় মশাল মিছিল বের করা হয়। এছাড়া কয়েকটি সংগঠন নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের দাবিতে মিছিলসহ স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলে এবং পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনেও গমন করে। এদের মধ্যে ছিল পূর্ব বাংলা বীমা কর্মী সমিতি, ঢাকা পৌরসভা টিকাদান সমিতি, কাফরুল পুনর্বাসন সমিতি, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সমিতিসহ ছোটো বড়ো আরো কয়েকটি মিছিল।

একই দিন (মার্চ ২২) সাভার থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সাভারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবদুল গফুরের গদিঘরে স্থানীয় বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মী, ছাত্রনেতা ও সাধারণ নাগরিকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আরোপিত ৪-দফা শর্ত পূরণের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানানো হয়। সভায় স্বৈরাচারী সরকারের সামরিক বাহিনীর গুলিতে নিহত শহীদ বীরদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধুর সাহায্য তহবিলে প্রেরণের জন্য নগদ একশ' এক টাকা সংগ্রহ করা হয়। বাংলা জাতীয় লীগের উদ্যোগে স্বাধীন বাংলা দিবস উপলক্ষে শেরে বাংলার মাজার জেয়ারত, দলীয় কার্যালয়ে পাতাকা উত্তোলন ও বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ সন্ধ্যায় বাহাদুর শাহ পার্কে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাহিত্য-সংস্কৃতি সংসদ পল্টন ময়দানে ছড়া পাঠের আসর, গণসঙ্গীত ও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে।

২৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে.এম. সেন হলে অনুষ্ঠিত মহিলা সমাবেশে ভাষণদানকালে পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ঘোষণা করেন, "আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করছি, এই সংগ্রাম আমরা চালাবো এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে।" সভায় বক্তৃতাকালে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, বর্তমান সংগ্রামে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য মহিলাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা-শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ট নয়, সেজন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন। তিনি নারী জাতিকে চির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করে

বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং ট্রেনিং গ্রহণের আহ্বান জানান। পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা মালেকা বেগম বক্তৃতাকালে বলেন, এক্ষনে বাংলাদেশের জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সভায় অন্যান্যের মধ্যে হান্নান বেগম, কুন্ত প্রভাসেন, সীমা চক্রবর্তী, মুস্তারী শফি, শিরীন শরাফতুল্লাহ্ প্রমূখ বক্তৃতা করেন। একই দিন জয়দেবপুর ও এর আশপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুসংখ্যক লোকের নিহত হওয়া, সান্ধ্য আইন জারি ও সরকারি প্রেসনোটের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয় ইপিআইডিসি ইউনিয়ন ফেডারেশন, চট্টগ্রাম ন্যাপ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, জয়দেবপুর ছাত্র ইউনিয়ন, ইপিআইডিসি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন। এছাড়া অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিবৃতি প্রদান করে বাংলাদেশ রেলওয়ে মেল সার্ভিস, বিদেশী ডাকবিভাগের নিম্নবেতনভুক্ত কর্মচারী, পূর্ব পাকিস্তান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাজারিবাগ কল্যাণ সমিতি, করিম জুট মিল কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, জাতীয় গণমুক্তি দল, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা কলাকুশলী সমিতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশেষজ্ঞ সমিতি, বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা অফিসার সমিতি, কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্মচারী, মৃত্তিকা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিশু কল্যাণ পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন। বীর শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধুর সাহায্য তহবিলে যে সব সংগঠন সাড়া দেয় সেগুলোর মধ্যে ছিল কারিগরি শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের অফিসার সমিতি, বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা কর্মচারী সমিতি এবং টিএন্ডটি ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার সমিতি। তারা তাদের সদস্যদের একদিনের বেতন জমা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

২৪ মার্চ স্টেট ব্যাংক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ শহীদ মিনারে স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনদানের শপথ গ্রহণ করে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য ইন্সপেক্টরেট সমিতি এবং এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভায় বঙ্গবন্ধু আহূত অহিংস–অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। জয়দেবপুরে নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষ হত্যার প্রতিবাদে ইপিআইডিসি শ্রমিক ইউনিয়ন ফেডারেশনের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এধরনের আচরণের কঠোর নিন্দা করে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করা হয় এবং বর্তমান আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অবিলম্বে বাংলাদেশের জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানানো হয়। ঢাকার সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত সমাবেশে হকারগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে যে–কোনো ত্যাগ স্বীকারে দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন। বেসামরিক লোকদের হত্যার প্রতিবাদ জ্ঞাপক প্রতীক বাহুর ব্যাজ না খোলার জন্য কার্যরত সাংবাদিকদের ওপর সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের 'বর্বরোচিত হামলাকে' পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এক জরুরি সভায় নিন্দা করে এবং এ ধরনের কার্যকলাপকে অসভ্য আচরণ বলে অভিহিত করে। ইউনিয়ন সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাহুর ব্যাজ খুলে ফেলার জন্য কোনো স্থানে জবরদস্তি করা হলে সে স্থান ত্যাগ করে আসার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ করা

হয়েছে। তেমন কোনো মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে অবিলম্বে তা সমন্বয় কমিটিকে জানানোর জন্য বলা হয়। টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রহরারত সেনাবাহিনী কর্তৃক কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে টিভি কেন্দ্রের সকল কর্মচারী অব্যাহতভাবে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকায় ২৪ মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে। একই দিন (২৪ মার্চ) ভোলা ট্যাঙ্ক রোডস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল্স্-এর দপ্তরে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইপিআর জোয়ানরা "জয় বাংলা" গান গেয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। পতাকাকে গার্ড অব অনার দেয় ও অভিবাদন করে। এছাড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল সরকারি-বেসরকারি ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উড্ডীন করা হয়। ছাত্র-জনতা, স্বেচ্ছাসেবক দল বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। বিভিন্ন সংস্থা ও দলের উদ্যোগে মার্চপাস্ট ও গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বিভিন্ন সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের যে দিকটি সবার চোখে ধরা পড়ে তাহলো বাঙালি নিরস্ত্র হতে পারে কিন্তু তাদের বুকে রয়েছে অসীম বল। তাই তারা হাতের কাছে যা পেয়েছে, স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তিকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার হিসেবে তাই তুলে নিয়েছে। যার ফলে স্বাধিকার অর্জনের দুর্জয় বাসনায় বলীয়ান হয়ে তাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে সামনের দিকে। সার্থক হয়েছে তাদের উচ্চারিত ধ্বনি "আমরা স্বাধিকার চাই।"

অষ্টম অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন ও সাধারণ মানুষ

যেভাবে দেশের জলাশয় তৃষ্ণার বারি দান করে, শস্যক্ষেত্র ক্ষুধার অন্ন যোগায়, উদ্যানগুলো রসাল ফল দ্বারা রসনার তৃপ্তিদান করে, ঠিক সেভাবে সাধারণ মানুষ সমগ্র জাতির প্রয়োজনে নিজেদের উৎসর্গ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপথে— প্রতিবাদ আর প্রতিরোধ আন্দোলনে। ব্যক্তিগত ঝুঁকির চিন্তা ও বুলেটের ভয় তারা করেন নি। স্বাধিকার অর্জনের দুর্জয় বাসনায় বলীয়ান হয়ে এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাধারণ মানুষের বিশাল অংশগ্রহণ স্বাধীনতার পথে বাঙালির অগ্রযাত্রাকে পুষ্ট করেছে। তাকে জোরালো ভিত্তি দিয়েছে।

১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণাটি প্রকাশ হওয়ার পরপরই ঢাকার রাজপথ মিছিলে- শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ কয়েকশ' খণ্ড মিছিল সহকারে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিটি অলিগলি, রাজপথ। সকল সরকারি-বেসকারি অফিস-আদালত, কল-কারখানা, দোকানপাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, সিনেমা হল ও সবধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন হোটেল পূর্বাণীতে দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টির জরুরি অধিবেশন করছিলেন। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে শত শত জঙ্গি খণ্ড মিছিল সেখানে সমবেত হতে থাকে। সদরঘাটেও একটি জনসভা হয়। সভা শেষে একটি জঙ্গি মিছিল ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের কাছে এসে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 'শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ কায়েম কর', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মার বাংলাদেশ কায়েম কর' শ্লোগান দিতে দিতে চারদিক থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল এসে জমা হতে থাকে পল্টন ময়দানে। সেখানে ছাত্রলীগের সভায় পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। একই শ্লোগানে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে অসংখ্য মিছিল সমবেত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে।

পরদিন ২ মার্চ। পল্টন ময়দানে ন্যাপ ওয়ালীর জনসভা। 'জয় বাংলা', 'বাঙালি কারো দাসত্ব স্বীকার করবে না' ইত্যাদি শ্লোগানে বাঁশ, লাঠি, লোহার রড হাতে জনতা সভা শুরুর বহু আগে থেকেই সভাস্থলে সমবেত হতে থাকে। মুহুর্মুহু অনুরণিত হয়

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে গগনবিদারি স্লোগান। একই দিন বটতলার ছাত্রসভায়, একটি নতুন পতাকা উত্তোলন করে সেই পতাকার মর্যাদা রক্ষার শপথ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকাসহ সারা দেশে ৬ মার্চ পর্যন্ত একটানা সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। হরতাল চলাকালে কারখানার চিমনিতে ধোঁয়া ওঠে নি, ঘোরে নি রেলের চাকা, বিমান ডানা মেলে নি আকাশে, বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেলে নি, মুটে বোঝা টানে নি। কর্মস্থল রাজধানী ছিল নীরব। রাস্তা ছিল কিন্তু রাস্তায় যানবাহন ছিল না একেবারে। কোন দোকান খোলা ছিল না। কাঁচাবাজার, ওষুধের দোকান বন্ধ ছিল। অফিস বসে নি। কর্মচারীরা অফিসের কাছে ঘেঁসে নি। ব্যাংক বীমায় ছিল রুদ্ধদ্বার। শুধু বন্ধ থাকে নি জনতার মিছিল। স্তব্ধ হয় নি জনতার কণ্ঠস্বর। অথচ মানুষগুলো সরল আর ওদের মিলিত পদভারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল নির্বাক অসাড় ঐ কালো পিচঢালা রাজপথ। তাইতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মানুষের ঢল নেমেছিল। বটতলায় বলিষ্ঠ বাহুতুলে ওরা শপথ নিয়েছে। বাংলার স্বাধিকার ওদের চাই–ই চাই। বঙ্গবন্ধু কখনো শুধু ঢাকাতে হরতালের ডাক দিলেও এ ডাক ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। সর্বত্রই জীবনযাত্রাকে অচল করে দিয়ে অধিকারসচেতন মানুষ বিক্ষোভে, মিছিলে–মিছিলে আর স্লোগানে তাদের প্রতিবাদ জানান।

প্রতিটি স্লোগানেই ছিল জনতার পূর্ণ অংশগ্রহণ। রেসকোর্সের আকাশ ছিল কম্পমান। স্বাধীনতার কী শিহরণ, মুক্তির কী স্বাদ সমবেত সাধারণ মানুষ তা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দিনাজপুর স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ মিছিল বের হয় ৯ মার্চ। মিছিলটি সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে এবং পরে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অঙ্গনে সমবেত হয়। পরে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে ১১ মার্চ দিনাজপুর শহরে লাঠিয়ালদের একটি বিরাট মিছিল সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। লাঠি, বল্লম, লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বহনকারী পনেরো হাজারেরও বেশি লোক মিছিলে যোগ দেয়। এক মাইল দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিলের শেষে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অঙ্গনে জাতীয় পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতা এই বক্তৃতা করেন।

১৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বিঘোষিত গণঅসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এবং বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামের সকল শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এক গণসমাবেশের আয়োজন করেন। লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এই গণসমাবেশে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষ যোগদান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল ফজল। বক্ততা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন

আহমদ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবদুর রব, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম। এছাড়া বগুড়া, রংপুর, কুমিল্লা, লাকসাম, কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ইত্যাদি জেলার জনসাধারণ প্রতিদিন জনসভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি চালিয়ে যায়।

১৬ মার্চ রাজশাহীর স্থানীয় চারজন আওয়ামী লীগ নেতা রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকাকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা, জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল এবং বাড়িঘরে প্রবেশ, নার্স ও ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, মহিলাদের অপহরণ ও মসজিদ অবমাননার তীব্র নিন্দা করেন। একই দিন বুড়িচং, শ্রীমঙ্গল, টাঙ্গাইল, ফেনী, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি স্থানে পথসভার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মেনে চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মানিকগঞ্জ, কুমিল্লার নাসিরনগর, হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ ধুলিকা খাল, নবীগঞ্জের পানিউমদা, পিরোজপুর, ঈশ্বরদী, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি স্থানে প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভায় এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতা, পূর্ব বাংলার স্বার্থে ঐকবদ্ধ হওয়ার শপথ নেয়।

অসহযোগ আন্দোলনের গৌরবময় অষ্টাদশ দিনেও (১৮ মার্চ) মুক্তিপাগল মানুষের ঢল নামে রাজপথে। রাজধানী ঢাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য সভা, শোভাযাত্রা আর মিছিল বের হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুলের নার্সরা ইউ.বি.এল. এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের কর্মচারীসহ বহু মিছিল শহর পরিক্রমণ শেষে হাজির হয় বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। তাঁরা নেতার মুখে শুনতে চেয়েছে একটা নিশ্চিত আশ্বাস—"স্বাধিকার আসবে, ভয় নেই।" একই দিন রাজশাহীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), জাতীয় লীগ, ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের নিপীড়িত জনগণকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানানো হয়। চট্টগ্রামে প্রাক্তন সৈনিক, আনসার, ন্যাশনাল গার্ডদের আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। কাপ্তাইয়ের ললনা সংঘ ইনস্টিটিউটে মহিলাদের এক সভায় বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়। মাইজদীকোর্টে এক সভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি শিক্ষকদের একাত্মতার কথা ঘোষণা করা হয়।

১৯ মার্চ ঢাকা থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুর বাজারে সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। সোয়া ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর গুলিতে জনতার ৩ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত এবং সেনাবাহিনীর ৩ জন আহত হয়। দুপুর বারোটার দিকে ঢাকা থেকে পাঁচটি ভ্যানে একদল সেনা জয়দেবপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর

ছাউনিতে পৌঁছায়। বিকেল পৌনে চারটার দিকে সেনাবাহিনীর দলটি উক্ত ছাউনি থেকে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলে জনতা জয়দেবপুর বাজারে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তাদের বাধাদান করে। এতে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের লাশ সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। এছাড়া পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সকে ঘটনাস্থলে যেতে দেয়া হয় নি।

২২ মার্চ চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা পার্কে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পশ্চিমা চক্রান্তকারীদের রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি প্রদান এবং স্বাধীন বাংলা অর্জনের গণআন্দোলনে যারা সামরিক বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। একই দিন নওগাঁ, নাটোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অহিংস ও অসহযোগ গণআন্দোলনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরিচালিত করার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়। গণআন্দোলনে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষিত সব নির্দেশ অনুযায়ী শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, ব্যাংক প্রভৃতিতে ও যানবাহনে কালো পতাকা উড়ানো হয়।

স্বাধিকারের দাবিতে বাংলাদেশের আনাচে–কানাচে যে অভূতপূর্ব আন্দোলনের ঝড় ওঠে, রংপুরের সংগ্রামী জনতাও সেই একই দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে। রংপুর শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসভা, মিছিল, গণসঙ্গীতের আসর ও রাস্তার ধারে ব্যাপক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরি ময়দানে ছাত্রলীগ সংগ্রাম পরিষদ, জেলা আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ, ওয়ালী ন্যাপ, ন্যাশনাল লীগ, মজদুর ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের আয়োজিত পৃথক পৃথক জনসভায় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জোর দাবি জ্ঞাপন করা হয় এবং এধরনের গণহত্যার সঠিক তদন্ত অনুষ্ঠানেরও দাবি জানানো হয়। সভায় বঙ্গবন্ধুর দেয়া ৪–দফা দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। রংপুর শহরে নিহত ব্যক্তিদের নামানুসারে শহরের কয়েকটি রাস্তার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৪ মার্চ কুড়িগ্রামের এক জনসভায় মহকুমার অধিবাসীরা বাংলার স্বাধিকার আদায়ের দৃঢ় শপথ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেন। গোপালগঞ্জের এক জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। একই দিন নেত্রকোনা আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশাল জনসভার পর জঙ্গি জনতার মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা লাঠি, রামদা, তীর–ধনুক, বন্দুক প্রভৃতি বহন করে। স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে মিছিলকারীরা শ্লোগানে শ্লোগানে শহর প্রকম্পিত করে তোলেন। এছাড়া একই দিন বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে বহু মিছিল এসে হাজির হয়। এদের মধ্যে মহিলা ও কিশোরীদের তিনটি শোভাযাত্রা ছিল। তাদের প্রত্যেকের বয়সই ছিল বারো বছরের নিচে। এছাড়া মিছিল করে আসেন ব্যাংক কর্মচারী, সংবাদপত্র হকার,

মাঝিমাল্লাসহ বিভিন্ন স্তরের বীর বাঙালি।

বলতে গেলে পুরো অসহযোগ আন্দোলনের সময়টাই ছিল এক বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ। জনতার ঐক্য দুর্জয় শপথে বলবান। সূর্যকরের শানিত উত্তাপে জীবনের রেণুকণায় সারা তল্লাট ছেয়ে গিয়েছিল। আগুনের হুঙ্কারে ওরা মানবিকতার পতাকা উড়িয়েছেন। স্ফুলিঙ্গকে আলিঙ্গন করে সংগ্রামের যে মশাল দাউদাউ করে জ্বলছে, তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেছে জনতার অগণিত মিছিলে, মানুষের অগ্নিগর্ভ চোখে। মিছিলে মিছিলে উচ্চারিত জনতার কণ্ঠস্বর রচনা করেছিল এক অভাবনীয় ঐকতান। মিছিলে গর্জনে মুখরিত উত্তপ্ত সমগ্র দেশের মহল্লায় গড়ে উঠেছে মানুষের ঐক্য ফ্রন্ট। সোচ্চার কোটি কণ্ঠ, নিঃসীমের নীলাম্বর ভেদ করে যেন কোটি প্রাণকে জাগিয়ে দিয়েছিল প্রতিরোধের দুর্বার প্রবল প্রাণ–বন্যায়। তাইতো মিছিলের রক্তিম মুখমণ্ডলে লক্ষ্য করা গেছে জীবন প্রতিষ্ঠার শত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ওরা ফেটে পড়েছিল বিপুল গর্জনে যত্রতত্র। আর তাই ঘরে তুলতে পেরেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের সোনার ফসল স্বাধীন বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ।

নবম অধ্যায়

উপসংহার

একাত্তরের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুর ডাকে যে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতে সংগঠিত মানুষের ভূমিকা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। দুর্যোগে-দুঃসময়ে এক হওয়ার এই প্রবণতা বাঙালির বড়ো এক নৈতিক সম্পদ। এই সম্পদ দীর্ঘদিন ধরে সমাজের অন্তস্তলে জমা ছিল। কিন্তু মহৎ কোনো সংগঠকের অভাবে এই সুপ্ত শক্তির বিকাশ ঘটতে পারে নি। তবে তাই বলে বাঙালি উদ্যমহীনও ছিল না। নানা সংগঠনে, সমিতিতে নিজেদের সক্রিয় রেখে বাঙালি ধীরে ধীরে একটি মাত্র লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। তাদের এই সংগঠিত উদ্যোগের সঙ্গে যখন যুক্ত হয় একদল সাহসী রাজনীতিক, তখন দ্রুত এই শুভশক্তির স্ফূরণ ঘটতে থাকে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ষাটের দশকের ৬-দফা, ১১-দফা আন্দোলনের সোপান বেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন ও অন্যান্য বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। এদের মূল নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ভাসানীর স্নেহধন্য, শেরে-বাংলা ও সোহরাওয়ার্দীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এক সময়ের তরুণ নেতা শেখ মুজিব সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠেন জননন্দিত বঙ্গবন্ধু। তাঁর এই বেড়ে-ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকারের যে জমি তৈরি হয়, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তাঁর অনুগামী ছাত্র সংগঠকরা যে বিপুল দেশপ্রেমের সিঞ্চন করেন তাতে এর ফলে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশ সৃষ্টি হওয়ার সকল প্রস্তুতিই প্রায় সম্পন্ন হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পুরোপুরি গণতান্ত্রিক। তাই যখন সত্তরের নির্বাচন আসে তখন বাঙালির মুক্তি-সনদ ৬-দফার পক্ষে রায় চেয়ে নির্বাচনযুদ্ধে নেমে পড়েন। এই যুদ্ধে তিনি অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক কায়েমি স্বার্থবাদীরা তাঁর এই বিস্ময়কর সাফল্যে হতবাক হয়ে যান। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে পারেন না। যেমন পারেন নি পাকিস্তান সৃষ্টির পরপরই দেশের সংখ্যাগুরু মানুষের মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে। উল্টো ষড়যন্ত্র করেছিল বাঙালির গণতান্ত্রিক ন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে। তেমনি সত্তরের নির্বাচনে

বাঙালির অভাবনীয় বিজয়ের পর শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সাংবিধানিক পরিষদের সভা ডেকেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এই কায়েমি স্বার্থবাদীদের চাপে তা ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয় প্রতিবাদ–বিক্ষোভ। বঙ্গবন্ধু ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। প্রথমে হরতাল। তারপর তাঁরই নির্দেশমতো চলতে থাকে বাংলাদেশের প্রশাসন। ৭ মার্চ তিনি রচনা করলেন স্বাধীনতার এক বিরল কবিতা। যে কবিতার ছন্দে ছন্দে বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনুরণিত হয়। সেই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যান স্বাধীনতার চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। নেতৃত্বের এই আহ্বানে সাড়া দেয় অসংখ্যা সংগঠন ও সমিতি। নারী, শিশু, যুবক, শ্রমিক, কৃষক— সকলের পক্ষ থেকেই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয় নানা সংগঠনের ব্যানারে। এভাবেই অসহযোগ আন্দোলনের রূপান্তর ঘটে সাংগঠনিক সম্মিলনে। এমন সম্মিলনেই তৈরি হয় তখন সামাজিক পুঁজি। এই পুঁজি বারংবার ব্যবহারে কমে না। বরং তা আরো বাড়ে। আর বাড়ে মানুষের সাহস। সম্প্রীতি। আস্থা। তেজ। ভরসা।

সেই ভরসাপূর্ণ পরিবেশেই বঙ্গবন্ধু এক পর্যায়ে ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এই ঘোষণা দেয়ার আগে তিনি অপেক্ষা করেছেন। লোহা যখন পর্যাপ্তভাবে গরম হয়েছে তখনই তিনি চূড়ান্ত আঘাত হেনেছেন। শত্রু যখন বুঝে গেছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পুরো প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছেন ঠিক তখনই আঘাত হানে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনিও স্বাধীনতার ঘোষণ প্রদান করেন। অসহযোগের দিনগুলোতে তিনি যে সব কথা বলেছেন, যে সব বিবৃতি দিয়েছেন সে সবের মূলে ছিল একটি মাত্র কথা— স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার স্বপ্ন। সাধারণ মানুষের মান–সম্মান নিয়ে বাঁচার মতো একটি দেশ তৈরির বাসনা। মার্চ মাসের অগ্নিঝরা ঐ দিনগুলিতেই বাংলাদেশ নামের দেশটির অনানুষ্ঠানিক জন্ম হয়ে গেছে। সকলেই এরপর অপেক্ষা করছিলেন আনুষ্ঠানিক একটি ঘোষণার জন্য। আর সেই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে। সেই ঘোষণা দেয়ার পর তিনি এক তৃপ্ত মানুষ। সন্তুষ্ট মানুষ। আর এভাবেই হয়ে যান ইতিহাসের এক সফল নিয়ন্ত্রক। বাঙালি জাতির পিতা। অসহযোগের দিনগুলিতে বিভিন্ন পেশার মানুষের সংগঠনগুলো তাঁর আহ্বানেই যে কাতারবন্দি হয়ে মুক্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সে কথা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে আলোচিত প্রতিটি পরিচ্ছেদে।

এমন দালিলিক প্রমাণ সত্ত্বেও এদেশে স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিয়েছেন সেই প্রশ্নে অযথা বারবার বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। আশা করছি এই বইটি পাঠ করে পাঠক নিজেরাই বিচার করতে পারবেন একাত্তরের বংশীবাদক কে ছিলেন, কার ডাকে লক্ষ কোটি মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

তবে দুঃখ এই যে, একাত্তরের মার্চে মানবমিলনের যে উজ্জ্বল উদাহরণ আমরা তৈরি করতে পেরেছিলাম, তার পরের নয় মাস যে ঐক্য ও দেশপ্রেমের প্রমাণ রেখেছিলাম, ব্যক্তির চেয়ে সমাজ ও জাতির স্বার্থ যে বড়ো সেই কথাটি বিশ্ববাসীকে যেভাবে বোঝাতে পেরেছিলাম—সেসব অর্জনকে আমরা পরবর্তী সময়ে আর ধরে রাখতে পারি নি।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে দেশ গড়ার আরেক যুদ্ধ ঠিকই শুরু হয়েছিল। কিন্তু আকাশচুম্বী ব্যক্তি চাহিদা, তারুণ্যের বিভক্তি, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার খুব বেশিদূর এগুতে দিল না বাঙালি জাতিকে। শুরু হলো ষড়যন্ত্র। দেশী–বিদেশী কূটচাল। বিপন্ন হলো স্বাধীনতা। রক্তাক্ত হলো সংবিধান। খুন হলেন জাতির পিতা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। অন্ধকারে ছেয়ে গেল বাংলাদেশ। পরনির্ভরতার চাপে একাত্তরের সামাজিক পুঁজি উবে যায়। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুঃসময় এখনও আমাদের নিত্যসঙ্গী। তা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আবার দেশ পরিচালনার ভার হাতে নিতে সক্ষম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের অর্থনীতি সেই সামাজিক পুঁজিকে নির্ভর করে যাতে এগিয়ে যেতে পারে, সে প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। সাম্যের পক্ষে, সুশাসনের পক্ষে, সুবিচারের পক্ষে সুবাতাস তখনই বইতে শুরু করবে, যখন আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারবো একাত্তরের সেই অগ্নিঝরা, সংগ্রামমুখর দিনগুলির ওপর। আর তখনই ধরা পড়বে অসহযোগের দিনগুলির গুরুত্ব। অনুভব করা যাবে সেই দিনগুলিতে বিকশিত সামাজিক পুঁজির মূল্য।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, লেনিন (১৯৯৭) ***উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান : রাষ্ট্র, সমাজ ও রাজনীতি,*** ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, আতিউর ও আজাদ, লেনিন (১৯৮৯) ***ভাষা আন্দোলন : পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার,*** ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, আতিউর ও আজাদ, লেনিন (১৯৮৯) ***ভাষা আন্দোলন : অর্থনৈতিক পটভূমি,*** ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, আতিউর ও হাশেমী, সৈয়দ (১৯৮৯) ***ভাষা আন্দোলন : অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান,*** ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদক), (১৯৮৫) : ***বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*** *: পঞ্চদশ খণ্ড,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়।

Bloch, Marc (1979) ***The Historian's Craft,*** Manchosle University Press.

Putnam, Robert (1992) ***Making Democracy Work,*** Princeton University Press.

Rahman, Atiur, Chowdhury, Faruque and Azad, Lemin (1995) : ***Socio-economic Pespective of the War of Liberation*** (Mimeo), BIDS (Unpublished).

প রি শি ষ্ট

তারিখ	সংগঠন ও স্থান	বিষয়	বক্তব্য
২৮ ফেব্রুয়ারি	শেখ মুজিব প্রাদেশিক ভবন প্রাঙ্গণ	শাসনতন্ত্র প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আশা প্রকাশ করেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের নির্ধারিত সময়ে পরিষদে দিন-রাত আলোচনার ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও সুষ্ঠু ন্যায্য সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে।
		জাতীয় অধিবেশন প্রসঙ্গ	জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ না দেয়া সম্পর্কে জনাব ভুট্টোর হুমকির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে,বাংলাদেশ বলে যদি তিনি মাত্র ৮৩ জন সদস্য নিয়ে আসতে না চান, তা হলে আওয়ামী লীগ ১৬০ জন সদস্য নিয়ে বলতে পারে 'আমরাও যাব না'। তা হলে কি হবে'?
		৬-দফা প্রসঙ্গ	সংবর্ধনা সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, তিনি ভুট্টো সাহেবকে কোনো আশ্বাস দিতে পারেন না। কারণ ৬-দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, '৬-দফা শুধু বাংলার মানুষের জন্য নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত সাধারণ মানুষের জন্যও।'
		পাকিস্তান প্রসঙ্গ	সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান থাকবে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানও থাকবে, শুধু এই সব এলাকার মানুষের শোষণ থাকবে না।
		ব্যাংক-বীমা প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের ২৩ বছরের শোষণের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'শিল্পপতিরা ৫ লাখ টাকা নিয়ে পাকিস্তানে এসে ৫ কোটি টাকার মালিক হয়েছে। এই সব বড় শিল্পপতিরা সাধারণ মানুষের সাথে সাথে বাংলার ছোট ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদেরও গ্রাস করে ফেলেছে। ব্যাঙ্ক-বীমা এই সব শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে থাকায় এটা সম্ভব হয়েছে। তাই ব্যাংক-বীমা কোম্পানী জাতীয়করণ করে তা দুখী মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা হবে।'
		সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা না হলে সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি হবে না। তবে এই সমাজতন্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে নয়, গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে প্রতিষ্ঠা করা হবে।'
		বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'ক্রটিপূর্ণ সরকারী নীতির ফলে বিশ্বে পাটের বাজার নষ্ট হচ্ছে, চা-এর রফতানি বন্ধ হয়ে গেছে। চট্টগ্রামের লবণ ও তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রায় ৫ লাখ লবণ উৎপাদক ও ২০ লাখ তাঁতীকে সর্বনাশের মুখে ফেলে দেয়া হয়েছে। বাংলাকে পশ্চিম

		পাকিস্তানের সংরক্ষিত বাজার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই এই সমস্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।' তিনি বলেন যে, ৬-দফা অনুযায়ী প্রদেশের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এলে দেশের উন্নতি হবে। তবে 'বাংলাদেশে ২২ পরিবার সৃষ্টি হতে দেয়া হবে না।
	বেকার সমস্যা প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, বাংলাদেশ বর্তমানে এক মহা-সমস্যার ভারে জর্জরিত। ৭০ লাখ মানুষ বর্তমানে বেকার। ঢাকার অলি-গলি বাস্তুহারা মানুষে ভরে গেছে। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সব জিনিশের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের। ছেঁড়া কাপড় বা রুটির টুকরা ফেলে দিলে লোকে তা কুড়িয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু নেয় না মানুষকে।
	কেন্দ্রীয় সরকারে নিয়োগ প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু সামরিক বাহিনীসহ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে জনসংখ্যা অনুপাতে নিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করেন। তবে এই ব্যবস্থা রাতারাতি কার্যকর করা সম্ভব হবে না, ক্রমে ক্রমে বাস্তবায়িত করতে হবে।
	বৈদেশিক সাহায্য প্রসঙ্গ	পূর্ববাংলার দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'গত ২৩ বছরে পাকিস্তানের বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানে এবং শতকরা ২০ ভাগ বাংলাদেশে ব্যয় করা হয়েছে। এই শোষণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করতে হলে অর্থনৈতিক স্বাধিকার আদায় করতেই হবে।'
মতিউর রহমান : প্রাদেশিক ভবন প্রাঙ্গণ	৬-দফা প্রসঙ্গ	সংবর্ধনা সভায় ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি মতিউর রহমান বলেন যে, ৬-দফা হচ্ছে গণভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি। ব্যবসায়ী সম্প্রদয়ের জন্য এটা একটা বিরাট সুযোগ, সম্ভাবনাময় দিক। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলোও লাভবান হতে পারবে।
	পাকিস্তানের বাণিজ্যনীতি প্রসঙ্গ	মতিউর রহমান বলেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিরা ইসলাম, কাশ্মীর ও ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথাবার্তা বলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য রুদ্ধ করে রেখেছে। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে আর.সি.ডি. গঠন করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থে ভারত, বার্মা, মালয়েশিয়া ও নেপালের সাথে আজও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি। অথচ আমাদের ওপর সর্বগ্রাসী কার্টেল ব্যবস্থা চাপিয়ে রাখা হয়েছে।'
	স্টেট ব্যাংক প্রসঙ্গ	মতিউর রহমান বলেন, স্টেট ব্যাংক কর্তৃক কড়াকড়ি আরোপের ফলে পুঁজি বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত উন্নয়ন কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বাংলার সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী সমাজের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে চিরতরে দাবিয়ে রাখার জন্যই বোনাস ভাউচার স্কিম প্রবর্তন করা হয়েছে।'
	আন্দোলন প্রসঙ্গ	মতিউর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ ৬-দফার

			মধ্যে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। তাই ৬-দফা আদায়ের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ গণআন্দোলনে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে যাবে।'
মার্চ ১	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান বেতার	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তনের সময় বেলা ১টা ৫ মিনিটে পাকিস্তান বেতারে পঠিত এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, 'দেশের বর্তমান মারাত্মক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণেই তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন।'
মার্চ ১	শেখ মুজিব : হোটেল পূর্বাণী	অধিবেশন স্থগিতাদেশ প্রসঙ্গ	বেলা সাড়ে চারটায় পূর্বাণী হোটেলে আহূত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'নিন্দা করা ছাড়া আমার অন্য কোন গত্যন্তর নেই। এটা পূর্বাপর ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের জের। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা নির্বাচিত হয়েছি। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। কিন্তু পুরনো ষড়যন্ত্র আবার শুরু হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালীকে শোষণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। বাংলাদেশকে উপনিবেশ ও বাজার হিসেবে শোষণ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।'
		অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'গণতান্ত্রিক সকল উপায় ব্যর্থ হয়েছে। সংখ্যালঘু দলের মনোভাবের জন্য অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমরা একে চ্যালেঞ্জবিহীন ছেড়ে দিতে পারি না। যারা মনে করেন আমরা বসে থাকবো, তারা বোকার বেহেশতে বাস করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আওয়ামী লীগ আমাকে দান করেছে।'
মার্চ ১	ওয়ালী ন্যাপের জনসভা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	রাজনৈতিক প্রস্তাব	বাংলার জনগণ ৬-দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আশা নিয়ে নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। এবং শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতেই জন-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের ৫টি ভাষাভাষী—বাঙালি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচি, প্রত্যেকটি জাতির সমান অধিকারের স্বীকৃতি ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকতে হবে।
		শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব	শাসনতন্ত্র অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে এবং এতে জনগণের মৌলিক অধিকারসহ কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের বাঁচার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।
		অর্থনৈতিক প্রস্তাব	অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আনার দাবি জানানো হয়। রেশনের চাল-আটার পরিমাণ বৃদ্ধি, সুলভ মূল্যের দোকান খোলার ব্যবস্থা করা ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা, কৃষকের ওপর থেকে ঋণের বোঝা হ্রাস ও কুটির শিল্প বিকাশের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
		আর্ন্তজাতিক প্রস্তাব	সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে নিয়োজিত মুক্তিকামী লাওস ও

			ভিয়েতনামের জনগণের সাথে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের সংহতি ও একাত্মতা ঘোষণা করা হয়।
মার্চ ১	মতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানের কামানের সামনে	শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন	বেলা সাড়ে তিনটায় ওয়ালী ন্যাপের নেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী গুলিস্তানের কামানের সামনে এক পথসভায় বলেন, 'আজ আর কোন দল নয়, কোন মত নয়, নেই কোন ভেদাভেদ। শেখ সাহেব, আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।'
মার্চ ১	ভুট্টো : করাচি বিমান বন্দর	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই জানেন না। কারণ তিনি তখন বিমানে করে করাচি আসছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের বিবৃতির ওপর মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। ভুট্টো বলেন যে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি। তাই তিনি এত তাড়াতাড়ি সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে পারছেন না।
মার্চ ১	আতাউর রহমান : বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পূর্ব বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান বলেন, 'অধিবেশন স্থগিত রাখার খবরটিতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। এটা গণতন্ত্র ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের পথে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। অথচ জনগণ এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের ভোট দিয়েছিলেন।'
		শাসকগোষ্ঠী প্রসঙ্গ	জনাব খান বলেন, 'এক্ষণে এ কথা পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শাসকগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থান্বেষী মহলের সাথে যোগসাজশ করেই এহেন সিদ্ধান্ত নেন। আর এসব উদ্দেশ্যেই তারা দেশে রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করেন এবং সেই অচলাবস্থার অজুহাতেই সংখ্যাগুরু জনগণের অধিকার নস্যাৎ করার জন্য এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে এবং সেই সীমা ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছে।'
মার্চ ১	অলি আহাদ : বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	বাংলা ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব অলি আহাদ বলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে দেয়ার এই নাটকীয় ঘোষণা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও জনগণের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূচনা।'
		স্বৈরাচার উৎখাত প্রসঙ্গ	জনাব আহাদ বলেন, 'দেশ থেকে স্বৈরাচারী শক্তিকে উৎখাত করার ব্যাপারে সকল জঙ্গী রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং যারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন তাদের পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।' তিনি তার দলের প্রতিটি ইউনিটকে এই সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান জানান।
মার্চ ১	নূরুল আমীন বিবৃতি	জাতীয় পরিষদ প্রসঙ্গ	ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধান নূরুল আমীন বলেন, 'অনির্দিষ্ট কালের জন্য পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

			ঘোষণায় হতবাক হয়েছি। প্রেসিডেন্টের এই সিদ্ধান্ত দেশের শাসনতন্ত্র রচনার সম্ভাবনা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টাকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে।'
মার্চ ১	দেওয়ান সিরাজুল হক বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সিরাজুল হক এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশের শোষিত নিপীড়িত ও ক্ষুধার্ত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাদীদের কোন রকম চক্রান্ত জনগণ বরদাশত্ করবে না।
মার্চ ১	গোলাম আযম বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	প্রাদেশিক জামাতে ইসলামী দলের প্রধান গোলাম আযম বিবৃতিতে বলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল চক্র জনাব ভুট্টোর সাথে যোগসাজশে দেশের সংহতি ও ঐক্য বিনষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।'
মার্চ ১	কাইয়ুম খান বিবৃতি	স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ	জনাব কাইয়ুম খান বলেন, 'আমি মনে করি, প্রেসিডেন্ট সঠিক ব্যবস্থা নিয়েছেন। এখন দু'অঞ্চলের নেতাদের সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনসহ কেন্দ্রের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে এমন একটি ফরমুলা বের করার জন্য এ মুহূর্তে বৈঠকে বসা উচিত।' তিনি প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।
মার্চ ১	ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতি সমিতির সভায় আলোচনা	প্রেসিডেন্টের ঘোষণা প্রসঙ্গ	সভায় এক প্রস্তাবে বলা হয়, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রেখে জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হয় সে উদ্দেশ্যে কায়েমি স্বার্থবাদীদের উস্কানিতে উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখতে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করা হয়েছে।'
মার্চ ১	মুসলিম ছাত্রী সংঘ বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	সংগঠনের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের ঘোষণার নিন্দা করে অবিলম্বে অধিবেশন আহ্বানের দাবি জানান।
মার্চ ১	সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ : ঢাকা	অধিবেশন স্থগিত করায় সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গ	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার ঘোষণাটি প্রকাশ হওয়ার পর পরই ঢাকার সকল রাস্তায় সকল শ্রেণীর নাগরিক কয়েকশত খণ্ড মিছিল সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। জনতার জোয়ারে ভেসে যায় ঢাকার প্রতিটি অলিগলি, রাজপথ। মিছিলকারী জনতার হাতে ছিল বাঁশের লাঠি, গজারি গাছের ডাল, কাঠের টুকরা, লোহার রড ইত্যাদি।
মার্চ ১		সরকারি, আধাসরকারি, বেসরকারিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গ	বেতার ঘোষণার পরপরই ঢাকার সকল সরকারি-বেসরকারি, অফিস-আদালত, শিল্প-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, সিনেমা হল, যানবাহন, বাস-ট্রাক-স্কুটার এমন কি প্রাইভেট গাড়ি চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। রাজধানী শহরের সকল রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে।
মার্চ ১		ডাকসু-র বিক্ষোভ মিছিল	ডাকসু ও ছাত্রলীগের আয়োজিত প্রধান মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, মেডিকেল কলেজ, পুরনো হাইকোর্ট ভবনের

		সামনে দিয়ে তোপখানা রোড ধরে মতিঝিল কমার্শিয়াল এলাকাস্থিত হোটেল পূর্বাণীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন দলীয় পার্লামেন্টারি পার্টিকে নিয়ে সেই হোটেলের একটি কক্ষে জরুরি অধিবেশন করছিলেন। মিছিলটির নেতৃত্বে ছিলেন ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আবদুর রব ও ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। বেলা দুটোর দিকে হোটেলের সম্মুখস্থ রাস্তাটি জনতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন রায়ের বাজার, হাজারীবাগ, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, শাহজাহানপুর, বাসাবো, খিলগাঁও, মগবাজার, মালিবাগ, কমলাপুর, যাত্রাবাড়ী, স্বামীবাগ, গোপীবাগ, নারিন্দা, গেন্ডারিয়া, সদরঘাট, চকবাজার, আজিমপুর, নতুন পল্টন, লালবাগ, ডেমরা, আর্মানিটোলা প্রভৃতি এলাকা থেকে কয়েকশত খণ্ড খণ্ড মিছিল সহকারে জনতা সেখানে এসে সমবেত হন।
মার্চ ১	নাজ সিনেমা হলে আগুন	বেলা দেড়টার সময় জনতার একটি অংশ গুলিস্তান সিনেমা হলের পার্শ্ববর্তী নাজ সিনেমা হলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় উক্ত হলের দেয়ালে একটি যৌনাবেদনমূলক ইংরেজি ছবির পোস্টার টাঙানো ছিল। উত্তেজিত জনতা নবাবপুর রোডের মোড়ে রেলক্রসিঙের কাছে রাস্তার দু'পাশে লাগানো বাংলা ছাড়া অন্যান্য সকল ভাষার সব সিনেমার পোস্টার ও দোকানের সাইন বোর্ড ইত্যাদি বিনষ্ট করে দেয়।
মার্চ ১	সদরঘাটের বিক্ষোভ মিছিল	সদরঘাটে স্বতঃস্ফূর্তজনতার এক বিরাট জনসভা হয়। সভাশেষে জনতা জঙ্গি মিছিল বের করে। মিছিলটি পাটুয়াটুলী, মৌলবী বাজার, চকবাজারের মধ্য দিয়ে শহীদ মিনারে এসে থামে। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সামনে দিয়ে আসবার সময় মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।
মার্চ ১	পল্টনের জসনভা	সারা শহর থেকে খণ্ড খণ্ড বহু মিছিল আসতে থাকে। প্রায় সবার হাতেই বাঁশ, লাঠি, লোহার রড। তারা মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে থাকে। পল্টনের মাঠ উপচে পড়ে জনতায়। এই সভা থেকেই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী।
মার্চ ১	কর্মসূচি ঘোষণা ও মিছিল	নূরে আলম সিদ্দিকী মঙ্গলবার ও বুধবারের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। সভা শেষে একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল নওয়াবপুর ও বাহাদুরশাহ পার্ক হয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করে। জনতার মুখে একই স্লোগান 'শেখ মুজিবের পথ ধর — বাংলাদেশ কায়েম কর', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মার বাংলাদেশ কায়েম কর'।
মার্চ ১	মুজিবের বাস-ভবনে	শহরের অন্যান্য এলাকার মতো আওয়ামী লীগ প্রধানের বাসভবনের সামনেও খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনতা সমবেত হয়। এসব মিছিল থেকে কিছুক্ষণ পর পরই স্লোগান উঠতে থাকে বাংলাদেশ কায়েমের দাবিতে। বিকেলে মিছিলসহ জনতা পল্টন ময়দানে সমবেত হয়।

মার্চ ১		দ্বিতীয় রাজধানী এলাকা	ধানমন্ডির মতো দ্বিতীয় রাজধানীতেও ছোট-বড় অজস্র মিছিল সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এখানে জনতা ট্রাক, ওয়াপদার একটি বিরাট কেরিয়ার, জিপ প্রভৃতিতে চড়ে বাংলাদেশ কায়েম করার দাবি তুলতে তুলতে বিভিন্ন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে।
মার্চ ২	শেখ মুজিব বিবৃতি	হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন	'ঢাকায় আজ নিরস্ত্র বালকদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। কমপক্ষে দু'জন নিহত ও বহু ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের দ্বারা চরম অপমানের প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। তাই এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে। আমি এর তীব্র নিন্দা করছি এবং সেই সঙ্গে যারা জনগণের সাথে সেনাবাহিনীকে সম্মুখ সমরে ঠেলে দিচ্ছে এই মুহূর্তে তাদের এ ধরনের অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি'।
		অধিবেশন স্থগিত প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের সাত কোটি মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে ৩রা মার্চ পশ্চিম অংশের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছি। পশ্চিম অংশের কিছু প্রতিনিধি ইতিমধ্যে ঢাকায় পৌঁছেছেন। কিন্তু এরই মধ্যে আকস্মিকভাবে পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করে দেয়া হলো। পশ্চিম অংশের কায়েমি স্বার্থবাদী গ্রুপের স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। ওদের তল্পিবাহী আমলারা ঘোষণা করেছে যে, তাদের নির্দেশিত শর্তে রাজি না হলে পরিষদের অধিবেশন বসবে না। এমন কি পশ্চিমাংশের যেসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তাদের নির্দেশ বা হুকুম লংঘন করে ঢাকায় এসেছেন, ওরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেরও হুমকি দিয়েছে। বাংলার মানুষ এ ধরনের অবাঞ্ছিত চাপকে কিছুতেই মেনে নেবে না।'
		সৈন্য ও অস্ত্র স্থানান্তর প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে, যেসব বিমানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ঢাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে আসতেন, সেই সব বিমানে করে প্রতিনিধিদের পরিবর্তে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র স্থানান্তরের কাজ হচ্ছে। যদি সাত কোটি বাঙালিকে দাবীয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে তা হলে বাংলার স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ সারা বিশ্বের সামনে প্রমাণ করবে যে, বাঙালীরা আর উৎপীড়িত হতে চায় না, তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বাঁচতে চায়, বাংলা আর কারো উপনিবেশ বা বাজার হয়ে থাকবে না।'
		সরকারি কর্মচারি প্রসঙ্গ :	আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'জনগণ তাদের পছন্দসই প্রতিনিধিদের নির্বাচন করেছেন এবং আইনত নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী। সকলের এটি মনে রাখা উচিত। সরকারি কর্মচারিসহ সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হবে জন-প্রতিনিধিদের প্রতি অনুগত থাকা এবং গণবিরোধী শক্তির সাথে সহযোগিতা না করা।'
		সামরিক আইন	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আইনত' ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের।

		প্রত্যাহার প্রসঙ্গ	দেশের এই অবস্থায় আর একদিনের জন্যও সামরিক শাসন বা সামরিক আইন বলবৎ রাখা উচিত নয়। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার সকল বাধা বিপত্তির অবসান করতে হবে।' এছাড়া তিনি নিম্নের কর্মসূচিসমূহ ঘোষণা করেন :
		কর্মসূচি-১	'৩রা থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত হরতাল পালন করা হবে। এই হরতাল সকল স্তর, যেমন— সরকারি অফিস-আদালত, সেক্রেটারিয়ট, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালত, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পিআইএ, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, মিল-ফ্যাক্টরি, সওদাগরি অফিস, হাটবাজার সকল স্থানে পালনের আহ্বান করছি।'
		কর্মসূচি-২	'৩রা মার্চ জাতীয় শোক দিবস পালন করা হবে। এই দিনে পল্টন ময়দান থেকে বিকেল চারটায় আমি একটি মিছিলের নেতৃত্ব দেব।'
		কর্মসূচি-৩	'রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান যদি আমাদের সংবাদ ঠিকমত পরিবেশন না করে তবে এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল বাঙালি কর্মচারীর উচিত হবে তাদের কাজে সহযোগিতা না করা।'
		কর্মসূচি-৪	'৭ই মার্চ দুপুর ২টায় রেসকোর্স ময়দানে (শহীদ সোহরওয়ার্দী ময়দান) আমি গণসমাবেশে ভাষণ দেব এবং পরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশ প্রদান করব।'
		সতর্কীকরণ প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে হরতাল পালন করবেন। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ বা এই জাতীয় কোন উস্কানী বা ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকবেন। যে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন কিংবা আদি নিবাস যেখানেই হোক না কেন বাংলাদেশে বসবাসকারী সবার জানমাল, বিষয়-সম্পত্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সেগুলো বিনষ্ট না হয়। তাদের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখাতে হবে, কারণ তারা বাংলাদেশের পবিত্র আমানত। মনে রাখবেন শৃঙ্খলার অভাবে আমাদেরই স্বার্থ আমাদের বিপক্ষে যাবে এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের হাত শক্তিশালী হবে।'
মার্চ ২	ওয়ালী ন্যাপের জনসভা পল্টন ময়দান	জনসভার বর্ণনা	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শুরু হওয়র বহু পূর্ব থেকেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতা হাতে বাঁশ, লাঠি, লোহার রডসহ 'জয়বাংলা', 'বাঙালিরা কারও দাসত্ব স্বীকার করবে না' প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে জঙ্গী রূপ নেয়। কিছুক্ষণ পরপর বিক্ষুব্ধ জনতা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ফেটে পড়ে। ভুট্টোর বিরুদ্ধে গগনবিদারী স্লোগান দেয়। জঙ্গী জনতা বক্তাদের বক্তব্য থামিয়ে দেয়। তারা স্বাধিকার সম্পর্কিত বক্তব্য ছাড়া অন্য কথা শুনতে অস্বীকৃতি জানায়।

	অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ	সংগ্রামের প্রকৃতি প্রসঙ্গ	সভায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, 'জনতা বারবার নানা অজুহাতে ঠকেছে। সর্বশেষে তারা প্রতারিত হয়েছে ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণায়। আর যাতে প্রতারিত হতে না হয় তার জন্য এখন থেকেই পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে-গঞ্জে গণরায় নস্যাতের বিরুদ্ধে স্থায়ী জোরদার গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।' তিনি বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম শোষণহীন, একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও বিদেশী লুণ্ঠন মুক্ত বাংলাদেশ গঠনের জন্য। এদেশে আর যাতে আদমজী আর ইস্পাহানী সৃষ্টি হতে না পারে তার জন্য আমাদের সংগ্রাম। এ সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী, এ সংগ্রাম হবে বহু ত্যাগ-তিতীক্ষার।'
	মতিয়া চৌধুরী	লড়াইয়ের প্রস্তুতি প্রসঙ্গ	মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'কথা আমরা বলতে চেয়েছিলাম— কথা আমরা শুনতেও চেয়েছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আমাদের দেয়া হয়নি। তাই আজ জনগণই শেষ লড়াইয়ের জন্য নেমেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে সাগরের বানের মত। এ লড়াই কঠিন লড়াই। এ লড়াই দীর্ঘদিনের লড়াই। এ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এ লড়াই সুশৃঙ্খল ও জঙ্গী আন্দোলনের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে।'
	মহিউদ্দিন আহমদ	জাতীয় ঐক্য প্রসঙ্গ	'প্রেসিডেন্টের ঘোষণার মধ্য দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনার প্রক্রিয়াকে বানচাল করা হয়েছে। বাংলার জনগণ এটা মেনে নেয়নি। তাই জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এখন প্রয়োজন ঐক্যের, জাতীয় ঐক্যের। সাহস আর শৃঙ্খলার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে গেলে পৃথিবীর কোন শক্তি বাঙালির এই দাবীকে স্তব্ধ করতে পারবে না।'
মার্চ ২	পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন	জাতীয় পরিষদ প্রসঙ্গ	নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাংগঠনিক সম্পাদক ও করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতিদ্বয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মসূচী ঘোষণার পূর্বেই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানান। তারা বলেন যে, প্রেসিডেন্টের জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা ও শেখ মুজিবের ধর্মঘট আহ্বান— এই দুটি ঘোষণা সকল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী মানুষের মনে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তারা বলেন, 'এই ভয়াবহ অবস্থা নিরসনে কেউ যদি এগিয়ে না আসেন তবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'
মার্চ ২	বাংলা জাতীয় লীগের জনসভা বায়তুল মোকাররম	বিপ্লবী পরিষদ প্রসঙ্গ	জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে শাহ আজিজুর রহমান বক্তৃতায় বলেন যে, সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ব বাংলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক। তিনি প্রতিরোধের জন্য বঙ্গবন্ধুকে বিপ্লবী পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রত্যেক বাঙালিই প্রস্তুত রয়েছে।'
মার্চ ২	ডাকসু ও	সভার বর্ণনা	বটতলায় ছিল সর্বস্তরের মানুষের ঢল। সবাই বসে ছিলেন

	ছাত্রলীগের যৌথ সভা : বটতলায় মানুষের ঢল		জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার ঘোষণার বিরুদ্ধে মনের রুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করার জন্য। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময়ও এতো বিশাল জনসভা বটতলায় কখনও অনুষ্ঠিত হয় নি। সভা অনুষ্ঠানের সময় ছিল এগারোটা কিন্তু সভা শুরুর অনেক আগেই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে লোক লাঠি-সোঁটা, লোহার রড, কাঠের টুকরো নিয়ে এসে জমা হতে শুরু করে। সবার মুখে ছিল এক দৃঢ় অভিব্যক্তি। জনতার চোখে-মুখে যেন প্রতিবাদের আগুন ঠিকরে পড়ছিলো। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের ব্যাপারে বজ্রকঠিন শপথ নেয়ার জন্য সবাই এসে জমায়েত হয়েছে বটতলায়।
		লড়াইয়ের পদ্ধতি প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ডাকসু-র সহ-সভাপতি আ স ম আবদুর রব, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ। বক্তারা বলেন যে, 'এখন পূর্ব বাংলার স্বাধিকার অর্জনের জন্য প্রয়োজন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দীর্ঘ সংগ্রামের পর জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল তা এখন বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির পথ এখন শেষ হয়ে গেছে।' বক্তারা বাংলার স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য ব্যাপক ঐক্যের আহ্বান জানান।
		পতাকা উত্তোলন প্রসঙ্গ	সভার শুরুতেই সভাস্থলে বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং যাতে পাতাকার মর্যাদা রক্ষা করা যায়, তার জন্য শপথ গ্রহণ করা হয়।
মার্চ ২	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া) কেন্দ্রীয় সম্পাদক মণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলেন, '৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা নিঃসন্দেহে গণরায় বানচালের গভীর ষড়যন্ত্র। দেশবাসীর দাবী ছিল জনাব ভুট্টো অধিবেশনে যোগদান না করলেও গণতান্ত্রিক বিধান মতে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বসবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ গণনির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করবেন। কিন্তু তা না করে একচেটিয়া বৃহৎ ধনিক, বণিক, ভূস্বামী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।'
		আন্দোলন প্রসঙ্গ	নেতারা বিবৃতিতে কয়েকটি শর্তে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও অবাঙালি বিরোধী প্ররোচণা বন্ধ রেখে পূর্ব বাংলার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
মার্চ ২	ভবেশ নন্দী : বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পাকিস্তানের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ভবেশচন্দ্র নন্দী অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আবেদন জানান। তিনি আরও

			বলেন, 'জাতীয় পরিষদ অধিবেশন এমনি ভাবে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের সমস্ত স্তরের জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষের স্বভাবতই বিশ্বাস জন্মেছে যে, চক্রান্তকারী দলের প্রভাবে প্রেসিডেন্ট এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।'
মার্চ ২	জামিয়তে ওলামায়ে ইসলাম বিবৃতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	বিবৃতিতে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মওলানা শামসুদ্দীন কাশেমী বলেন, 'প্রেসিডেন্টের ঘোষণা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলছে।'
মার্চ ২	পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার	বিক্ষুব্ধ পূর্ববাংলা	বিক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলা। পথে পথে মিছিলের প্রতিরোধ। জনতার ঐক্যকে দুর্জয় শপথে বলবান করে বেঁধেছে। সূর্যকরের শাণিত উত্তাপে জীবনের রেনুকণা দিয়ে সারা তল্লাট ছেয়ে দিয়েছে। আগুনের হুঙ্কারে ওরা মানবিকতার পতাকা উড়িয়েছে। স্ফুলিঙ্গকে আলিঙ্গন করে সংগ্রামের যে মশাল দাউ দাউ করে জ্বলছে, তারই প্রতিচ্ছবি বিধৃত হয়েছে জনতার অগণিত মিছিলে, মিছিলের বলিষ্ঠ মুখে মুখে, শপথদৃপ্ত মানুষের অগ্নিগর্ভ চোখে। মিছিলে গর্জনে মুখরিত উত্তপ্ত মহানগরীর মহল্লায় মহল্লায় গড়ে উঠেছে মানুষের ঐক্য ফ্রন্ট। সোচ্চার কোটি কণ্ঠ, নিঃসীমের নীলাম্বর ভেদ করে যেন মানবপ্রাণকে জাগিয়ে দিয়েছে প্রতিরোধের দুর্বার প্রবল প্রাণ বন্যায়। তাইতো মিছিলের রক্তিম মুখমণ্ডলে জীবন প্রতিষ্ঠার শত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। ওরা ফেটে পড়ছে বিপুল গর্জনে বায়তুল মোকাররম চত্বরে, পল্টনের বিশাল অঙ্গনে। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।' রাত্রির কুটিল অন্ধকারকে ভেদ করে আকাশটাকে চমকে দিয়ে ত্রাসিত মাটির বুক কাঁপিয়ে অন্ধকার ঘেরা শহরে মানুষ আর মানুষ রাজধানীর রাজপথ উচ্চকিত করে তোলে গগনবিদারী শ্লোগানে।
		হরতাল প্রসঙ্গ	প্রদেশের বেশ কয়টি শহরে গত কালকে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। সর্বত্রই জীবনযাত্রাকে অচল করে দিয়ে অধিকার সচেতন মানুষ বিক্ষোভে, মিছিলে-মিছিলে আর শ্লোগানে, পরোক্ষ প্রতিবাদ জানায়। ঢাকা শহরের কোন সড়কে যানবাহনের ঘর্ষণ লাগে নি। কোন বিমান ঢাকায় আসেনি। কোন ট্রেন ঢাকা থেকে ছাড়ে নি। কোন দোকান খোলা ছিল না। কাঁচাবাজার, ঔষধের দোকান বন্ধ ছিল। অফিস বসে নি। কর্মচারীরা অফিসের কাছে ঘেঁষেনি। ব্যাঙ্ক- বীমা ছিল রুদ্ধদ্বার। কল-কারখানা ছিল বন্ধ। শুধু বন্ধ থাকে নি জনতার মিছিল, জনতার কণ্ঠস্বর। জনতার একটি অংশ জিন্নাহ এভিন্যু, বায়তুল মোকাররম, নবাবপুর, সদরঘাট এলাকার কয়েকটি দোকানে আক্রমণ চালায়। দুষ্টজনদের কেউ কেউ কিছু কিছু জিনিশপত্র নিয়ে যায়। বায়তুল মোকাররমের একটি অস্ত্রের দোকানে আক্রমণ চালিয়ে কিছু সংখ্যক লোক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ জনতা অসংখ্য ইংরেজী সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে। জিন্নাহ এভিন্যুতে গাড়ী পোড়ায়। মানুষ ঘর ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, স্ত্রী আর কচি

			বাচ্চাদের মায়ার বাঁধন ছেড়ে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে রাজপথে নেমে এসেছে। বিক্ষোভ আর দাবীর ধ্বনিতে রাজপথ-জনপদ উত্তপ্ত করে তুলেছে।
		আওয়ামী লীগ প্রধানের আবেদন	লুণ্ঠন ও অন্যান্য সমাজ বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আবেদন জানান। আওয়ামী লীগ কর্মীরা জীপে করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে জনগণের কাছে বঙ্গবন্ধুর আবেদন পৌঁছে দেন।
		জনতার উপর গুলিবর্ষণ	দিনভর রাজধানী ছিল রুদ্ররোষে ধূমায়িত। সন্ধ্যার পরও এ ক্ষোভ থামেনি রোষক্ষুব্ধ মানুষের শোভাযাত্রায় সন্ধ্যার রাজপথ ছিল মুখরিত। তেজগাঁও থেকে যাত্রাবাড়ি সদরঘাট থেকে রামপুরা পর্যন্ত পথে পথে অসংখ্য ছোট বড় মিছিল। শ্লোগান আর শ্লোগান। মুহূর্তের জন্য জনতা থমকে দাঁড়ায়। মতিঝিল, ফার্মগেট, ঝিকাতলা, ময়মনসিংহ রোড ও কলাবাগানসহ শহরের একাধিক এলাকায় গুলিবর্ষণ করা হয়। খবর আসে হতাহতের।
		ঢাকা মেডিকেলে ৬৮ জন এবং মিটফোর্ডে ৯ জনকে ভর্তি করানো হয়	গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দু'শ জনে। এদের শরীরে ছিল বুলেট, বেয়নেট, লাঠি ও ছুরির আঘাত। মূলত আহতদের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না, কেননা সারা শহরই সত্যিকার একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। রাত দশটা পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেলে ৬৮ জন এবং মিটফোর্ডে ৯ জনকে ভর্তি করা হয়। এছাড়া শহরের অন্যান্য হাসপাতালেও অনেককে ভর্তি করা হয়েছে।
মার্চ ৩	আওয়ামী লীগ প্রধান' পল্টনের জনসভায়	লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পল্টনের জনসভায় লাখো লাখো জঙ্গি মানুষের সমাবেশে তিনি বলেন, 'বাঙালি হোক, বিহারি হোক, স্থানীয় হোক আর বহিরাগত হোক, সবাই আমাদের জিম্মায়, এদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের।' তিনি বলেন, 'যারা বাংলার স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন নস্যাৎ করতে চায় তারাই লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গা করছে। যদি আপনারা আমাকে ভালবাসেন, যদি সংগ্রামে জয়ী হতে চান, তাহলে আপনারা এই সব লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও গুন্ডামিকে দৃঢ়তার সাথে বাঁধা দিবেন।'
		সেনাবাহিনী প্রত্যাহার প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে বাংলার শাসনভার আমাদের উপর ছেড়ে দিন। অস্ত্র ছাড়া কিভাবে শান্তি রক্ষা করা যায় তা দেখিয়ে দেবো।'
		৭ মার্চ প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আগামী ৭ মার্চের মধ্যে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন না হলে, ঐ দিন বেলা আড়াইটায় রেসকোর্স ময়দানে আমার ভাষণ আমি দেব।'
		খাজনা ট্যাক্স	বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও

			প্রসঙ্গ	জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বাংলার মানুষ সরকারকে কোন ট্যাক্স ও খাজনা দেবে না।
			বাড়াবাড়ি প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন যে, 'বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না কারণ সাত কোটি মানুষকে হত্যা করতে পারবেন না। বাংলার মানুষ মরতে প্রস্তুত আছে। আমি না থাকলেও বাংলার মানুষ তাদের লক্ষ্য পথে এগিয়ে যাবেই।'
			সংশয় প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আগামী সাতই মার্চ আমার ভাষণ দেয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে জনতার সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। জানি না আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারবো কি না।'
			হত্যা প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'গতকাল আর আজ এই শহরের অলিতেগলিতে শত শত নিরপরাধ মানুষকে গুলী করা হয়েছে। অনেকেই আহত ও নিহত হয়েছেন। নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা কোন বীরত্ব নয় বরং কাপুরুষতা মাত্র।'
			এই অবস্থার জন্য দায়ী কে?	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'দেশের বর্তমান অবস্থা বাংলার মানুষ বা আওয়ামী লীগ সৃষ্টি করে নাই। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কথা শোনা হয়নি। জনাব ভুট্টোর কথা মত পরিষদের অধিবেশন ডাকা হয়েছিল এবং তিনি অধিবেশনে যোগদান করতে রাজি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন। জনাব ভুট্টো অধিবেশনে যোগদানে রাজ না হলেও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হয়নি। অথচ অস্ত্র ধারণ করা হয়েছে আমাদের উপর। এর চেয়ে বড় লজ্জার আর কিছু নেই।'
মার্চ ৩	শেখ মুজিবুর রহমান	বিবৃতি	১০ মার্চের বৈঠক প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, 'যে সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালানো হচ্ছে, যে সময়ে অসংখ্য শহীদের রক্ত রাজপথ থেকে এখনও মুছে যায় নি, যে সময়ে অনেক শহীদকে এখনও দাফন করা সম্ভব হয় নি এবং যে সময়ে শত শত আহত বাঙালি বিভিন্ন হাসপাতালে মৃত্যুর প্রহর গুণছে ঠিক সেই সময়ে বেতারে আগামী ১০ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবর্গের বৈঠকের আহ্বান ক্রুর পরিহাসের মতোই এসেছে। এটা নির্মম পরিহাস, কারণ এমনসব ব্যক্তিদের সঙ্গে আমাদের বসতে আহবান করা হয়েছে, যাদের অতীত চক্রান্ত ও দূরভিসন্ধিই বাংলাদেশের নিরপরাধ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ, কৃষক-শ্রমিক ও ছাত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী।'
			১০ মার্চের বৈঠক প্রত্যাখ্যান	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'পূর্ণ সমরসজ্জা যেখানে অব্যাহত, যেখানে আমাদের কানে অস্ত্রের ঝনঝনানি এখনও বাজছে, সেখানে সম্মেলনের এই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে উদ্ধত বন্দুক ও সঙ্গীনের মুখেই জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ

			গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব আমি এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছি।'
মার্চ ৩	বাংলা ন্যাশনাল লীগ বিবৃতি অলি আহাদ	নিহত হওয়া প্রসঙ্গ	বাংলা ন্যাশনাল লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ বিবৃতিতে বলেন, '৭ কোটি বাঙালির স্বাধিকারের আওয়াজকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়ার পরিণতি জাতীয় জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।'
		শহীদের পদাঙ্ক অনুসরণ প্রসঙ্গ	জনাব আহাদ বলেন, 'সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের জন্য বাঙালিদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি'। তিনি বলেন, 'চূড়ান্ত সংগ্রামে জনগণের জয় হবেই।'
মার্চ ৩	ছাত্রলীগ বিবৃতি	কর্মসূচি ঘোষণা	পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রলীগ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি ঘোষণা করে। আজ বৃহস্পতিবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত হরতাল পালন করবে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার বেলা দুটায় পল্টন ময়দানে গায়েবানা জানাজা ও শোভাযাত্রা এবং আগামী শুক্রবার মসজিদ-মন্দিরে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সফলতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হবে। বেলা দুটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণ থেকে লাঠি মিছিল বের করা হবে। শনিবার সন্ধ্যায় বায়তুল মোকাররম থেকে মশাল মিছিল বের করা হবে। রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল সহকারে রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জসনভায় যোগদানের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
		পরিস্থিতি প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসু নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাধিকার সংগ্রামকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে দোকানপাট, ঘরবাড়ি লুট বা অগ্নি সংযোগের প্রচেষ্টা করা, বাড়িঘরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ইত্যাদি অপকর্মে বাঁধা দেয়ার জন্য ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। এছাড়াও হরতালের সময় সর্বহারাদের খাদ্যসামগ্রী দান করা, প্রত্যেক পরিবারকে কয়েকদিনের খাদ্য মজুত রাখা, সংগ্রামের নামে কাউকেও চাঁদা প্রদান না করার জন্য বলা হয়েছে। সরকারকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকার জন্য সংগ্রাম-বিরোধীদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় না করার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ আবেদন জানান।
মার্চ ৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক	বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮ জন শিক্ষক এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেন যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য শোষক শ্রেণী ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহল দায়ী। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কারসাজির মাধ্যমে তারা শোষিত জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত। পাকিস্তানের ইতিহাসে চিহ্নিত দু'একটি রাজনৈতিক মহলের অযৌক্তিক দাবির অজুহাতে জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন স্থগিতকরণ এই অশুভ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ

			বহিঃপ্রকাশ। এই গণবিরোধী চক্রের কার্যকলাপ দেশকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
মার্চ ৩	খেলাফতে রাব্বানী প্রেসিডিয়ামের সভায় গৃহীত প্রস্তাব	ঐক্য প্রসঙ্গ	খেলাফতে রাব্বানী পার্টির প্রেসিডিয়ামের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সব ভেদাভেদ ভুলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন সফল করে তোলার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় সান্ধ্য আইন তুলে নেয়ার জন্য প্রস্তাব করা হয়।
মার্চ ৩	ক্লাশ বর্জন : করাচি	হরতালের প্রতি সমর্থন	করাচিস্থ বাঙালি ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ডাকে এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক দু'দিনব্যাপী হরতালের সমর্থনে গতকাল ক্লাশ বর্জন করেছেন। তারা বলেন যে, ৬-দফা ও ১১ দফা অর্জন করার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্র-সমাজ যে কোন ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
মার্চ ৩	কনভেনশন মুসলিম লীগ মুজিবের বাস ভবন	নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন	প্রাদেশিক কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রধান খাজা হাসান আসকারী ও খাজা আহসানউল্লাহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামে তারা তাদের পূর্ণ-সমর্থন দান করেন। তারা বাংলাদেশ এবং জনগণের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেও প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানান।
মার্চ ৩	গোলাম আযম বিবৃতি	সামরিক আইন প্রত্যাহার প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান জামায়েতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সিদ্ধান্তকে গত ২৩ বছরের জনগণের শাসনের বিরুদ্ধে অন্যতম বড় ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন।
		অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ	গোলাম আযম বলেন, 'এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ প্রমাণ করেছে যে স্বাধীনতাকামী নাগরিকরা আর কোন ষড়যন্ত্র সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।'
		অধিকার প্রসঙ্গ	জনাব আযম বলেন, 'নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রায়ের পরীক্ষার পর এইভাবে শাসন করার অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই।'
		আইনসঙ্গত দাবি প্রসঙ্গ	জনাব আযম আরও অভিযোগ করেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথ রুদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ প্রকৃতপক্ষে জনগণকে তাদের আইনগত দাবি পূরণের জন্য রক্ত বিসর্জন দিতে বাধ্য করেছে।
		ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	গোলাম আযম বলেন, 'দেশকে যদি আরও দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আগেই জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই জনপ্রতিনিধিদের শাসন কায়েম এবং শাসনতন্ত্র রচনা করতে দেয়া উচিত। এভাবে অনিশ্চিত অবস্থায় কোনো মতেই আর একদিনও চলতে দেয়া উচিত হবে না।'

মার্চ ৩ জনতা	পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে হরতাল	দেশব্যাপী হরতাল প্রসঙ্গ	গতকাল সারা বাংলা বন্ধ ছিল সকাল ছ'টা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত। টেকনাফ থেকে রামসাগর পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে যে কোনো মূল্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করে।
	ঢাকা	সর্বাত্মক হরতাল	ঢাকা নগরীতে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়েছে। রাস্তায় স্বাধিকার আন্দোলনে উজ্জীবিত হাজার হাজার মানুষ ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। মিছিলের প্রতিটি মানুষের হাতেই ছিল বাঁশের লাঠি, কাঠের টুকরো, লোহার রড, কালো পতাকা, সুচালো বল্লম প্রভৃতি। দেশের কোথাও হাট বসে নি, কারখানার চাকা ঘোরেনি, চিমনিতে কালো ধোঁয়া ওঠে নি, বন্দরে জাহাজ নোঙর ফেলে নি, মুটে বোঝা টানে নি, যায় নি কেউ অফিস আদালতে। পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বন্দরে বন্দরে, গঞ্জে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে শুধু মিছিল আর মিছিল।
	মার্চ ৩ চট্টগ্রাম	সর্বদলীয় হরতাল	চট্টগ্রাম জেলা ও শহর আওয়ামী লীগ এবং ছাত্র লীগ হরতালের ডাক দিলে সর্বদলীয় এবং সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। দলমত নির্বিশেষে জনতা হরতালের সমর্থনে রাস্তায় নেমে পড়ে। চট্টগ্রাম ছিল মিছিলের নগরী। দোকানপাট খুলে নি, যানবাহন চলে নি। কোনো ট্রেন পৌঁছায় নি, পোর্টে কোনো জাহাজ নোঙ্গর করে নি। বিক্ষুব্ধ জনতা পাহারতলিতে একটি প্রাইভেট গাড়ি পুড়িয়ে দেয়।
	মাইজদি কোর্ট	হরতাল পালন	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে আজ এখানে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলমত নির্বিশেষে হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্ররা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। সারা শহর ছিল স্লোগানমুখর। জনতা ছিল প্রতিবাদী। বিকেলে শহীদ জহুর পার্কে জনতা সমবেত হয়। সন্ধ্যায় এক বৃহৎ শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
মার্চ ৩	মফিজুল ইসলাম : কুমিল্লা	প্রেসিডেন্টের ঘোষণা প্রসঙ্গ	বাংলা জাতীয় লীগের সভাপতি অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম বক্তৃতায় বলেন যে, প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। তিনি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার দাবি জানান। তিনি নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদেরকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি তাগিদ দেন।
মার্চ ৩	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন : সিলেট	ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সিলেটের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করে। এই ধর্মঘটে ছাত্রলীগসহ সব দলই সমর্থন দেয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মিছিল করে শহরের প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে। স্থানীয়

			রেজিস্ট্রি ময়দানে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রেজওয়ানুদ্দীনের সভাপতিত্বে একটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ছাত্রনেতা খালেক, শিরীন, ছাত্রলীগ নেতা সাদারুদ্দীন জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেন। এছাড়াও বক্তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের ইচ্ছানুযায়ী জনসাধারণের শাসনতন্ত্র প্রণয়নেরও দাবি জানান।
মার্চ ৩	ঢাকা, রংপুর, সিলেট, খুলনা	সান্ধ্য আইন জারি	এক সরকারি ঘোষণায় বলা হয় যে, সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ঢাকার পৌর এলাকায় সম্ভাব্য লুটতরাজ ও আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আজ রাত ১০টা থেকে আগামী কাল ৬টা পর্যন্ত এই ৮ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করেন। বেলা ২.৩০ মি. থেকে রংপুর শহরে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। সন্ধ্যা ৭.৩০ মি. থেকে সিলেট শহরে সাড়ে ১১ ঘণ্টাব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। রাত ১১টা থেকে ৭ ঘণ্টার জন্য বন্দর নগরী খুলনায় সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।
মার্চ ৪	শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি	কর্মচারীদের বেতন প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, 'হরতালের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যে সব কর্মচারী বেতন পান নি তাদের সুবিধার্থে প্রতিদিন দু'ঘণ্টার জন্য সকল ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে।'
		রেমিটেন্স প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন, 'বাংলাদেশের মধ্যে অনধিক পনেরশ' টাকা পরিমাণ বেতনের চেকই কেবল ক্যাশ করা যাবে। স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের বাইরে কোনো রেমিটেন্স কার্যকর করা যাবে না (বাংলাদেশের বাইরে টাকা পাঠানো যাবে না)।'
		অভিনন্দন প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আহূত প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু তেজোদীপ্ত সাড়া দেয়ার জন্য বীর জনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলাদেশের বেসামরিক নিরস্ত্র শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র বুলেটের সামনে যে সাহস ও প্রত্যয়ের সাথে অধিকার অস্বীকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন তা বিশ্ববাসীর কাছে লক্ষণীয়। তাই বাংলার সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষের প্রতি অভিনন্দন জানাচ্ছি।'
মার্চ ৪	মাওলানা ভাসানী বিবৃতি	লাহোর প্রস্তাব প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এক বিবৃতিতে বলেন, 'লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে।' তিনি আশা করেন যে, আগামী ১২ মার্চের মধ্যেই পাকিস্তানের সামরিক সরকার সাত কোটি বাঙালির ন্যায়সংগত এই দাবি মেনে নেবেন।
		স্বাধিকার প্রসঙ্গ	মওলানা ভাসানী বলেন, 'এই দাবি পূরণে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ব্যর্থ হলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাংলার

			বাষট্টি হাজার গ্রাম থেকে সাতকোটি বাঙালি তাদের স্বাধিকার ও মুক্তির জন্য বেরিয়ে আসবে এবং যে কোন মূল্যেই হোক তারা তা আদায় করে নেবেই।'
		গণহত্যা ও বিভেদ সৃষ্টি প্রসঙ্গ	মওলানা ভাসানী বলেন, '১৯৪৭ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সামরিক ও বেসামরিক সরকারগুলো বাংলার বহু নিরীহ মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছে। এখনও বাঙালিদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন, গণতহ্যা ও বিভেদ সৃষ্টি করে চলছে। আমি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এর পরিণাম হবে ভয়াবহ।'
		সাম্রাজ্যবাদ প্রসঙ্গ	মওলানা ভাসানী বলেন, 'ওরা সাম্রাজ্যবাদের দালাল। ওদের শোষণ নির্যাতনে ৮৫ ভাগ বাঙালীরা আজ প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন। সুতরাং যে ব্যক্তি, যে রাজনৈতিক দল অথবা যে রাজনৈতিক নেতা পশ্চিমাদের সাথে কিংবা সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে কোন রকমের আঁতাত করবে বা করতে যাবে সে যে শুধু তার নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হবে, তা নয়, বরং তার জানমালও বিপন্ন হবে।'
		শান্তি প্রসঙ্গ	মওলানা ভাসানী দেশের সকল সম্প্রদায় যেমন মুসলমান, হিন্দু খৃস্টান, বাঙালি বা অবাঙালি সবার মধ্যে সহযোগিতা ও পূর্ণ শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানান।
মার্চ ৪	জুলফিকার আলী ভুট্টো : করাচি	অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গ	পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এই মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন যে, পূর্ব আলাপ-আলোচনা ও শেখ মুজিবরের সাথে সমঝোতা ছাড়াই তিনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
		অধিবেশন স্থগিত প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তানের বিস্ফোরণোম্মুখ পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুট্টো বলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার ফলে আওয়ামী লীগ যে চরম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তা আশা করা যায় না। আওয়ামী লীগের সাথে ৬-দফার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার জন্যে শুধু জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বল্পকালীন স্থগিত ঘোষণার দাবি করে ছিলাম।'
মার্চ ৪	ছাত্র ইউনিয়নের জসনভা : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	অপচেষ্টা বানচাল প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জনসভায় সংগঠনের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'দেশে নিরঙ্কুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জাতিগত অধিকার তথা বাংলার স্বাধিকারের সংগ্রামকে বানচাল করার অপচেষ্টাকে রুখে দাঁড়াতে হবে।'
	মতিয়া চৌধুরী	ঈপ্সিত লক্ষ্য প্রসঙ্গ	ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। বাংলার স্বাধিকারের সংগ্রামকে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে হবে। আর এ জন্যই পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গঞ্জে সংগ্রাম কমিটি ও মুক্তি বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক কৃষক ছাত্র জনতাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।'
মার্চ ৪	সাংবাদিক	একাত্মতা ঘোষণা	পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার স্বাধিকার

	ইউনিয়ন : সভা		প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান।
		হত্যার বিচার প্রসঙ্গ	ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, মার্চের গণআন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের হত্যার বিচারের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে এবং হতাহতদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
		বিধিনিষেধ প্রত্যাহার প্রসঙ্গ	সভায় সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ওপর যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানানো হয়।
		বেতার-টেলিভিশনে অংশ না নেয়া প্রসঙ্গ	সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, সঠিক মতামত প্রকাশের অধিকার না দিলে সাংবাদিকরা বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।
মার্চ ৪	২৪ জন শিল্পীর বিবৃতি	বেতার ও টিভি বর্জন প্রসঙ্গ	ঢাকায় ২৪ জন প্রখ্যাত শিল্পী এক যুক্ত বিবৃতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত দেশের জনগণ ও ছাত্রসমাজ সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তারা বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন না।
মার্চ ৪	৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষকের বিবৃতি	একাত্মতা প্রসঙ্গ	ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন শিক্ষক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এজন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে ঘোষণা করেন।
		ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	বিবৃতিতে তারা অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন বাতিল করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।
মার্চ ৪ জনতা	হরতাল : কুষ্টিয়া	দিনমজুরদের একাত্মতা	হরতালের সময় কুষ্টিয়ায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলে নি। দোকানপাট ছিল বন্ধ। অফিস-আদালতে কেউ যায় নি। শহরে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার কাজ চলছিল কিন্তু হরতালের ডাকে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক তাদের কাজ বন্ধ রাখে।
	হরতাল : গাইবান্ধা	সর্বদলীয় শোভাযাত্রা	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে এখানে সকাল ছ'টা থেকে বিকেল দুইটা পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করা হয়। হরতাল শেষে একটি বৃহৎ সর্বদলীয় শোভাযাত্রা ও পরে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
মার্চ ৫	তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতি	গণহত্যার নিন্দা	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতিতে বলেন, 'আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র জনতাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' তাজউদ্দীন বলেন, 'সেনাবাহিনীর এই নির্যাতনমূলক কাজের নিন্দা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। অথচ আমরা জানি বিদেশী হামলা থেকে দেশকে রক্ষার জন্যই এই সব অস্ত্র ব্যবহৃত হবার কথা।'

		পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান	জনাব তাজউদ্দীন বলেন যে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি বিভিন্ন মহল থেকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষেরও উচিত বাংলাদেশের নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের ওপর গণহত্যা বন্ধের দাবি তোলা।
মার্চ ৫	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি : বিবৃতি	দায়দায়িত্ব প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রুপ) সভাপতি মোজাফফর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, 'পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করেছে। শান্তিপূর্ণভাবে গণ-প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর অস্বীকার করেছে। বাংলার জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক মুক্তি প্রভৃতি দাবিকে নস্যাৎ করার জন্য নানা রকম হীন ষড়যন্ত্র ও যাবতীয় নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরই প্রতিবাদে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলন দমন করার জন্য সর্বত্র পশুশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কেবল ঢাকা শহরেই শত শত মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। তারা এদেশের সর্বত্র একই বর্বরোচিত পন্থায় নিরীহ জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এবং গণহত্যা করে একটা ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। এহেন গণহত্যা চলতে থাকলে জনগণের পক্ষে পরিবেশ শান্ত রাখা সম্ভব হবে না। ফলে কোনো মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শাসকগোষ্ঠীকেই দায়ী হতে হবে।'
মার্চ ৫	ছাত্র ইউনিয়ন শহীদ মিনার মতিয়া চৌধুরী	মুক্তিবাহিনী প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) আয়োজিত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের জনসভায় মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।'
		স্বাধিকারের পতাকা উড়বেই	মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'সরকার যদি মনে করেন রক্ত নিয়ে বাঙালিদের দমন করা যাবে, তা হলে ভুল করেছেন। ঘটনা যা-ই ঘটুক, বাংলার বুকে স্বাধিকারের যে পতাকা আজ উড়েছে, তা নামানো যাবে না।
		লড়াইয়ের চরিত্র প্রসঙ্গ	মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'কারফিউ উঠলে নতুন পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু হবে। যে সংগ্রামকে সার্থক করার জন্য আমাদের মুক্তিবাহিনীর দরকার হবে। তাই মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে। এবারের লড়াই হবে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের উৎখাতের লড়াই। এ লড়াই হবে জনগণের লড়াই। তাই দুষ্কৃতিকারী, দাঙ্গা ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে একসাথে দাঁড়াতে হবে।'
	সত্যেন সেন	ধর্ম-বর্ণ প্রসঙ্গ	প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সত্যেন সেন সভায় বলেন যে, জাতির এই বিরাট সঙ্কট কালে বাঙালিরা আবারও প্রমাণ করবে যে, বাঙালিরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণ দিতে ভয় পায় না। বাঙালিরা আজ সকল শ্রেণী-বর্ণ ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ভুলে

			গিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। এ লড়াইয়ে তাদের বিজয় হবেই।
	মুজাহিদুল ইসলাম	ঐক্য প্রসঙ্গ	ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বলেন, 'এই স্বাধিকারের সংগ্রাম জনতার সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। এখন যা দরকার তা হলো ঐক্যবদ্ধভাবে দুর্বার গণআন্দোলন আরও জোরদার করা।'
মার্চ ৫	ভাসানী: বিবৃতি	ঐক্য প্রসঙ্গ	ন্যাপ প্রধান বলেন, 'দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অনেক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মাধ্যমে দেশ আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, এই মুহূর্তে দলমত নির্বিশেষে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও নেতৃত্বের কোন্দল ভুলে স্বাধিকার সংগ্রামে কাতার বন্দী হওয়া প্রয়োজন।' তিনি বলেন যে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী যে কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে তিনি ও তাঁর দল এক কাতারে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত।
মার্চ ৫	ফজলুল কাদের চৌধুরী	পরিস্থিতি প্রসঙ্গে	কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট ফজলুল কাদের চৌধুরী অবিলম্বে জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের তারিখ ঘোষণার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে যে জটিল ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে জন্য জনাব ভুট্টো দায়ী। জনাব ভুট্টো স্বীয় দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যই এই ধ্বংসাত্মক কাজ করেছেন।'
মার্চ ৫	মুফতি মাহমুদ সুলতান	পার্লামেন্টারি নেতাদের বৈঠক প্রসঙ্গ	জমিয়াতুল উলেমায় ইসলামের সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঢাকায় পার্লামেন্টারি নেতাদের বৈঠক আহ্বানকে অভিনন্দিত করে এতে সকল দলের বিশেষ করে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান।
মার্চ ৫	ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার	ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বাংলাদেশের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে শপথ নেন।
মার্চ ৫	আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত তিনজন বিবৃতি	মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করুন	তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন, চার ও পাঁচ নম্বর অভিযুক্ত স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এস. এম. সুলতান উদ্দিন এবং এল.এম নূর মোহাম্মদ এক যুক্ত বিবৃতিতে বাংলার স্বাধিকার আদায়ের চূড়ান্ত সংগ্রামে জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য দলমত নির্বিশেষে বাঙালিদের প্রতি আবেদন জানান।
মার্চ ৫	আবদুল হাফিজ পীরজাদা : রাওয়ালপিন্ডি	পরিস্থিতি প্রসঙ্গ	পিপিপি-র মুখপাত্র আবদুল হাফিজ পীরজাদা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর মধ্যকার বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাথে আলাপ-আলোচনা কালে বলেন, 'জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্বল্পকালীন স্থগিত ঘোষণার জন্য পিপিপি অনুরোধ জানিয়েছিল এ কথা ঠিক, তবে ইচ্ছা ছিল এই সময়ের মধ্যে ছয়-দফা প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা করে একটা সমঝোতায় পৌছা যাবে। অধিবেশন স্থগিত

			ঘোষণার অর্থ অধিবেশন বাতিল বা অন্য কিছু নয়। এটা সামান্য সময়ের বিলম্ব মাত্র। কিন্তু এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার কল্পনাও আমরা করিনি। আমরা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী নই। আওয়ামী লীগ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা ঠিক হয় নি। দেশের পরিস্থিতি যদি আরো খারাপ হয়, তবে যারা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাদের ওপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব গিয়ে পড়বে।'
		সংহতি প্রসঙ্গ	পীরজাদা বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে যা ঘটেছে তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু তার জন্য আমরা দায়ী নই। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার সংগ্রাম চালিয়ে যাব।'
		অখণ্ডতা প্রসঙ্গ	পীরজাদা বলেন, 'পাকিস্তান দু'টি হবে না একটি থাকবে তা এখন সম্পূর্ণ আওয়ামী লীগের দেখার ব্যাপার। পিপিপি শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলাপ-আলোচনার জন্য আরো সময় চায়, কারণ এই দল মনে করে যে, আওয়ামী লীগের শাসনতান্ত্রিক ফরমুলা দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষার প্রতিকূলে।'
মার্চ ৫	পূর্ববাংলা শ্রমিক ফেডারেশন : বিবৃতি	টঙ্গীর হত্যা প্রসঙ্গ	পূর্ব বাংলা শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এবং টঙ্গী আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি হায়দার আকবর খান রনো বলেন, 'টঙ্গী শিল্প এলাকায় রক্ষী বাহিনীর গুলিতে অসংখ্য শ্রমিক ও এলাকাবাসী নিহত হয়েছে। অনেক মৃতদেহ রক্ষী বাহিনী গুম করে ফেলেছে। টঙ্গীর শ্রমিক ও এলাকাবাসীগণ পূর্ব বাংলার স্বাধিকারের লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে শাহদাৎ বরণ করেছে। তাই এর মামুলী প্রতিবাদ করাকে নিরর্থক মনে করি।'
মার্চ ৫	শ্রমিক লীগ বিবৃতি	হত্যার প্রতিবাদ	জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান এম.এন.এ. এবং সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান এক বিবৃতিতে টঙ্গীতে বিনা কারণে শ্রমিকদের ওপর গুলি বর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন। পোস্তগোলা, খালিশপুর ও খুলনায় গুলি বষর্ণেরও নিন্দা করে বলেন যে, এভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।
মার্চ ৫	শ্রমিক ফেডারেশন : বিবৃতি	হত্যার প্রতিবাদ	পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল হোসেন খান বিবৃতিতে কোন রূপ উস্কানি ছাড়াই টঙ্গী শিল্প এলাকায় নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'গায়েবানা নামাজ পড়ার পর পরিচালিত নিরস্ত্র শ্রমিকদের মিছিলের ওপর গুলী বর্ষণ অচিন্তনীয় ব্যাপার। এদেশের মাটিতে তাও সংগঠিত হয়েছে। শহীদের রক্ত বৃথা যাবে না এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের আত্মাও শান্তি লাভ করবে না'।
মার্চ ৫	মজদুর ফেডারেশন : বিবৃতি	হত্যার নিন্দা	মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সিরাজুল হক বলেন, 'টঙ্গী শিল্প এলাকার নিরস্ত্র শ্রমিক মিছিলের ওপর উস্কানি ছাড়াই গুলিবর্ষণের নিন্দা জানাচ্ছি। বাংলার মুক্তি আন্দেলনে নিয়োজিত

			সর্বহারা শ্রমিকদের লড়াই হত্যা-নির্যাতন করে থামানো যাবে না।'
মার্চ ৫	আপওয়া : নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি	মহিলাদের ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গ	নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি (আপওয়া, পূর্বাঞ্চল ইউনিট) সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে। বিবৃতিতে কায়েমি স্বার্থবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন এবং মুক্ত দেশের মুক্ত মানুষের মতো বাঁচার উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থে যারা জীবন দান করেছেন, তাদের জন্য সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করা হয়। সমিতি দেশের স্বাধিকার ও সম্মান রক্ষার জন্য বাংলাদেশের মহিলাদের প্রতি যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান।
মার্চ ৫	সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি	ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতি বিবৃতিতে বলে যে, অধিকার আদয়ের সংগ্রামে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।
মার্চ ৫	মহিলা সংসদ	হত্যার নিন্দা	পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংসদ নিরস্ত্র ছাত্র-জনতাকে বেপরোয়া হত্যার নিন্দা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্যে বিচারের দাবি করেন।
মার্চ ৫	পান রফতানি সমিতি	অধিবেশন প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান পান রফতানি ও পান উৎপাদনকারী সমিতি অবিলম্বে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান।
মার্চ ৫	গণমুক্তি দল	স্বাধিকারের প্রতি সমর্থন	জাতীয় গণমুক্তি দলের সভাপতি শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি দেন।
মার্চ ৫	চলচ্চিত্র শিল্পী সমাজ	ন্যায্য দাবি প্রসঙ্গ	পূর্ব বাংলার ৩৩ জন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক অভিনেতা-অভিনেত্রী ও সঙ্গীত পরিচালক একযুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলচ্চিত্র সমাজ জনতার সংগ্রামের সাথে থাকবে।
মার্চ ৬	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান : বেতার ভাষণ	অধিবেশন প্রসঙ্গ	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গতকাল দুপুর ১:৫ মিনিটে দেশবাসীর প্রতি প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, আগামী ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত প্রেসিডেন্ট বলেন যে, পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতাদের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতার আশায় তিনি ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত অধিবেশন স্থগিত রেখেছিলেন কিন্তু তা সফল না হওয়ায় এক্ষণে তিনি পরিষদের অধিবেশন ডাকছেন।
মার্চ ৬	ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডি	অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গ	পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো জানান যে, তাঁর দল আগামী ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করবে।
		আশাবাদ প্রসঙ্গ	তিনি বলেন যে, তাঁর দল আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বৈঠক ফলপ্রসূ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

মার্চ ৬	আওয়ামী লীগের সভা শেখ মুজিবের বাসভবন	অধিবেশন প্রসঙ্গ	প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের পর আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বিকেল সাড়ে তিনটায় তাঁর বাসভবনে কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক রুদ্ধদ্বার জরুরি বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক চলাকালে এক সময়ে অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন। তাঁদের আলোচনা ৩০ মি. স্থায়ী হয়।
মার্চ ৬	আসগর খান	মন্তব্য	সাংবাদিকদের দু'টি প্রশ্নের উত্তরে জনাব আসগর খান বলেন, 'এ মুহূর্তে কিছু বলা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। তিনি (শেখ মুজিব) রবিবার দুপুরে জনসভায় বক্তৃতা করবেন। পরিস্থিতি এড়াবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং বাকিটুকু শেখ সাহেবের কাছ থেকেই জনসভায় জানবেন।'
মার্চ ৬	অলি আহাদ : পল্টন ময়দান	একাত্মতা ঘোষণা	রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠেয় জনসভায় বাংলার স্বাধিকার ঘোষণার জন্য বাংলা জাতীয় লীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'মুজিব ভাই, আপনি আন্দোলনকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এখন আপনার একমাত্র কাজ হচ্ছে আগামীকাল দৃঢ়চিত্ত হয়ে চূড়ান্ত ঘোষণা করা, আমরা আপনার পেছনে আছি।"
মার্চ ৬	দেওয়ান সিরাজুল হক	স্বাধীনতার প্রথম বীজ বপন	মজদুর ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান সিরাজুল হক বলেন, '১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে ঢাকার রাজপথে শহীদের রক্তে বপন করা হয়েছিল বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বীজ।' তিনি বলেন, 'বাংলার মানুষের স্বাধিকার সংগ্রামকে নস্যাৎ করার শক্তি কারো নেই। এমন কি কোনো বাঙালি নেতাও যদি একে নস্যাৎ করতে চান বাঙালিরা তাকে ক্ষমা করবে না।'
মার্চ ৬	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডি	গভর্নর নিয়োগ	প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।
মার্চ ৬	কাইয়ুম খান	অধিবেশন প্রসঙ্গ	অধিবেশন আহ্বানকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করে কাইয়ুম খান বলেন, 'এতে একটা আশার আলো প্রতিফলিত হয়েছে এবং আমাদের অর্থাৎ পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিদেরকে বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে গ্রহণযোগ্য শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলা বের করার জন্য একত্রে বসার একটা সুযোগ করে দিয়েছে।'
মার্চ ৬	দৌলতনা	শেখ মুজিব প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'শেখ মুজিব এ মুহূর্তে সংযম ও বড় মনের পরিচয় দেবেন এ বিশ্বাস আমার আছে।'
মার্চ ৬	মাওলানা নূরানী	একটি রাজনৈতিক দল দায়ী	মাওলানা নূরানী প্রেসিডেন্টের অধিবেশন ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'এই গুরুতর পরিস্থিতির জন্য একটি রাজনৈতিক দল দায়ী, তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।'
মার্চ ৬	নূর খান	ক্ষমতাহস্তান্তর	কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা এয়ার মার্শাল (অব.)

		প্রসঙ্গ	নূর খান প্রেসিডেন্টের অধিবেশন আহ্বানকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'দেশ শাসন করা শেখ মুজিবুর রহমানের আইনগত অধিকার। তাই অবিলম্বে তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।' তিনি দেশের পরিস্থিতির অবনতি ঘটার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ.এম. ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যে দোষারোপ করেছেন, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।
মার্চ ৬	বেজেঞ্জো	শেখ মুজিবের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ	বেলুচিস্তান থেকে নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য বেজেঞ্জো শেখ মুজিবের কাছে অধিবেশনে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। তিনি বলেন, 'শেখ সাহেবের সিদ্ধান্তের ফলে শুধু ৭ কোটি বাঙালি উপকৃত হবে না, বরং পাঞ্জাব, সিন্ধু বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের আরো ৪ কোটি মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত হবে।'
মার্চ ৬	মোজাফফর আহমেদ : ন্যাপ	জনগণের রায় প্রসঙ্গ	প্রাদেশিক ন্যাপের সভাপতি মোজাফফর আহমেদ বলেন, 'বাংলার মানুষ জীবন দান করে বাংলার স্বাধিকার অর্জনের প্রতি দ্ব্যর্থহীন রায় জানিয়েছে।'
মার্চ ৬	মহিউদ্দিন আহমদ : ন্যাপ	স্বাধিকার প্রসঙ্গ	মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, 'দেশের মানুষ প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ২৩ বছর যাবৎ জনগণের শোষণ অবসানের যে আশা দেখেছিলেন, তা কুখ্যাত ২২ পরিবারের স্বার্থে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। তাই বাংলার স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের পথ ছেড়ে সংসদে ফিরে যাওয়া যাবে না।' তিনি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সব মানুষকে এক সাথে স্বাধিকার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেদন জানান। মহিউদ্দিন আশা প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে নির্ধারিত ভাষণে স্বাধিকার অর্জনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।
মার্চ ৬	মতিয়া চৌধুরী : ন্যাপ	জাতিভিত্তিক স্বাধীনতা প্রসঙ্গ	মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'শান্তির মাধ্যমে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার যে আশা মানুষ করেছিল তা সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদী চক্র নস্যাৎ করে দিয়েছে। দেশের দুই অংশের মানুষের মধ্যে এমন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে যে ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রেও কাজ হবে না, শাসনতন্ত্রে জাতি ভিত্তিক স্বাধীনতার অধিকার দিতে হবে।' মতিয়া চৌধুরী বলেন যে, জনতার স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা এদেশের মানুষ মেনে নেবে না।
মার্চ ৬	তাজউদ্দীন আহমেদ : স্টেডিয়াম গেট	স্বাধীন নাগরিক প্রসঙ্গ	স্টেডিয়াম গেটের জনসভায় ভাষণের শেষাংশে তাজউদ্দিন বলেন, 'বিশ্ববাসী জেনে রাখুন! বাংলাদেশের মানুষের ওপর আজ যে নির্যাতন নেমে এসেছে, তারা বীরের মত তা প্রতিরোধ করছেন। আজ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ মুক্তি অর্জন এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।'
মার্চ ৬	শের আলী খান লাহোর	সংহতি প্রসঙ্গ	প্রাক্তন তথ্য এবং জাতীয় বিষয়ক মন্ত্রী নবাবজাদা শের আলী খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রদেশের অন্যান্য নেতার সাথে সত্বর দেখা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পূর্ব পাকিস্তানে যাবার কথা বলেছেন। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল তিনি বলেন যে, 'ব্যক্তিগত

			মর্যাদা জাতীয় সংহতির পথে কোনো মতেই বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। শেখ মুজিবুর রহমান একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন সে হিসেবে দেশের সংহতি এবং পাকিস্তানের আদর্শ তাঁর ওপর ন্যস্ত, কেননা তিনিই হচ্ছেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা।'
মার্চ ৬	শিল্পীবৃন্দ	স্বাধিকার আন্দোলন : গানের ভূমিকা	বেতার, টি.ভি ও চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক সভায় বর্তমান স্বাধিকার আন্দোলনের মূল কথাকে গানের সুরে জনতার মুখে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা একাডেমী চত্বরে এই সভায় সভাপতিত্ব করেন লায়লা আর্জুমান্দ বানু। তারা ২৫ তারিখের অধিবেশনের আগে পূর্ব বাংলায় পাইকারী গণহত্যার বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানান ।
মার্চ ৬	সাংবাদিকবৃন্দ	জনগণের আন্দোলন প্রসঙ্গ	পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রেসক্লাব থেকে মিছিল বের করে এবং বায়তুল মোকাররমে এক গণসমাবেশ করে। সভায় পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কে জি মোস্তফা পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনকে সঠিকভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য বিশ্বের সকল সাংবাদিকদের প্রতি আবেদন জানান। গণআন্দোলনকে সঠিকভাবে চিত্রিত করার জন্য দেশের সকল সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান। কোনো প্রকার বাঁধা-নিষেধ না মানার কথা বলেন। তারা পূর্ব বাংলার গণআন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সাংবাদিকদের প্রতিও আহ্বান জানান।
মার্চ ৬		হরতালের পাঁচদিন	আওয়ামী লীগ প্রধানের ডাকে হরতালে বাংলার মানুষ সাড়া দিয়েছেন সমস্ত শক্তি নিয়ে। মিছিলের পর মিছিলে জনপথ প্রকম্পিত করে জনগণ ধ্বনি তুলছে 'আমরা স্বাধিকার চাই'। এই ক'দিন অগণিত অসংখ্য মিছিলের ক্ষোভ-ক্ষুব্ধ গগনবিদারী ধ্বনিতে মুখরিত ছিল বাংলার পথ-প্রান্তর। বুলেটের ভয় ওরা করে নি, করে নি ব্যক্তিগত ঝুঁকির চিন্তা। স্বাধিকার অর্জনের দুর্জয় বাসনায় বলীয়ান হয়ে ওরা এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। কারফিউ আর বুলেট জাগ্রত জনতার গতিপথকে রুদ্ধ করতে পারে নি। অযুত কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে— মানি না, মানি না। মঙ্গলবার থেকে শনিবার বাংলাদেশ ছিল বন্ধ। সারাদেশের বাস্তায় চাকার দাগ পড়ে নি, নদীতে চলেনি নৌযান, আকাশপথ ছিল শূন্য। রেলপথে গাড়ির চাকার ঘর্ষণ হয় নি। অফিস-আদালত কোর্ট-কাচারী ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, বাজার-ঘাট সব ছিল শূন্য, স্তব্ধ। মঙ্গলবার থেকে শনিবার জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের যে জিনিসটি সবার চোখে ধরা পড়েছে তাহলো বাঙালি নিরস্ত্র হতে পারে কিন্তু তাদের বুকে অসীম বল দেখা দিয়েছে। তাই বিক্ষুব্ধ জনতা হাতের কাছে যা পেয়েছেন লাঠি, সড়কি, বর্শা—যাই হোক না কেন, স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তিকে প্রতিরোধ করার হাতিয়ার হিসেবে তাই তুলে নিয়েছে।

			ঢাকার সর্বস্তরের মানুষ প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ প্রচারিত হবার পরপরই বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য অগণিত-অসংখ্য মিছিলে রাজপথে বেরিয়ে আসে। বেতার ভাষণের পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একের পর এক মিছিল শহরের পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।
মার্চ ৭	শেখ মুজিব : রেসকোর্স ময়দান	ঘোষণা	সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ লাখো লাখো মানুষের সমাবেশে গতকাল রবিবার অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'রক্তের দাগ এখনো শুকোয় নি, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে পরিষদে যোগ দিতে যাবো না।' বঙ্গবন্ধু দাবি করেছেন, 'অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।' তিনি বলেন, 'এরপর বিবেচনা করে দেখবো পরিষদে বসবো কি বসবো না। তার আগে পরিষদে বসার কোনো প্রশ্নই উঠে না।'
		কর্মসূচি	আওয়ামী লীগ প্রধান দীর্ঘ বিবৃতিতে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজস্ব কর্মসূচি পেশ করেন।
		শহীদদের দুর্বৃত্ত বলা প্রসঙ্গ	'গত সপ্তাহে যারা গুলীতে নিহত হয়েছে তাঁরা শহীদ, তাঁরা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার একতরফা ও আকস্মিক ঘোষণার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ করেছিলেন। এমতাবস্থায় এসব শহীদদের দুর্বৃত্ত বলে অভিহিত করা একটা সত্যের অপলাপ মাত্র।'
		আইনগত কাঠামো পরিবর্তন প্রসঙ্গ	'(পশ্চিম পাকিস্তানের একটি সংখ্যালঘু দল) এই দলটির সদস্যরা একযোগে পরিষদ সদস্যপদে ইস্তফাদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে আর একটি নজির স্থাপন করেছে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে ওই দলের সদস্যদের উক্ত সিদ্ধান্ত নেবার সাথে সাথে আইনগত কাঠামো আদেশেরও সংশোধন করা হয়েছে যাতে করে সদস্যরা প্রথম অধিবেশনের আগেই পদত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু এরপর এই দলের সদস্যারা সিদ্ধান্ত নিলেন, তারা পদত্যাগ করবেন না। এই দলটির একগুঁয়েমি চরমে উঠেছে'।
		যুক্তিকে মেনে নেয়া প্রসঙ্গ	'২৭ ফেব্রুয়ারি আমরা এই মর্মে ঘোষণা করি যে, যদি কোনো পরিষদ সদস্য পরিষদের অভ্যন্তরে সঠিক ও যুক্তিযুক্ত দাবি উত্থাপন করেন... তবে আমরা তা মেনে নিব। আমাদের এ ঘোষণাকে দাম দেয়া হয় নি।'
		সামরিক সংঘর্ষ প্রসঙ্গ	'একটি সংখ্যালঘু দল দেশের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যার গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে ও শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসনে শক্তির সাহায্যে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। দেশে সুগঠিত সমরসজ্জার ফলে এই ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, দেশের সংখ্যাগুরু দল যদি সংখ্যালঘু দলের কাছে নতিস্বীকার না করে তবে রাজনৈতিক সংঘর্ষ সামরিক সংর্ঘষে পরিণত হয়ে যাবে।'

		গোলটেবিল বৈঠক প্রসঙ্গ	'আমরা একথা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, গোপন বৈঠক বা আলাপ-আলোচনার চেয়ে জাতীয় পরিষদের মধ্যেই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং জাতীয় পরিষদ থাকা অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠক কিংবা গোপন বৈঠকের কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।'
		দাবিসমূহ	বক্তৃতায় যেসব দাবি উত্থাপিত হয়েছে। ক. অবিলম্বে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। খ. অবিলম্বে বেসামরিক জনসাধারণের ওপর গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে হবে এবং এই মুহূর্ত থেকে যেন একটি বুলেটও ছোড়া না হয়। গ. অবিলম্বে সমরসজ্জা বন্ধ করতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ব্যাপক হারে সৈন্য আনা বন্ধ করতে হবে। ঘ. বাংলাদেশে কার্যরত সরকারের বিভিন্ন শাখার ওপর সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ চলবে না এবং সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে হবে। ঙ. একমাত্র পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর এবং যেখানে দরকার হয় আওয়ামীলীগ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। চ. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ছ. এবং অবিলম্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
		স্বাধীন নাগরিক প্রসঙ্গ	'আমাদের জনসাধারণ বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করেছে যে, তারা উপনিবেশ বা বাজার হয়ে আর শোষিত হতে চায় না। তারা তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করেছে যে, তারা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়ে বাঁচতে চায়। ধ্বংসের হাত থেকে আমাদের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে হবে।'
		স্বাধীনতার ডাক	বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, ''রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
মার্চ ৭	বেতার কর্মচারী		ঢাকা বেতার স্তব্ধ হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার রমনা রেসকোর্স থেকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা রিলে না করার প্রতিবাদে এবং শেখ সাহেব কর্তৃক আওয়ামী লীগের খবর যথাসময়ে পরিবেশন করতে না দিলে বেতার বর্জন করার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বেতারের সকল বাঙালি কর্মচারী বেরিয়ে এলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। মিরপুর ও সাভারস্থ বেতারের প্রায় ৫০০ কর্মচারী কাজ বন্ধ রেখে অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যান।

মার্চ ৭	আসগর খান : সাংবাদিক সম্মেলন	ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	এয়ার মার্শাল (অব.) আসগর খান অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর কেন করা হবে না আমি তা বুঝে উঠতে পারি না।' আসগর খান গত দু'দিনে দু'বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন শেখ মুজিবুর রহমান এক পাকিস্তানে বিশ্বাসী একথা তিনি তাঁর আলোচনা থেকেই বুঝতে পেরেছেন। ২৫ মার্চে পরিষদে যোগদানের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, এব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান যে শর্তগুলো দিয়েছেন তা পুরোপুরি ন্যায় সঙ্গত। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে পশ্চিম অংশে তিনি জনমত গঠন করবেন বলে উল্লেখ করেন ।
মার্চ ৭	আতাউর রহমান খান : টাঙ্গাইল	ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	জাতীয় লীগের প্রধান আতাউর রহমান টাঙ্গাইলের জনসভায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলার মুক্তির জন্য আন্দোলনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও আইনগত কাঠামো প্রত্যাহার করতে হবে।'
মার্চ ৭	রমনার শ্লোগান	স্বাধীনতার শ্লোগান	গতকাল রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় মঞ্চে উপস্থিত তোফায়েল আহমেদ, নূরে আলম সিদ্দিকী, আ.স.ম. আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন শ্লোগানে নেতৃত্ব দেন। শ্লোগানগুলো ছিল, '২৫ তারিখের পরিষদে জাতির পিতা যাবে না,' 'ষড়যন্ত্রের পরিষদে শেখ মুজিব যাবে না,' 'ইয়াহিয়ার ঘোষণা— মানি না মানি না,' 'পরিষদ না রাজপথ-রাজপথ রাজপথ,' 'গ্রামে-গ্রামে দূর্গ গড়— বাংলাদেশ মুক্ত করো,' 'রক্তে রাঙা পরিষদে-বাঙালি যাবে না,' 'সংহতি পরিষদে-বাংলাদেশ যাবে না, আপস না স্বাধীনতা—স্বাধীনতা স্বাধীনতা,' 'নতুন মাটি নতুন দেশ—বাংলাদেশ বাংলাদেশ।' মা বোনেরা ধ্বনি তোলেন, 'প্রীতিলতার পথ ধরো- স্যালোয়ার কামিজ ছুড়ে ফেলো,' 'আমাদের সন্তানের রক্ত-বৃথা যেতে দেব না।'
মার্চ ৭	কর্তৃপক্ষের প্রেসনোট	নিহত হওয়ার খবর গুজব	কর্তৃপক্ষ এক প্রেসনোটে গত এক সপ্তাহে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের হাতে যে হাজার হাজার লোক নিহত হয়েছে তা গুজব বলে আখ্যায়িত করেন। তবে ১৭২ জন নিহত ও ৩৫৮ জন আহত হয়েছে বলে স্বীকার করেন।
মার্চ ৭	তাজউদ্দীন আহমদ	শেখ মুজিবের নির্দেশ ও কর্মসূচির ব্যাখ্যা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে নির্দেশ ও কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা ও কর্মসূচির বিশ্লেষণ করেন তাজউদ্দীন আহমদ।
		ব্যাঙ্ক	১. ব্যাঙ্কের কার্যপরিচালনার জন্য সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য তিনটা পর্যন্ত চালু থাকবে।

		বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক	২.	শুধু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাজ চালানোর সুবিধার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।
		বিদ্যুৎ সরবরাহ	৩.	শুধু বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ইপিওয়াপদার প্রয়োজনীয় দপ্তরগুলো খোলা থাকবে।
		ইপিএডিসি চালু রাখা	৪.	শুধু সার ও শক্তিচালিত পাম্পগুলোর ডিজেল সরবরাহের নিশ্চয়তার জন্য ইপিএডিসি চালু রাখা হবে।
		কয়লা, বীজ সরবরাহ	৫.	ব্রিকফিল্ডের জন্য কয়লা, পাটবীজ ও ধানবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু থাকবে।
		খাদ্য আনা-নেওয়ার কাজ	৬.	খাদ্য আনা-নেয়ার কাজ অব্যাহত রাখা হবে।
		ট্রেজারি, এজি	৭.	উপরে উল্লেখিত যে কোনো উদ্দেশ্যে চালান পাশ করার জন্য ট্রেজারি ও এজি অফিস খোলা রাখা হবে।
		দুর্গতদের সাহায্য চালিয়ে যাওয়া	৮.	ঘূর্ণিদুর্গত এলাকাসমূহে সাহায্য, পুনর্বাসন কাজ অব্যাহত থাকবে।
		পোস্ট অফিস খোলা রাখা	৯.	চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম ও বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে টাকা-পয়সা পাঠানোর জন্য পোস্ট ও টেলিগ্রাম অফিস খোলা রাখা হবে।
		ইপিআরটিসি চালু রাখা	১০.	বাংলাদেশের সর্বত্র ইপিআরটিসি কাজ চালু থাকবে।
		পানি-গ্যাস সরবরাহ	১১.	পানি ও গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে।
		নিষ্কাশন চালু রাখা	১২.	স্বাস্থ্য ও নিষ্কাশন কাজ চলবে।
		পুলিশের কর্তব্য পালন	১৩.	শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে পুলিশ তাদের কর্তব্য পালন করে যাবে।
মার্চ ৮	তাজউদ্দীন আহমদ	বীর জনতাকে অভিনন্দন		তাজউদ্দীন আহমদ গতকাল (সোমবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলেন, 'ইতিহাস রচনাকারী বাংলার দুর্জেয় বীর জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ তাদের প্রেসনোটে যে কথা বলেছেন আমি তার নিন্দা করছি। প্রেসনোটে হতাহতের সংখ্যা যে কেবল একেবারে নগণ্য করে দেখানো হয়েছে তা নয় বরং কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো বলা হয়েছে যে, নিহতের সংখ্যা ১৭২ এবং আহতের সংখ্যা ৩৫৮। এই হত্যাকাণ্ড ভীতি ও নিন্দা প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ...স্বাধিকারের দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে যারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন তাদেরই মিছিলের ওপর গুলি চালানো হয়েছে।' 'পুলিশ ও ইপিআর বাহিনী গুলি চালিয়েছে বলে প্রেসনোটে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে কথা বলা হয়েছে আমি তার তীব্র নিন্দা করছি। বাঙালির বিরুদ্ধে বাঙালিকে লেলিয়ে দেবার জন্য এবং বাঙালিদের মধ্যে ভুল

			বোঝাবুঝি সৃষ্টির জন্যই গুলি চালাবার অপবাদ পুলিশ ও ইপিআর-এর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। বাঙালিরা আজ সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ এবং একক শক্তিতে বলীয়ান হয়েছে। এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি ও সন্দেহ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাই আজ আর সফল হবে না।'
মার্চ ৮	ভুট্টো : করাচি	মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি	ভুট্টো পিন্ডি থেকে করাচি এসে পৌঁছুলে সাংবাদিকরা শেখ মুজিবের ৭ মার্চের বক্তৃতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। ভুট্টো বলেন যে, তিনি শেখ মুজিবের ভাষণ ভালোভাবে বুঝেশুনে তারপর মন্তব্য করবেন।
মার্চ ৮	নূরুল আমীন	ক্ষমতা হস্তান্তরের আবেদন	পিডিপি প্রধান জনাব নূরুল আমীন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির ব্যাপারে একটা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আবেদন জানান। নূরুল আমীন বলেন, 'এই অঞ্চলের জনগণ দেশের বর্তমান অবস্থাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে তাতে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছে।' জনাব আমীন বলেন, 'যে কোন সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হলো দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রেসিডেন্ট দেশপ্রেমিক জনতা ও দুষ্কৃতিকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দুস্কৃতিকারীরা এই সুযোগে লুটতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ করছে, অপর পক্ষে দেশপ্রেমিক জনতা একটি মহান উদ্দেশ্যে জীবন দান করেছে।' তিনি বলেন, 'এ কথা ভুললে চলবে না যে ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অকস্মাৎ স্থগিত ঘোষণার ফলেই এই গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়।'
মার্চ ৮	সবুর খান	ক্ষমতা হস্তান্তরে আইনগত ব্যাখ্যা	'২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিব যে ৪ দফা দাবি পেশ করেছেন তার মধ্যে তিনটি দফা এ মুহূর্তে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। বাকিটি ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে সামরিক আইনের অনুপস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অথবা প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন গ্রহণ করা যেতে পারে।'
মার্চ ৮	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন	সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়া প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানের ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে তা 'সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন যে, বাংলার জনগণ ও ছাত্র সমাজের আশু লক্ষ্য এই দাবি আদায় করা এবং সে জন্য বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এই কাজ প্রতিটি দেশপ্রেমিক ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের জরুরি কর্তব্য। নেতৃবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রকে পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রাম অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের ৫ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ বলেন, 'বেতার ভাষণে তিনি যেভাবে সমস্ত ঘটনার জন্য বাংলা

			এবং তার নেতৃত্বের ওপর দোষ চাপিয়েছেন, বাংলার জনগণকে পশুর মত গুলি করে হত্যা করাকে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে ঘোষণা করতে চেয়েছেন, জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি যেভাবে হুমকি প্রদর্শন করেছেন, তা বাংলার জনগণের জন্য অবমাননাকর।'
মার্চ ৮	বেতার-টিভি শিল্পীবৃন্দ	স্বাধিকার প্রসঙ্গ	শিল্পীদের এক ঘোষণায় বলা হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার গণআন্দোলনের সঙ্গে প্রতিবারের মতো এবারও বাংলার সমগ্র শিল্পী সমাজ একাত্ম রয়েছেন। শিল্পীরা নাটক, জীবন্তিকা, সঙ্গীত ও যাবতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্পীরা এখন পর্যন্ত অনুষ্ঠান বর্জন করে চলেছেন। কিন্তু এ মুক্তি সংগ্রামের চেতনাকে সদা জাগ্রত রাখার অনুপ্রেরণা যোগানোর প্রয়োজনে গণমুখী সঙ্গীত, নাটক, জীবন্তিকা প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিল্পীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক. আগামী ১০ মার্চ বুধবার থেকে রেডিও, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এই শর্তাধীনে যে, যাবতীয় অনুষ্ঠান অবশ্যই আন্দোলনের অনুকূলে হতে হবে। কোনো অবস্থাতেই আন্দোলনের পরিপন্থী অথবা দেশের সামগ্রিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গতিপূর্ণ অনুষ্ঠান শিল্পীরা প্রচার করবেন না। খ. যতদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ থাকবে ততোদিন প্রদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সঙ্গীত একাডেমিগুলো বন্ধ থাকবে। গ. যদি আবার সামগ্রিক হরতাল ঘোষিত হয় তাহলে শিল্পীদের অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় চলতে থাকবে।
মার্চ ৯	মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দান	স্বাধীনতা ঘোষণার আহ্বান	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী আগামী ২৫ মার্চের পূর্বে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যথায় ১৯৫২ সালের মতোই তিনি ও শেখ মুজিব ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করবেন বলে ঘোষণা করেন। মওলানা বলেন, 'ইয়াহিয়া খান, তোমার যদি পশ্চিম পাকিস্তানের পাঁচ কোটি মানুষের জন্যও দরদ থাকে তাহলেও তুমি পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা করো। এতে করে দুই পাকিস্তানে ভালবাসা থাকবে, বন্ধুত্ব থাকবে, কিন্তু এক পাকিস্তান আর থাকবে না— থাকবে না ; রাখব না— রাখব না।'
		অহিংস না সহিংস আন্দোলন	তিনি বলেন, 'আমি অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করি না, অহিংসার কথা বাদ দাও, এটা অবাস্তব। আমার নবী বলতেন, প্রথমে আক্রমণ করো না ; কিন্তু কেউ যদি আক্রমণ করে তার তেরটা কেন চৌদ্দটা বাজিয়ে দাও।'
		মুজিব প্রসঙ্গ	মওলানা ভাসানী এতদিন পর বাংলার সাত কোটি মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় তাদের

			মোবারকবাদ জানান। তিনি শেখ মুজিবের প্রশংসা করে বলেন, 'শেখ মুজিব এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে।'
		বিশ্ববাসীর কাছে বিচার	মওলানা বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠরা শুধু সংখ্যার জোরে কোন আইন পাস করে আপনাদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে আপনারা বিশ্ববাসীর কাছে বিচারের আবেদন জানাতে পারতেন। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ আপনাদের সমর্থন করতো।'
		সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গ	সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে মওলানা বলেন, 'বাঙালি, বিহারি, হিন্দু, মুসলমান সকলেই এদেশের অধিবাসী। এদের জানমাল রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। বিহারিরা পশ্চিমা নয়।'
মার্চ ৯	ওয়াপদা ফেডারেশন	মরণজয়ী সংগ্রাম প্রসঙ্গ	ইপি ওয়াপদা ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের ষোলজন নেতা যুক্ত বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত 'এক মরণজয়ী সংগ্রাম' চালিয়ে যাওয়ার জন্য ফেডারেশনের সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
মার্চ ৯	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস	সংগঠনের নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গ	বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শপথ নেয়া হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব পাকিস্তান নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস' রাখা হয়।
মার্চ ৯	বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন	বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।
মার্চ ৯	আদমজী শ্রমিক ইউনিয়ন মার্চ ৯	শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন	আদমজী শ্রমিক ইউনিয়ন মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেন।
	ইপিআইডিসি অফিসার সমিতি মার্চ ৯	শহীদ পরিবারের জন্য একদিনের বেতন প্রদান	ইস্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের কর্মচারীরা সম্প্রতি স্বাধিকার আন্দোলনের শহীদদের জন্য আওয়ামী লীগের রিলিফ তহবিলে একদিনের বেতন দান করেন।
	বিমান পরিবহন কর্মচারী ইউনিয়ন	শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন	বিমান পরিবহন কর্মচারী ইউনিয়ন শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন।
মার্চ ৯	ছাত্রলীগ ও ডাকসু	ওদের ধরিয়ে দিন	ছাত্রলীগ ও ডাকসু যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা জানতে পারলাম ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে 'স্বাধীন বাংলা দেশ' সংগ্রাম পরিষদের নামেট্রাক, জীপ, কার ও মোটর সাইকেল লোকজনের নিকট থেকে জোর করে রেখে ঐ সব গাড়ি দ্বারা বিভিন্ন প্রকার সমাজ-বিরোধী কাজ করা হচ্ছে এবং সংগ্রাম পরিষদের নামে ভুয়া দস্তখত করে জোর করে টাকা নেওয়া, তেল ডিপো থেকে তেল নেওয়া এবং আমাদের নামে গাড়ি দখল করার চিঠি দেয়া হচ্ছে। জনগণের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন স্বাধীন বাংলা

			ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্যাড এবং সীলসহ পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেও গাড়ি দেবেন না। যদি কোন গাড়ি বিনা নাম্বারে বা এ ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় আপনারা তাদের ধরে জহুরুল হক হলে (ইকবাল হল) নিয়ে আসবেন বা পুলিশে সোপর্দ করবেন।'
মার্চ ৯	ছাত্রলীগ	জাতীয় সরকার গঠন প্রসঙ্গ	ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের এক জরুরি সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য শেখ মুজিবের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নূরে আলম সিদ্দিকী।
মার্চ ৯	এএইচএম কামরুজ্জামান	সান্ধ্য আইন প্রসঙ্গ	রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারি করার কথা শুনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান গভীর উদ্বেগ ও বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে বলে প্রচার করার পরও রাজশাহীতে কেন ও কিভাবে সান্ধ্য আইন অব্যাহত রাখা হচ্ছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।'
মার্চ ৯	বিদেশীদের ঢাকা ত্যাগ	জার্মানি	ঢাকাস্থ পশ্চিম জার্মানির কন্স্যাল জেনারেল গতকাল বলেছেন যে, গত সোমবার একটি বিমানে নারী ও শিশু সহ মোট ১১৫ জন জার্মান নাগরিককে দেশে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া খুব শীঘ্রই ১২৮ জনকে দেশে পাঠানো হচ্ছে।
		জাপান	জাপানের কন্স্যাল জেনারেল বলেন যে, তিনি নারী ও শিশুসহ ৫০ জনকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। আরও চল্লিশ জন বিশেষজ্ঞ বিমানের অপক্ষোয় আছে।
		বৃটেন	বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার বলেন যে, সরকারিভাবে কাউকেও দেশে যেতে বলা হয় নি। তবে বিওএসির একটি বিমান ঢাকায় আসলে যেতে ইচ্ছুক নাগরিকদের চলে যাবার পরামর্শ দেয়া হয় এবং এতে উক্ত বিমানে ১০০ বৃটিশ নাগরিক ঢাকা ত্যাগ করেন।
		ফরাসি	ফরাসি কন্সুলেট কোনো সিদ্ধান্ত এখনও নেয় নি।
		রাশিয়া	নাগরিক সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি।
		জাতিসংঘ	রয়টার জানিয়েছে যে, জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট গতকাল ঢাকাস্থ জাতিসংঘের ডেপুটি রেসিডেন্ট প্রতিনিধিকে প্রয়োজন বোধে পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতিসংঘের স্টাফ এবং তাদের নির্ভরশীলদের ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন।
মার্চ ৯		সর্বত্র হরতাল	বঙ্গবন্ধু আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের অষ্টম দিনে গতকাল মঙ্গলবারও হরতাল পালিত হয়েছে। বাংলাদেশে গতকাল যানবাহন, জরুরি সার্ভিস ও ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য সমস্ত অফিস-আদালত, হাইকোর্ট, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। ঘরে ঘরে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়।

			যানবাহন, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি নাগরিক কালো ব্যাজ পরিধান করে। স্টেট ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বাংলাদেশের বাইরে মূলধন পাচার বন্ধ রেখেছে। দেশের সর্বত্র মিছিল-মিটিং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মার্চ ১০	শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি	পরিস্থিতির বিশ্লেষণ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল ঢাকায় এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ জানে, ইতিহাস তাদের পক্ষে। কোন শক্তি ধ্বংসাত্মক যে কোন অস্ত্র নিয়েও বাঙালিদের চূড়ান্ত বিজয় অস্বীকার করতে পারবে না।' 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাস করার অধিকার লাভ এবং মুক্তি লাভের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মানুষ শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম ও সবরকম আত্মত্যাগ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।' 'বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ় মনোবল, বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষের প্রেরণা হওয়া উচিত।' 'বাংলাদেশে জনগণের ইচ্ছা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' অভিযোগ করে বলেন, 'দেশে একটি ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য উস্কানি দেয়া হচ্ছে।' 'উথান্টের বোঝা উচিত যে, কেবলমাত্র জাতিসংঘের প্রতিনিধিদের অপসরণ করলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ হয় না। কারণ বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষের জাতিসংঘের চার্টার অনুযায়ী মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে এবং গণহত্যার হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।' 'বাংলাদেশের মানুষের নামে আমরা যে নির্দেশ দিয়েছি, সেক্রেটারিয়েট, সরকারি ও আধা সরকারি এজেন্সিসমূহ রেলওয়ে, বন্দর প্রভৃতি সকল সংস্থা, সকল অফিস তা মেনে চলবে।' 'গণবিরোধী শক্তিগুলো বেপরোয়াভাবে গণহত্যার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সমরসজ্জা পূর্ণোদ্যমে চলছে। প্রতিদিনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সমরাস্ত্র আমদানি করা হচ্ছে। রংপুর ও রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা ও বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্যই যে কেবল এই সমরসজ্জায় তৎপর হয়েছে তা নয় বরং তারা বাংলা দেশের অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তেইশ বছরের ঔপনিবেশিক শোষণের পর প্রতিহিংসামূলক এই ব্যবস্থা অত্যন্ত মর্মান্তিক।'

মার্চ ১০	সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ	১১৪ নম্বর সামরিক আদেশ	আজ রাতে এখানে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের এক ঘোষণায় বলা হয়, সেনাবাহিনীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বাভাবিক সরবরাহের ক্ষেত্রে মারমুখো জনতা কর্তৃক বার বার বাধা সৃষ্টি সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর লোকেরা অসম্ভব ধৈর্য ধারণ করে আছে। পরিস্থিতি যাতে অবাঞ্ছিত মোড় না নেয় সেজন্য সেনাবাহিনীকে আত্মসংযমের পরিচয় দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপরও যদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি অব্যাহত থাকে তাহলে দৃঢ়তার সাথে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে। সিলেট থেকে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গেছে যে, সেখানে রেশন আনতে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে আটকিয়ে রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা অসম্ভব আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছে। তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পথ করে নেয় নি। যশোর ও অন্যান্য স্থান থেকেও অনুরূপ খবর পাওয়া গিয়েছে। খ-এলাকার সামরিক আইন প্রশাসকের সদর দফতর থেকে আজ ১১৪ নং সামরিক আদেশ জারি করে দুষ্কৃতিকারীদের এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। **১১৪ নং সামরিক আদেশ** 'যে বা যারা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সরকারি সম্পত্তি বিনষ্ট করে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টির জন্য রাস্তা, রেলপথ, নদীপথে যাতায়াত, বিদ্যুৎ কিংবা পানি সরবরাহ বন্ধের চেষ্টা করে যার ফলে সেনাবাহিনীর লোকদের অসুবিধা হতে পারে তবে তাদের এই ধরনের আক্রমণাত্মক কাজের জন্য সামরিক বিধি অনুসারে শাস্তি দেয়া হবে।'
মার্চ ১০	আসগর খান	গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সময় প্রসঙ্গ	গণঐক্য আন্দোলন দলের প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) এম. আসগর খান বলেন যে, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের পূর্ব পাকিস্তানি ভাইদের সাথে যোগদানের এটাই উপযুক্ত সময় এবং বর্তমান সঙ্কট নিরসনের এটাই একমাত্র পথ।
		গণতন্ত্র প্রসঙ্গ	তিনি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জন্য একটি পথই খোলা আছে, যেটি হলো পূর্ব পাকিস্তানে এসে আওয়ামী লীগ প্রধানের দাবি পূরণ করা। এখানে কি ঘটছে যদি পশ্চিম পাকিস্তানীরা একবার জানতে পারেন তাহলে তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য নিজের শক্তি অনুযায়ী অংশগ্রহণে কার্পণ্য করবেন না।' তিনি বলেন, 'জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করার জন্য পুনরায় যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তাকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।'
		সঙ্কট নিরসন প্রসঙ্গ	শেখ মুজিবের দাবিকে তিনি সঠিক, সুষ্ঠু ও যুক্তিপূর্ণ বলে অভিহিত করে বলেন যে, তাঁর দাবি পূরণ করাই হলো বর্তমান সঙ্কটের সমাধানের একমাত্র পথ। বর্তমান সঙ্কট

			নিরসনের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার এক প্রশ্নের জবাবে এয়ার মার্শাল বলেন যে, গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী প্রত্যেকের এগিয়ে আসা উচিত। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ যখন তাদের এ অঞ্চলের ভাইদের মনোভাব জানতে পারবেন তখন তারা দেশে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য জনগণের কাতারে এসে সামিল হবেন।
		সমঝোতা প্রসঙ্গ	আসগর খান বলেন, 'রাজনৈতিক সমঝোতাই বর্তমান বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি অবসানের একমাত্র পথ। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করলে তাতে কোনোই সুফল পাওয়া যাবে না। পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। দু'সপ্তাহ আগে যেটা কল্যাণকর ছিল আজ আর সেটা কল্যাণকর নয়। তেমনি আজ যেটা কার্যকর হতে পারে আগামীকাল সেটা কার্যকর নাও হতে পারে।'
মার্চ ১০	বিচারপতি বদরুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী	শপথ অনুষ্ঠান না করা	ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বদরুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী পূর্ব পাকিস্থানের নব-নিযুক্ত গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা না করে যে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন হাইকোর্ট বারের ১৬ জন আইনজীবী তাঁর প্রতি অভিনন্দন জানিয়েছেন। হাইকোর্ট বারের সদস্যরা এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্ত ন্যায়ানুগ ও পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের ঐতিহ্যের অনুকূল।
মার্চ ১০	ডাকসুসহ চার ছাত্র নেতার বিবৃতি	জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে	বাংলার শান্তিকামী নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে এক যুক্ত বিবৃতিতে চারজন ছাত্র বলেন, 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারি যে, গতকাল ভোরে অস্ত্রবাহী এম.এ. সোয়াত নামে একখানা জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে নোঙর করেছে। বন্দর শ্রমিকদের উক্ত জাহাজ থেকে এসব সমরাস্ত্র নামাবার কথা ছিল কিন্তু বীর শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আরও পাঁচখানা জাহাজ সমরাস্ত্র ও সৈন্য বোঝাই করে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে শীঘ্রই নোঙ্গর করবে। এসব সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যাতে বাংলাদেশের মাটিতে নামাতে না পারে তা প্রতিহত করতে হবে।' ছাত্র নেতারা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'জেটি শ্রমিকদের ওপর কোন রকম জবরদস্তি করা হলে তাও প্রতিহত করা হবে।'
মার্চ ১০	বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন	নতুন কর্মসূচি	পূর্ব বাংলায় জাতীয় স্বাধীনতা ও কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠনের কর্মীদের আশু করণীয় সম্পর্কে নিম্নোক্ত কর্মসূচি দিয়েছে : অবিলম্বে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচার কার্য চালানো, জনগণকে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করা, বড় বড় সভার পরিবর্তে ছোট ছোট জমায়েতের আয়োজন করা, পাড়ায় পাড়ায় জঙ্গি কর্মীদল গঠন করা প্রভৃতি। প্রতিটি ইউনিটকে স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

মার্চ ১০	ছাত্র ইউনিয়ন	মুক্তিবাহিনী গঠন প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) বাংলার মুক্তি আন্দোলনে পূর্ণ সার্থকতা অর্জনের জন্য গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় প্রতিরোধ বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী গঠন করার আহ্বান জানায়। ঢাকা শহরের বিভিন্ন পথসভায়, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও বায়তুল মোকাররমের সভায় সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমসহ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন। সংগঠনের অপর একটি অংশ ট্রাকে করে শিল্পীদেরসহ রাস্তায় রাস্তায় 'আমার সোনার বাংলা,' 'বিপ্লবের রক্তে রাঙা ঝাণ্ডা উড়ে আকাশে,' 'হুশিয়ার কমরেড হুশিয়ার,' 'পিছনে-ত ঠাই নাই দাঁড়াবার, 'জনতার সংগ্রাম চলবে' প্রভৃতি গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।
মার্চ ১০	উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী	গণসঙ্গীত রচনা প্রসঙ্গ	'উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী' বাংলার মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিতে সকল স্তরের লোকের কাছ থেকে গণমুখী সঙ্গীত রচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্পীদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হয়।
মার্চ ১০	নেত্রিবৃন্দ : লাহোর	চার দফার প্রতি সমর্থন	জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান যে চারটি শর্ত আরোপ করেছেন পশ্চিম অঞ্চলের অগ্রণী নেতা, আইনজীবী, সেনাবাহিনীর (অব.) উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, খ্যাতনামা উলামা ও প্রখ্যাত সাংবাদিকরা নীতিগতভাবে তা সমর্থন করেছেন।
মার্চ ১০	বাংলা জাতীয় লীগ	জাতীয় সরকার প্রসঙ্গ	বাংলা জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন বাংলার অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠন করার জন্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সভায় সকল বিদেশী রাষ্ট্রকে বাংলার মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও সক্রিয় সমর্থন প্রদানের অনুরোধ করা হয়।
মার্চ ১০	শিল্পী মুর্তাজা বশীর	প্রদর্শনী বর্জন করা প্রসঙ্গ	স্বাধিকার আন্দোলনে ব্যাপক গণহত্যার প্রতিবাদে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী মুর্তাজা বশীর তথ্য ও জাতীয় বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মুক্তি ও স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাংলার নিরস্ত্র জনগণ যখন অকাতরে প্রাণ হারাচ্ছেন, ঠিক সে সময় আমি সচেতন শিল্পী হিসাবে ইসলামাবাদ সরকার কর্তৃক আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করতে পারি না।'
মার্চ ১০	শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন		পূর্ব পাকিস্তান সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি আই ডি বি পি ষ্টাফ ইউনিয়ন ঢাকা সমিতি ই পি আই ডি সি ডকইয়ার্ড বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ডিলার গ্রুপ মুসলিম ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ঢাকা চলচ্চিত্র শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন আই সি আই

মার্চ ১১	কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ : বিবৃতি	খেতাব বর্জন	বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের খেতাব প্রাপ্তদের অবিলম্বে পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানী অবাঙালি খেতাব বর্জন, সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে 'পাকিস্তান' শব্দ থাকলে তা পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ' রাখা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্যান্টনমেন্টের পথে কালো পতাকা নামানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে যানবাহনে কালো পতাকা রাখা, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যাতে কোন রকম যানবাহনে চলাচল করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা ইত্যাদি ব্যাপারে সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
		শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ	ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমরা জানতে পারলাম যে, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সাক্ষাৎ করবেন। এই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের পূর্বে আমরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে তাঁর ৬ মার্চের ভাষণ প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি। একমাত্র এই বক্তৃতা প্রত্যাহারের পরই সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান হতে পারে বলে আমরা মনে করি। একই সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বঙ্গবন্ধুর বাসগৃহে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে যোগদান এবং বঙ্গবন্ধুকে প্রেসিডেন্ট হাউজে না যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'
		খাদ্য সরবরাহ না করা প্রসঙ্গ	ছাত্র নেতৃবৃন্দ প্রতিটি বাঙালিকে শত্রু সেনাদের কোন প্রকার খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য না করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বার্মা ইস্টার্ণ এবং মীরপুরের জনৈক পাকিস্তানী (অবাঙালি) কন্ট্রাকটর শত্রু সেনাদের (পাকিস্তনী সৈন্য) তেল ও খাদ্যশস্য সরবরাহ করছেন। এছাড়া বাঙালি চাকর, চাপরাশী, পিওন ও অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে সাভার থেকে কাঁচা তরি-তরকারী সংগ্রহ করা হচ্ছে। যদি কোন বাঙালি আমাদের এই আবেদন অগ্রাহ্য করে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
মার্চ ১১	এ.এস.এম সোলায়মান	দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান	কৃষক শ্রমিক পার্টি প্রধান এ.এস.এম. সোলায়মান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের দাবিসমূহ মেনে নিয়ে আর দেরি না করে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
মার্চ ১১	দিনাজপুরে মিছিল	বর্ণনা	আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে আজ দিনাজপুর শহরে লাঠিয়ালদের একটি বিরাট মিছিল সমগ্র শহর প্রদক্ষিণ করে। লাঠি, বল্লম, লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র বহনকারী পনেরো হাজারেরও বেশি লোক মিছিলে যোগ দেন। সমগ্র জেলায় ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। এক মাইল দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। পরে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অঙ্গনে জাতীয় পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ইউসুফ আলীসহ বিভিন্ন আওয়ামী লীগ নেতা এই সভায় বক্তৃতা করেন। দিনাজপুরে মহিলাদের স্মরণাতীতকালের সব চেয়ে বড় বিক্ষোভ মিছিল বের হয়

			গত ৯ মার্চ। মিছিলটি সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে এবং পরে দিনাজপুর ইনস্টিটিউট অঙ্গনে সমবেত হয়।
মার্চ ১১	তাজউদ্দীন আহমদ : বিবৃতি	অভ্যন্তরীণ বন্দর	'বন্দর কর্তৃপক্ষ সকল কাজ চালিয়ে যাবেন। বহিরাগত ও বহির্গামী জাহাজের চলাচল সঠিকমতো চলার জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসের যে অংশ অতি প্রয়োজনীয় তা অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে চালু থাকবে। তবে জনগণকে পীড়ন করার উদ্দেশ্যে আগত সৈন্য বা এই প্রয়োজনে আনীত জিনিস খালাসের ব্যাপারে পূর্ণ অসহযোগিতা প্রদর্শন করতে হবে।'
		ইপিআইডিসি'র ফ্যাক্টরিসমূহ	'ইপিআই ডিসি'র সকল কারখানা সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাবে। ইপিআইডিসি'র যে অংশ পণ্য ক্রয় ও অর্থ প্রদান করবে তা সঠিকভাবে কাজ করবে।'
		সাহায্য ও পুনর্বাসন	'ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় সকল প্রকার সাহায্য ও পুনর্বাসনের কাজ সঠিকমত চলবে। উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ পূর্ণগতিতে চলবে।'
		পল্লী উন্নয়নমূলক কাজ	'পল্লী এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ অব্যহত থাকবে। উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত দিন-মজুররা তাদের কাজের ভিত্তিতে বেতন লাভ করবেন।'
		বেতন প্রদান সম্পর্কে	'সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী ও শ্রমিক যারা দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক বেতন লাভ করেন, তারা পূর্বের নিয়ম মোতাবেক যথাসময়ে তাদের বেতন পাবেন। সকল সরকারি, আধা-সরকারি কর্মচারীরা মঞ্জুরকৃত বন্যা দুর্গত সাহায্য ও বকেয়া বেতন লাভ করবেন।'
		প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন প্রসঙ্গ	'যথাসময়ে প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের বেতন দেয়া হবে এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো তাদের কাজ চালিয়ে যাবে।'
		এজি (ইপি)	'বেতন দান এবং আজকের ও পূর্ববর্তী নির্দেশ মোতাবেক অনুমোদিত কর্ম পরিচালনার জন্য কিছুসংখ্যক কর্মচারী তাদের কাজ অব্যাহত রাখবেন।'
		জেল	'জেল প্রহরী ও জেল অফিসের কাজ চলতে থাকবে।'
		বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ	'বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দফতরগুলো কাজ চালিয়ে যাবে।'
		ইনসিওরেন্স কোম্পানি	'সকল ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলোও তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে।'
মার্চ ১১	জুলফিকার আলী ভুট্টোর তারবার্তা করাচি	পাকিস্তানকে রক্ষা প্রসঙ্গ	শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রেরিত তারবার্তায় ভুট্টো বলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করা আমাদের সাধারণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের উভয় অংশ যাতে সকল সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার গ্রহণ করে শান্তি ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত হতে পারে, সে জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।'
		হত্যা প্রসঙ্গ	'আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা প্রবাহের জন্য আমি

			গভীরভাবে দুঃখিত ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এ সঙ্কটে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের জন্য আমি মর্মাহত এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাই।'
		শোষণ অবসান প্রসঙ্গ	'আমরা পাকিস্তানে এমন একটি সুবিন্যস্ত সমাজ গঠনে সচেষ্ট যেখানে মানুষের শোষণ অথবা অঞ্চল বিশেষের শোষণের অবসান ঘটবে। পাকিস্তানে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসুন।'
		মতৈক্য প্রসঙ্গ	'এই দুর্ভাগ্যজনক সঙ্কট আজ এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যে, আমার মনে হচ্ছে, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে অবশ্যই অনতিবিলম্বে আমাদের মতৈক্যে পৌঁছুতে হবে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতেই হবে এবং তা যে কোনো মূল্যেই হোক।'
		বৈঠক প্রসঙ্গ	'শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সঙ্কটের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে আলোচনার জন্য আমি অবিলম্বে ঢাকা গিয়ে আপনার [মুজিব] সাথে আবার বৈঠকে মিলিত হতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে জনগণ যাতে কিছু না বলতে পারে বা ইতিহাস যাতে কোনো রেকর্ড না রাখতে পারে, সে জন্য আমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত।'
মার্চ ১১	আতাউর রহমান	কৃত্রিম সম্প্রীতি প্রসঙ্গ	বাংলা জাতীয় লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান বলেন, 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ওপর ২৩ বছরের অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রতিবাদে তাদের এই স্বাধীনতার দাবি অনিবার্য হয়ে পড়েছে। বাঙালিকে তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্তা হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারও থাকতে পারে না। তাই পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ও সামরিক সরকারের জোর করে কৃত্রিম সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার এবং রক্তপাত, হানাহানির পথ পরিত্যাগ করতে হবে।'
মার্চ ১১	কামরুজ্জামান রাজশাহী	ন্যায্য দাবি প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি পার্টির সম্পাদক এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের মানুষকে যে কোনো প্রকার বলপূর্বক শাসন, শোষণ ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে তার দল সংগ্রাম করে যাবে।
মার্চ ১২	বিবিসি	নতুন প্রস্তাব প্রসঙ্গ	বিবিসি'র সংবাদ বুলেটিনে বলা হয় যে, লাহোরের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খুরশিদের ঢাকা সফর ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নয়া প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন প্রস্তাবটি সম্ভবত এই যে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলোকেও অনুরূপ সরকার গঠনের জন্যও তিনি আহ্বান জানাবেন।
মার্চ ১২	আবদুল হামিদ খান ভাসানী : ময়মনসিংহ	শেখ মুজিবের নেতৃত্ব প্রসঙ্গ	ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে মওলানা ভাসানী বলেন, 'বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ দূরতিক্রম্য শৈলমালার মতোই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সাড়ে সাত কোটি

			বাঙালি যে শেখ মুজিবুর রহমানের পশ্চাতে অটুট ঐক্য নিয়ে দাঁড়িয়েছে তা শুধু শাসনতন্ত্রের জন্যে নয়, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্যেই।' মওলানা ভাসানী বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে লাথি মেরে শেখ মুজিবুর রহমান যদি বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলনে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেন, তাহলে ইতিহাসে তিনি কালজয়ী বীর রূপে, নেতা রূপে অমর হয়ে থাকবেন।' সভায় ন্যাপ নেতা মশিউর রহমানও বক্তৃতা করেন।
মার্চ ১২	মোজাফফর আহমদ	সম্প্রীতি প্রসঙ্গ	মোজাফ্ফর আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে ন্যাপ কার্যকরী কমিটি শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে নিয়োজিত জনগণকে পাড়া, মহল্লা, শিল্প এলাকা, গ্রাম-গঞ্জ, বন্দরে ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব অটুট রাখার আহ্বান জানান। ন্যাপ নেতা বলেন, 'এই দাবি জাতিগত নিপীড়ন ও শোষণ থেকে মুক্তির অভিব্যক্তি, কাজেই এই দাবি ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত। সংগ্রামকে বিপথগামী করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর দালাল ও কায়েমি স্বার্থবাদী মহল বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গা ও লুটতরাজের যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা যে কোনো মূল্যে দেশবাসীর প্রতিরোধ করতে হবে।'
মার্চ ১২	ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	খাদ্য মজুদ প্রসঙ্গ	স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য নূরে আলম সিদ্দিকী, শাহজাহান সিরাজ, আ.স.ম. আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমরা গভীর ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, বাংলার বর্তমান মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিঘ্ন-সঙ্কুল করার জন্য বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মওজুতদারগণ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুত করে কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। বৃহৎ ব্যবসায়ী ও মওজুতদারদের এ ধরনের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কার্যকলাপের প্রতি আমরা কঠোর হুশিয়ারি জ্ঞাপন করে তাদের এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি এবং এই হুঁশিয়ারির পরও যারা এ প্রকার কাজ চালাবার চেষ্টা করবে তাদের বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোর শত্রু বলে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'
		জ্বালানি সরবরাহ প্রসঙ্গ	সংগ্রাম পরিষদের অন্য এক বিবৃতিতে বলা হয়, 'আমরা তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলোকে এই মর্মে জানিয়ে দিতে চাই যে, শত্রুদের ব্যবহারের জন্য কোন প্রকার জ্বালানি ও তেল তারা সরবরাহ করতে পারবেন না। তবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্য তারা জনসাধারণকে তেল সরবরাহ করবেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা তারা এ ব্যাপারে গ্রহণ করবেন। আমরা স্পষ্ট করে তেল কোম্পানিগুলোকে জানিয়ে দিতে চাই যে, জনগণের শত্রুদের কোনো প্রকার সাহায্যের প্রচেষ্টায় তারা লিপ্ত হলে বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

মার্চ ১২	ভুট্টো : লাহোর	দেশের স্বার্থ প্রসঙ্গ	পাকিস্তান পিপল্স্ পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন যে, দেশের এই সঙ্কটকালে তার দলের নীতি যুক্তি যুক্ত কিনা ইতিহাসই তা প্রমাণ করবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরেই তিনি এরূপ করেছেন। একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতেই তারা চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, তার দল এমন একটি শাসনতন্ত্র চেয়েছিল যাতে দেশের সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়।
		অখণ্ড পাকিস্তান প্রসঙ্গ	জনাব ভুট্টো বলেন, 'আমরা অখণ্ড পাকিস্তান চাই এবং সেই পাকিস্তান হবে নির্যাতিত শোষিত মানুষের পাকিস্তান।'
		মুজিবের শর্ত প্রসঙ্গ	জনাব ভুট্টো বলেন যে, তার দল শেখ মুজিবের দুটি শর্ত সমর্থন করেছেন। এই দু'টি শর্ত হলো সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া ও গণহত্যার তদন্ত। তিনি বলেন, 'দু'টি শর্ত স্বাভাবিক বলেই তারা তা সমর্থন করেছেন।
মার্চ ১২	সিএসপি, ইপিসিএস	শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন প্রসঙ্গ	বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশন ও পূর্ব পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের (প্রথম শ্রেণীর প্রশাসক) এক সভায় বাংলার সাত কোটি মানুষের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। তারা জননেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সকল নির্দেশ মেনে চলবেন এবং তারা আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে তাঁদের এক দিনের বেতন দান করবেন।'
মার্চ ১২	চারু ও কারু শিল্পী	আন্দোলন প্রসঙ্গ	চারু ও কারু শিল্পী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সৈয়দ শফিকুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শিল্পীরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া, সভা অনুষ্ঠানে সাইক্লোস্টাইল করে দেশাত্মবোধক ও সংগ্রামী স্কেচ বিতরণ করা, আন্দোলনমুখী পোস্টার-ফেস্টুনসহ মিছিলের আয়োজন করা প্রভৃতি কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়।
মার্চ ১৩	শেখ মুজিবুর রহমান : বিবৃতি	১১৫ নং সামরিক বিধি প্রসঙ্গ	১১৫ নম্বর সামরিক বিধি জারি করে দেশরক্ষা বিভাগের সকল বেতনভুক সামরিক কর্মচারীকে সোমবার থেকে কাজে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হলে শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ এক বিবৃতি দান করেন। তিনি বলেন, 'আরও একটি সামরিক আইন আদেশ জারি করা হয়েছে জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমরা যেখানে গোটা সামরিক আইনটাই প্রত্যাহারের জন্যে গণদাবি উচ্চারণ করেছি, সেখানে এ ধরনের সামরিক আদেশ জনগণকে কেবল উস্কানিই দেবে। যারা এ ধরনের সামরিক আইন আদেশ জারি করছেন, তাদের এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করা উচিত যে, এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার না করার দৃঢ় সঙ্কল্পে জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। যে কোনো ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও জনতার সংগ্রাম চলবেই। কারণ জনতা জানে যে, ঐক্যবদ্ধ মানুষের সামনে কোনো শক্তিই টিকতে পারে না।'
মার্চ ১৩	১১৫ নম্বর সামরিক বিধি	কর্মচারীদের কাজে যোগদান প্রসঙ্গ	'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসকের দফতর থেকে ইস্যুকৃত ১১৫ নম্বর সামরিক আইন আদেশে বলা হয়,

			দেশরক্ষা বিভাগের বেতনভুক সকল অসামরিক কর্মচারীকে ১৫ই মার্চ বেলা দশটার মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। যারা দেশরক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (ডিফেন্স ইনসটলেশনস) যেমন মেস, কম্বাইণ্ড ওয়ার্কশপ, অর্ডন্যান্স ডিপো, সি এম এ, এল,এ, ও সিএসডি, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর বিভিন্ন পদে কাজ করেন, তাদের সকলকেই ১৫ই মার্চ সোমবার সকাল দশটার মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। যদি কেউ উক্ত তারিখে এবং ঐ সময়ের মধ্যে কাজে যোগদান না করে, তাহলে তাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে এবং এই সব ব্যক্তিদের ফেরার হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সামরিক আদালতে তাদের ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী বিচার হতে পারে। ২৫ নম্বর সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়ে থাকে।
মার্চ ১৩	ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়ন	আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	ঢাকা শহরের স্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রীন্ডলেজ ব্যাঙ্ক, হাবিব ব্যাঙ্ক, ইস্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক ও ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের এক জরুরি বৈঠকে যেসব ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয় ও প্রধান প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় ডিরেক্টর বোর্ড) পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত, অবিলম্বে সেই সব ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা প্রদান করে স্বাধীনভাবে কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ দেয়ার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে দাবি জানান হয়।
মার্চ ১৩	ভাসানী : ভৈরব	স্বাধীনতা প্রসঙ্গ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'পূর্ব বাংলা বর্তমানে প্রায় স্বাধীন। এখন আমরা একটি পূর্ব বাংলা সরকারের জন্য অপেক্ষা করছি। এখন আর পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার শ্লোগানের দরকার নেই।' তিনি জনসাধারণকে ট্যাক্স না দেয়ার শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ পালনের উপদেশ দেন এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, কালোবাজারী বন্ধের জন্য সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে বলেন। তিনি বিদেশী দ্রব্য ও মদ বর্জনেরও উপদেশ দেন।
মার্চ ১৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিবৃতি	জনগণের বীরত্ব প্রসঙ্গ	'জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এগিয়ে চলছে। বিশ্বের যেসব মুক্তিকামী মানুষেরা মুক্তির জন্যে প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন, আমাদের সংগ্রামকেও তাঁদের নিজেদের সংগ্রাম বলে গণ্য করা উচিত। শক্তির সাহায্যে যারা শাসনের চক্রান্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প ও সংঘবদ্ধ জনশক্তি কেমন করে মুক্তির দুর্জয় দুর্গ গড়ে তোলে, আমাদের জনগণ তা প্রমাণ করেছে। আজ বাংলাদেশের প্রতিটি নারী-পুরুষ এমনকি শিশু পর্যন্ত মাথা উচু করে দাঁড়াবার সাহসে বলীয়ান। নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে দলিত করার কথা চিন্তা করেছিল যারা, তারা নিশ্চিতই পরাভূত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরের মানুষ, সরকারি কর্মচারী, অফিস আর

			কলকারখানার শ্রমিক, কৃষক আর ছাত্র সবাই দৃপ্তদম্ভে ঘোষণা করেছে— তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে মরণবরণ করতেই বদ্ধপরিকর।'
		১১৫ নম্বর সামরিক আদেশ প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'এ বড় দুঃখজনক যে, এমন পর্যায়েও কিছু অবিবেচক মানুষ সামরিক আইন বলে নির্দেশ জারি করে বেসামরিক কর্মচারীদের একাংশকে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। কিন্তু আজ এ দেশের মানুষ সামরিক আইনের কাছে মাথা নত না করার দৃঢ়তায় এককাট্টা। তাই আমি, সর্বশেষ নির্দেশ যাঁদের প্রতি জারি করা হয়েছে, তাঁদেরকে হুমকির কাছে মাথা নত না করার আবেদন জানাই। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাঁদের ও তাদের পরিবারের পেছনে রয়েছে। তাঁদের ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে এই যে চেষ্টা, তা বাংলাদেশের মানুষকে রক্তচক্ষু দেখাবার অন্যান্য সাম্প্রতিক চেষ্টার মতো নস্যাৎ হতে বাধ্য।'
		ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গ	'বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে স্তব্ধ করা যাবে না। আমাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না, কারণ প্রয়োজনে আমাদের প্রত্যেকে মরণবরণ করতে প্রস্তুত। জীবনের বিনিময়ে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসেবে স্বাধীনভাবে আর আত্মমর্যাদার সাথে বাস করার নিশ্চয়তা দিয়ে যেতে চাই। মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম নবতর উদ্দীপনা নিয়ে অব্যাহত থাকবে। আমি জনগণকে যে কোনো ত্যাগের জন্য এবং সম্ভাব্য সব কিছু নিয়ে যে কোন শক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে আবেদন জানাই।'
মার্চ ১৪	তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতি	নির্দেশাবলি	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন বলেন, 'জনগণের যে আন্দোলন গৌরবোজ্জ্বল দ্বিতীয় সপ্তাহ সমাপ্ত করেছে, তা অব্যাহত থাকবে। হরতাল অব্যাহত থাকবে। সেক্রেটারিয়েটসহ সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে যে নয়া কর্মসূচি শুরু হবে নির্দেশাবলীর আকারে তা বিশদভাবে নিচে উল্লেখ করা হলো। নিম্নলিখিত নির্দেশাবলি কার্যকরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ঘোষিত সকল নির্দেশ, অব্যাহতি ও ব্যাখ্যাসমূহ বাতিল বলে বিবেচিত হবে।' [বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য দেখুন]
মার্চ ১৪	শেখ মুজিব : সাংবাদিকদের সাথে আলাপ	প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করা প্রসঙ্গ	সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন তাহলে আমি তার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত আছি। জনৈক সাংবাদিক ঢাকার সংবাদপত্রে গতকাল প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রতি শেখ মুজিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন যে, 'দয়া করে অপেক্ষা করুন এবং দেখুন। আমি এখনও সংগ্রাম করছি। যতদিন জনগণের মুক্তি না আসে এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক

			হিসেবে বাঁচবার অধিকার অর্জিত না হয়, ততদিন সংগ্রাম চলবে।'
মার্চ ১৪	ভুট্টো : করাচি	ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গ	জুলফিকার আলী ভুট্টো এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সাথে আপসে পৌছুনোর সময় এখনও আছে। দেশে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গণ-নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর তার দলও কামনা করে। এ ব্যাপারে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে পিপল্স্ পার্টির সাথে আলোচনার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে একটি সর্বসম্মত ফর্মুলায় পৌঁছানোর সময় এখনও আছে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে যেতেও প্রস্তুত আছেন।
		৬ দফা প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগের কর্মসূচি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা কর্মসূচির মধ্যে তিনটি শর্ত তিনি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন এবং ইতিপূর্বে বহুবার তিনি বলেছেন যে, আলোচনার মাধ্যমে অন্য দু'টি দফা ও বাকি এক দফার নিষ্পত্তিতে হয়তোবা পৌঁছানো যেতে পারে। জনাব ভুট্টো বলেন, ৬-দফার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করছে, অথচ পিপলস পার্টির পক্ষে যে জনসমর্থন তা ভিন্ন প্রশ্নে।
মার্চ ১৪	আতাউর রহমান : বরিশাল	স্বাধীনতার প্রসঙ্গ	আতাউর রহমান খান তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আপোষের কোনো ফর্মুলাই বাঙালিদের খুশি করতে পারবে না এবং স্বাধীনতা ছাড়া কোন পথ এখন আর সামনে খোলা নেই। বাঙালিদের সকল রাজনৈতিক প্রশ্ন আজ এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা হল একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন। ৬-দফা ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রশ্ন এখন অতীত হয়ে গেছে। এখন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। শেখ মুজিব কর্তৃক সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বিলম্ব হলে তা অমঙ্গলই ডেকে আনবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় বাঙালিদের হত্যা করার জঘন্য ষড়যন্ত্র এখনো অব্যাহত রয়েছে।'
	শাহ আজিজুর রহমান	মুক্তিবাহিনী গঠন প্রসঙ্গ	শাহ্ আজিজুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় দলীয় ভেদাভেদ ভুলে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। তিনি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে কৃষক ও শ্রমিক সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ কায়েমের আহ্বান জানান। তিনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় সামরিক জান্তা ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে বলেন।
মার্চ ১৪	এ.কে.মোশররফ হোসেন ময়মনসিংহ	প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গ	নব-নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এ.কে. মোশাররফ হোসেন এক তারবার্তায় বলেন, 'স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ অঞ্চলের জনগণ বরাবরই তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছেন।

			এর ফলে তাদের মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে, তারা সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ করেননি, কেবল 'প্রভু' বদল হয়েছে মাত্র। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার শাসনামলে বাংলার জনগণ মনে করেছিলেন যে, তারা তাদের অধিকার ফিরে পাবেন কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থবাদী মহল ভুট্টোর মারফত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয় এবং তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী করেন। তাই বর্তমান আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা দমন করা যাবে না। যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে মোকাবেলা করার পথ বেছে নেন তাহলে তিনি মারাত্মক ভুল করবেন। আর যদি তিনি দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করেন, তা'হলে অবিলম্বে গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। যদি তিনি এতে ব্যর্থ হন, তা'হলে দেশ এক চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।'
মার্চ ১৪	ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) বায়তুল মোকাররম	মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম	বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থনে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচির শেষ দিনে সংগঠনের সভাপতি নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিগত তেইশ বছরে বাংলার গণ-অধিকার বানচালের চক্রান্তকে পর্যালোচনা করে বলেন যে, এবারে জনগণের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে কোনো শক্তি স্তব্ধ করতে পারবে না। গণ-সংগ্রামের পটভূমিতে পঁচিশে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আহূত জাতীয় পরিষদে অংশগ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার পূর্বশর্ত হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত দাবির প্রতি তিনি সংগঠনের সমর্থন জানান। তিনি বলেন, শুধু ছাত্র সমাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতিতে স্বাধিকার অর্জন করা সম্ভব নয়। বাংলার সাত কোটি বাঙালিকে লড়াইয়ের জন্য সৈনিক রূপে প্রস্তুত হতে হবে।
		নূরুল ইসলাম	সভাপতির ভাষণে নূরুল ইসলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে ১১৫ নং সামরিক বিধি আদেশ জারি করে দেশরক্ষা বিভাগের বেতনভুক সকল বেসামরিক কর্মচারীকে সোমবার থেকে কাজে যোগদানের নির্দেশকে উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, 'বাঙালির চাকুরী খাওয়ার অধিকার আজ আর কারোর নেই। বাঙালি আজ তাঁর রক্তের বিচার ও শোধ চায়।'
মার্চ ১৪	বার সমিতি নারায়ণগঞ্জ	ঐক্য প্রসঙ্গ	নারায়ণগঞ্জ অ্যাডভোকেট বার সমিতির প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, অবিলম্বে এই চার দফা দাবি মেনে নেয়ার মাধ্যমেই কেবল দেশের সংহতি ও ঐক্য রক্ষা পেতে পারে।
মার্চ ১৪	কৃষি কলেজ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি	চার দফা প্রসঙ্গ	কৃষি গ্রাজুয়েট, কৃষি ডিপ্লোমা হোল্ডার ও কৃষি কর্মচারীদের এক যৌথ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন ও

			অবিলম্বে তাঁর চার দফা দাবি মেনে নিয়ে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়া কৃষি সমিতিসমূহের পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে এক হাজার টাকা দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
মার্চ ১৪	পাসপোর্ট ডিরেক্টরেট	সমর্থন প্রসঙ্গ	প্রাদেশিক পাসপোর্ট ডিরেক্টরেটের কর্মচারীবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশাবলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।
মার্চ ১৪	ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন	সমর্থন প্রসঙ্গ	সংযুক্ত ডাক কর্মচারী ইউনিয়নের এক সভা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশাবলির প্রতি তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্যে সকল ডাক কর্মচারীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।
মার্চ ১৪	প্রতিরক্ষা দফতরের বেসামরিক কর্মচারী	নয়া সামরিক আদেশ প্রসঙ্গ	গতকাল নয়া ১১৫ নম্বর সামরিক আইন জারির প্রতিবাদে দফতরের অধীন বেসামরিক কর্মচারীরা এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা বলেন, এই নয়া সামরিক আদেশকে বঙ্গবন্ধু যথার্থই জনগণের প্রতি উস্কানি বলে অভিহিত করেছেন। তারা অবিলম্বে এই আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। পরিশেষে তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগ্রামের প্রতি তাদের পূর্ণসংহতি ঘোষণা করেছেন।
মার্চ ১৫	তাজউদ্দীন আহমদ	ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকতাজউদ্দীন আহমেদ এক বিবৃতিতে বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সংগ্রাম নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছেন, জনগণ তার প্রতি অভূতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন। ফলত সরকারের সকল শাখাসহ জীবনের সকল স্তরের মানুষ গণসংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশের মানুষের নামে আমরা যে সব নির্দেশাবলী জারি করেছি সেগুলো মেনে চলার জন্য জনগণ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। যে ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশকে প্লাবিত করে দিয়েছিল তা আবার গণ-অধিকার কায়েম করার প্রশ্নে জনগণের মধ্যে সার্বিক ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। এই প্রেরণায় উৎপাদনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলনকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করতে হবে। আমরা অবশ্যই প্রমাণ করবো যে, সমাজের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য জাগ্রত মানুষ চরম প্রতিবন্ধকতাও কাটিয়ে উঠতে পারে। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানাই এবং মাঠে ও কারখানায় উৎপাদনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করার আহ্বান জানাই, যাতে করে এ নিশ্চয়তা বিধান করা যায় যে, আমাদের অর্থনৈতিক জীবন বিচ্ছিন্ন হয় নি এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। সাথে সাথে জনগণকে কষ্ট ও

			আত্মত্যাগের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা, এই সংগ্রাম দীর্ঘদিন চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ১৯৭১ সালের ১৪ মার্চ যেসব নির্দেশ জারি করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাগুলো দেয়া হলো :
		নির্দেশের ব্যাখ্যা	(ক) জারিকৃত নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সরবরাহ ও পরিদর্শন ডিরেক্টরেটের সংশ্লিষ্ট বিভাগ বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেমন সিমেন্ট, রিলিফ দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য কাজ করে যাবেন। (খ) জারিকৃত নির্দেশ বাস্তবায়নে আবগারী ও শুল্ক বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীবৃন্দ তাদের সংশ্লিষ্ট অফিসে তাদের কাজের রিপোর্ট পেশ করবেন।
		বিশেষ নির্দেশ : নির্দেশ-৪	যে সমস্ত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সাথে লেটার অব ক্রেডিট খোলা হয়েছে তাদের সাথে রফতানি বাণিজ্য চলতে পারবে। তবে ২৫নং নির্দেশের 'এন' ক্লজ অনুসারে রফতানি বিলের অর্থ সংগ্রহ করা হবে।
		নির্দেশ-৫	বিমান ও বিদেশী ডাকযোগে আমদানি ছাড়ানো যাবে। শুল্ক বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিস এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্থা এজন্য খোলা থাকবে।
		নির্দেশ-১৬	আমদানিকৃত খাদ্য দ্রব্য খালাস করার জায়গা না থাকলে খোলা জেটির ওপরই খালাস করা হবে।
		নির্দেশ-১৯	সড়ক যোগাযোগ সংরক্ষণ কাজ অব্যাহত থাকতে পারে।
		নির্দেশ-২০	ঘূর্ণিদুর্গত এলাকায় রিলিফ দ্রব্যাদি আনা-নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।
		নির্দেশ-২৫	ব্যাঙ্কসমূহ বাংলাদেশের পার্টিগুলোর প্রয়োজনে বাংলাদেশের মধ্যে কার্যকর ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ও ইনডেমনিটি বন্ড ইস্যু করতে পারবে।
		নির্দেশ-৩১	প্রাদেশিক ট্যাক্সসমূহ পূর্বের ন্যায়ই দিতে হবে। কাস্টমস ও আবগারী শুল্ক এবং সেলস্ ট্যাক্সসহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরোক্ষ ট্যাক্স আদায়ের বেলায় নিম্নলিখিত নিয়ম মানতে হবেঃ (ক) কাস্টমস এবং আবগারী অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শুল্ক বা কর ইস্টার্ণ মার্কেনটাইল ব্যাঙ্ক এবং ইস্টার্ণ ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের বিশেষ একাউন্টে জমা দিতে হবে। (খ) উপরোক্ত কাজের প্রয়োজনে কাস্টমস এবং আবগারী বিভাগের সংশ্লিষ্ট সেকশন এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলোর কাজ চলবে।
মার্চ ১৫	নূরে আলম সিদ্দিকী (ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ) বায়তুল মোকাররম	১১৫নং অধ্যাদেশ প্রসঙ্গ	১১৫ নম্বর সামরিক বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় সভাপতির ভাষণদানকালে ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বলেন, '১১৫নং সামরিক বিধি

			আমরা মানি না। আমরা আমাদের ধারা জারি করেছি। সার্ভিসে চাকুরিরত বাঙালিদের এখন থেকে বদলি করার কোন অধিকার কারো নেই। একজন বাঙালির গায়েও যদি আঘাত আসে তা'হলে সাত কোটি বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাল্টা আঘাত হানবে।"
		আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ	নূরে আলম সিদ্দিকী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'সামরিক আইন আমরা মানি না।' সংগ্রামের পথে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পর দেশে যদি অরাজকতা শুরু হয়, তাতে বিশ্বের দরবারে আমরা হেয় প্রতিপন্ন হবো।'
মার্চ ১৫	আ.স.ম আব্দুর রব	শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ	ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব বলেন যে, সুশৃঙ্খল সংগ্রামী জনতা ও মুক্তিবাহিনী ছাড়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ-মাফিক সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাথে কোন সহযোগিতা না করার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিপক্ষের সকল প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করতে হবে।
	আবদুল কুদ্দুস মাখন	১১৫নং অধ্যাদেশ প্রসঙ্গ	ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন ১১৫নং সামরিক আইন জারির তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি করার কোনো অধিকার তাদের নেই। যে কোনো রকম আইন জারির অধিকার আছে কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের।
	শাহজাহান সিরাজ	১১৫ নম্বর অধ্যাদেশ প্রসঙ্গ	ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজান সিরাজ বলেন, 'বাঙালি তাদের অধিকার আদায়ের জন্যে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। তবে মুক্তি সেনারাও বসে নেই। তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করছে।' শাজাহান সিরাজ বলেন, ১১৫ নম্বর সামরিক বিধি প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বাংলাদেশে বিধি ঘোষণার অধিকার কেবল শেখ মুজিবুর রহমানেরই আছে। তার নির্দেশ সকলে পালন করবেন।'
মার্চ ১৫	নূরুল আমীন	ভুট্টোর বক্তব্যের প্রতিবাদ	পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল যে পরামর্শ দিয়েছেন এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ত্বরিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তান গণতান্ত্রিক দলের প্রধান জনাব নূরুল আমীন বলেন, 'জনাব ভুট্টোর প্রস্তাব অবাস্তব। একটি পরিষদে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে না। পরিষদে আওয়ামী লীগই একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।'
মার্চ ১৫	ওয়ালী খান	প্রতিবাদ	ভুট্টোর প্রস্তাবের প্রতিবাদে খান আবদুল ওয়ালী খান বলেন, 'গত জুলাই মাস থেকে পশ্চিম পাকিস্তান আর এক ইউনিটভুক্ত নয়। সুতরাং একটি বিশেষ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নই উঠতে পারে না।' তিনি বলেন, 'জনাব ভুট্টোর কাছে আমার জিজ্ঞাসা, তার প্রস্তাবে কি

			পশ্চিম পাকিস্তানে একটি রাষ্ট্র কিম্বা একটি ইউনিট গঠনের উদ্দেশ্য রয়েছে?'
মার্চ ১৫	মুখলেসুজ্জামান	প্রতিবাদ	গণঐক্য আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মুখলেসুজ্জামান খান বলেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভুট্টোর চাতুর্যপূর্ণ মনোভাব নতুন করে বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়লো। তার জানা উচিত, বাংলার মানুষ তার কোনো কথাই আর শুনতে রাজি নয়। শাসনতন্ত্রের নাম নিয়ে গত তেইশ বছর ধরে বাংলাদেশকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। সুতরাং কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক কথাই বাংলার মানুষ শুনতে আর প্রস্তুত নন।'
মার্চ ১৫	গোলাম আযম	প্রতিবাদ	জামাতে ইসলামের গোলাম আজম বলেন, 'জনাব ভুট্টোর বিবৃতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি অখণ্ড পাকিস্তান চান না। নির্বাচনের পর পরই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে জনাব ভুট্টো দেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে এক মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন।' জনাব আজম প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানান, যাতে ভুট্টোকে এ ব্যাপারে সাহায্য না করেন। তিনি সামরিক শাসন প্রত্যাহার এবং অবিলম্বে ক্ষমতা প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানান।
মার্চ ১৫	পশ্চিম পাকিস্তান	প্রতিবাদ	পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাও ভুট্টোর প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা হলেন— নব নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সৈয়দ জাফর আলী শাহ্, মওলানা শাহ আহমদ নূরানী এম.এন.এ., জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আল আজহারী এম.এন.এ., জহুরুল হাসান মোহাপালী এম.পি. এ., সিন্ধু পিডিপির আহ্বায়ক মালিক দীন মুহম্মদ, করাচি আওয়ামী লীগের সভাপতি মনসুরুল হক, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খলিল আহমদ তিরমিজী, করাচি ন্যাপের সভাপতি সৈয়দ আলী নকবী, করাচি ন্যাপের সম্পাদক নওয়াজ বাট, বাহাওয়ালপুর যুক্তফ্রন্টের নেতা মিয়া নিজামউদ্দিন হায়দর এম.এন.এ. প্রমুখ।
মার্চ ১৫	গণসমাবেশ [লালদীঘি ময়দান] চট্টগ্রাম	স্বাধিকার আদায় প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিঘোষিত গণ-অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এবং বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশে চট্টগ্রামের সকল শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক এক গণসমাবেশের আয়োজন করেন। লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এই গণসমাবেশে প্রায় পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক যোগদান করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী অধ্যাপক আবুল ফজল। বক্তৃতা করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন, ডক্টর আনিসুজ্জামান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আব্দুর রব, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম।
মার্চ ১৫	চিকিৎসক	একাত্মতা ঘোষণা	বাংলাদেশ চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত

	সমিতি : কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার		সভায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ৪-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে রোগীদের সেবা করলেই চিকিৎসকদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আজ চিকিৎসকদেরও সংগ্রামী জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি চিকিৎসককে নিজ নিজ এলাকায় স্ব স্ব-উদ্যোগে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলে জনসাধারণকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। সভায় বক্তৃতা করেন : ডা. মান্নান, ডা. এসএম রব, ডা. আশফাকুর রহমান, ডা. টি, আলী, ডা. সারোয়ার আলী, ডা. নাজমুন নাহার, ডা. গাজী আবদুল হক এবং ডা. মোদাসসের আলী।
মার্চ ১৫	টেলিভিশন নাট্য শিল্পী পরিষদ	একাত্মতা ঘোষণা	আব্দুল মজিদের সভাপতিত্বে টেলিভিশন নাট্যশিল্পীরা এক সভায় বঙ্গবন্ধুর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, গণ-আন্দোলনের পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান টেলিভিশনে প্রচার করা হবে না। সভায় বক্তব্য রাখেন ফরিদ আলী, হাসান ইমাম, শওকত আকবর, আলতাফ হোসেন, আবুল সাদাৎ হাসমী (শামিম), আনোয়ার, কাজী মকসুদল হক, রওশন জামিল ও আলেয়া ফেরদৌসী।
মার্চ ১৫	সংগ্রাম দেশের বিভিন্ন স্থানে	খুলনার ছাত্রনেত্রী	খুলনার ছাত্রনেত্রী হাসিনা বানু শিরিন বলেন যে, স্বাধিকার অর্জনের জন্যে বাংলাদেশের নারীগণ পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবে।
		বগুড়া	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়ে বগুড়া জেলার জনসাধারণ প্রতিদিন জনসভা, শোভাযাত্রা প্রভৃতি করে যাচ্ছেন।
		রংপুর	রংপুরের পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমান সরকার অনতিবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানের ৪-দফা দাবি মেনে নিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানান এবং পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার আহ্বান জানান।
		কুমিল্লা	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে নির্দেশিত ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য সকল অফিস-আদালত আজ পর্যন্ত ১২দিন বন্ধ থাকে। সকল দোকান-পাট খোলা হয়েছে এবং যানবাহনও স্বাভাবিকভাবে চলাচল করছে। সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবন ও যানবাহনসমূহে কালো পতাকা শোভা পাচ্ছে।
		লাকসাম	লাকসামের সর্বস্তরের মানুষ স্বাধিকার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করছে। লাকসামের সর্বত্র বিক্ষোভ শোভাযাত্রা ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা লাকসাম কালো পতাকায় ছেয়ে আছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে স্বাধিকারকামী মানুষ বাঁশের লাঠি হাতে করে প্রতিদিন লাকসামে বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করছে। বাগমারা, বাদনকোট, বাইশগাঁও, চিতোষী, বিপুলাসার ইত্যাদি এলাকায়ও বিক্ষোভ চলছে।

		কুষ্টিয়া	রাজারহাটে জাহেদ রুমীর সভাপতিত্বে জেলা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সভায় বর্তমান সরকারের সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন রওশন আলী, মাসুক জাহেদ, কালু মোল্যা প্রমুখ বক্তা। ইসলামী ছাত্র সংঘের এক সভায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল ঘোষণার সমালোচনা করা হয়। ইসলামিয়া কলেজ মাঠে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আহসানউল্লাহ। কুষ্টিয়ার সর্বত্র বঙ্গবন্ধুর ডাকের সমর্থনে সরকারি, বেসরকারি অফিস হরতাল পালন করছে। সমস্ত ভবন, অফিস ও যানবাহনে কালো পতাকা উড়ছে। কুমারখালী, ভেড়ামারা ও আলমডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানেও হরতাল চলছে।
		নেত্রকোনা	নেত্রকোনা শহরের মেথর ও ঝাড়ুদারেরা হাতে লাঠি, কোদাল, দা নিয়ে একটি মিছিল সহকারে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে। তারা স্বাধীন বাংলার স্লোগান দেয়। নেত্রকোনা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর একটি মিছিল সন্ধ্যায় শহরের কতিপয় রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। মিছিলে শিল্পীরা গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। নেত্রকোনা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ সামসুদ্দিন আহমেদ, ডাক্তার জগদীশ দত্ত ও সেন্টু রায় জনসাধারণের উদ্দেশে বক্তৃতা করেন। মিছিলে বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দেয়া হয়। ১ মার্চ থেকে সরকারি, বেসরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। তবে গত ৯ মার্চ থেকে প্রতিদিন তিন ঘন্টা ধরে ব্যাঙ্কগুলোর কাজ চলছে। কালো পতাকা উত্তোলন, হরতাল, মশাল মিছিল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রভৃতি পালনের মাধ্যমে সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।
মার্চ ১৬	ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা প্রেসিডেন্ট ভবন	এর বেশি বলার নেই	প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে জাতির ভাগ্য নির্ধারণকারী রাজনৈতিক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট ভবনে। দু'জনের মধ্যকার আলোচনা আড়াই ঘন্টা স্থায়ী হয়। বেলা দেড়টায় আলোচনা শেষে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান দেশী ও বিদেশী শতাধিক সাংবাদিককে বলেন, 'প্রেসিডেন্টের সাথে দেশের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার আলোচনা হয়েছে এবং বুধবার সকাল ১০টায় আবার আলোচনা শুরু হবে।' আলোচনায় কোনো অগ্রগতি হয়েছে কি না শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বর্তমান অবস্থায় এর চাইতে বেশি কিছু আমার বলার নেই। আলোচনা চলছে এবং অব্যাহত থাকবে।' সাংবাদিকরা প্রেসিডেন্ট ভবনের ফটকে শেখ মুজিবের গাড়ি থামিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার জন্য তিনি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। আলোচনার পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল কি না জনৈক বিদেশী সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেন এবং গাড়িতে প্রবেশ করতে করতে বলেন, 'আমাকে আর প্রশ্ন

			করবেন না। আলোচনা অব্যাহত থাকবে এবং এ জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। এক বা দু'মিনিটের আলোচনার ব্যাপার এটি নয়।' প্রেসিডেন্ট ভবনে আসার আগে শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজের বাসভবনে গিয়েও তিনি অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার সাথে আলোচনা করেন।
মার্চ ১৬	প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার	জানি না	জেনারেল ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের বৈঠকের মাঝখানে প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার সাংবাদিকদের সাথে দেখা করতে আসেন। জনৈক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আলোচনার সূত্রপাত প্রথমে কে করেছেন?' জনসংযোগ অফিসার বলেন, 'আমি জানি না।' সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, শেখ সাহেব কি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করবেন? উত্তর : 'আমি জানি না।' প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসারকে আবার প্রশ্ন করা হয়, জেনারেল আবদুল হামিদ, মেজর জেনারেল ওমর, মেজর জেনারেল গুল হাসান প্রমুখ প্রেসিডেন্টের সাথে ঢাকা এসেছেন বলে কোনো কোনো সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে, তা সত্য কিনা? জনসংযোগ অফিসার উত্তরে বলেন, 'শুধুমাত্র মেজর জেনারেল ওমর প্রেসিডেন্টের সাথে এসেছেন।'
মার্চ ১৬	ঢাকা হাইকোর্ট আইনজীবী	ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গ	ঢাকা হাইকোর্টের আইনজীবীগণ এক সভায় অভিমত প্রকাশ করেন যে, সামরিক আইন তুলে নিয়ে পরিষদের অধিবেশনের আগেই জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আইনগত কোন বাধাই নেই। সভায় শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত চার-দফা অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান হয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ পালনের জন্যে আইনজীবীরা সদা প্রস্তুত বলে সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয়।
মার্চ ১৬	বার্তা সংস্থা পিপিআই	ভুট্টোর সমালোচনা	দেশের দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য ভুট্টো সর্বশেষ যে প্রস্তাব দিয়েছেন, তা শুধু রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা কঠোরভাবে সমালোচিত হয় নি; পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বস্তরের লোক তার তীব্র নিন্দা করেছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, ভুট্টো এখন তার আসল রূপ প্রকাশ করে ফেলেছেন এবং দেশের সংহতি ও ঐক্যকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েও যে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চান তা এখন বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। জনগণ যে দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে আসছে ভুট্টোর এ প্রস্তাব তার প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়। কয়েকদিনে পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদ-পত্রগুলো ভুট্টোর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছে। লাহোরে ছাত্ররা ধর্মঘট এবং প্রতিবাদ সভা করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে ভুট্টোর দাবির কথা উল্লেখ করে মিয়া হায়দর বলেন যে, ভুট্টো গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারেন না। তিনি বড়জোর সিন্ধু ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব দাবি

			করতে পারেন।
মার্চ ১৬	মালেকা বেগম [মহিলা পরিষদ] : বায়তুল মোকাররম	সংগ্রাম প্রসঙ্গ	মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণের সভায় মালেকা বেগম বলেন, "শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।" সভায় আরও বক্তৃতা করেন ড. মখদুমা নার্গিস ও আয়েশা খানম।
মার্চ ১৬	সংগ্রামে সংগ্রামে	উদীচী	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের গতকাল মঙ্গলবার ষোলদিন অতিবাহিত হয়েছে। এই আন্দোলনের ঢেউ শহর থেকে শহরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সভা-সমিতি আর স্লোগানে স্লোগানে গ্রাম বাংলা আজ মুখরিত। উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর উদ্যোগে সদরঘাট টার্মিনাল, হাজারীবাগ, মগবাজার ও শান্তিনগর এলাকায় গণ-সঙ্গীত, গণনাট্য অনুষ্ঠান ও পথ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মার্চ ১৬		স্টেটব্যাঙ্ক কর্মচারী	কর্মচারী পরিষদ বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন দান করেছেন। ১৫ জন সদস্য নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে।
মার্চ ১৬		দেশরক্ষা বেসামরিক কর্মচারী	দেশরক্ষা খাতে বেতনভুক বেসামরিক কর্মচারীদের এক সভায় একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার নিন্দা করা হয়। ১১৫ নম্বর সামরিক নির্দেশ প্রত্যাহার করার জন্যে সভায় দাবি জানানো হয়।
মার্চ ১৬	সংগ্রাম : দেশের বিভিন্ন স্থানে	রাজশাহী	রাজশাহীর স্থানীয় চারজন আওয়ামী লীগ নেতা রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকাকালে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক নিরস্ত্র জনগণকে হত্যা, জোরপূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল এবং বাড়িঘরে প্রবেশ, নার্স ও ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, মহিলাদের অপহরণ ও মসজিদ অবমাননার তীব্র নিন্দা করেন।
		চট্টগ্রাম	চট্টগ্রামের লেখক, শিল্পী ও চিত্রকররা গতকাল বিকেলে লালদিঘী ময়দানে এক বিরাট জনসভায় ঘোষণা করেন যে, এখন থেকে তাদের কথা, তাদের কণ্ঠ এবং তাদের তুলি বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামেই ব্যবহৃত হবে এবং তারা শেখ মুজিবের নির্দেশে বাংলাদেশের জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করে যাবেন।
		বুড়িচং	বুড়িচং থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন মহলের উস্কানি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলার এবং শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়। নবনির্বাচিত পরিষদ সদস্য আবদুল মালেক, আবদুর রশীদ ও অধ্যাপক আবদুর রউফ সভায় বক্তৃতা করেন। প্রাক্তন হাবিলদার লাল মিয়ার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়।

	মতিয়া গ্রুপের ছাত্ররাও শহরের বিভিন্ন স্থানে পথসভার মাধ্যমে বর্তমান সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়।
শ্রীমঙ্গল	শহীদ মিনার ময়দানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর ভূমিকার প্রতিবাদে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। নব-নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ইলিয়াস, এম.এ. সামাদ, লতিফুর রহমান চৌধুরী, পরিষদ সদস্য আজিজুর রহমান, 'সিলেট বার্তা' পত্রিকার সম্পাদক সিরাজুদ্দীন সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁরা অবিলম্বে বঙ্গবন্ধুর ৪-দফা দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।
টাঙ্গাইল	স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়।
ফেনী	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের আজ ত্রয়োদশ দিবস। মহুকুমার সর্বত্র প্রত্যেক সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। প্রত্যেক অফিসের সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। আওয়ামী লীগ প্রধানের নির্দেশ অনুসারে টেলিফোন ডাক ও তার বিভাগ, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ও ট্রেজারিসহ শুধু কিছুসংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি অফিস খোলা থাকে। আওয়ামী হাই কমান্ডের নির্দেশ মোতাবেক প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি গৃহে কালো পতাকা উড়ছে। প্রতিটি ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, বেবীটেক্সিসহ সকল যানবাহনের মাথায় কালো পতাকা দেখা যায়। তাছাড়া মহকুমার সর্বত্র অগণিত লোক কালো ব্যাজ ধারণ করেন। বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে প্রত্যহ লাঠি কাঁধে হাজার হাজার লোকের শোভাযাত্রা ও মশাল মিছিল বিভিন্ন স্লোগান সহকারে শহরের বিশেষ বিশেষ রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। এছাড়া, ফেনীতে ও মহকুমার বিভিন্নস্থানে প্রত্যহ পথসভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ আন্দোলনে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছাত্র, শ্রমিক মজুর, চাকুরীজীবী প্রত্যেককে যে ঐক্যবদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিতে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের ইতিহাসে তা কখনো দেখা যায় নি।
রাঙ্গামাটি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে মহুকুমা শহর রাঙ্গামাটিতে পূর্ণ অসহযোগিতা ও অপরাপর কর্মসূচি পালিত হয়। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত, থানা বাসগৃহ, দোকানপাট ও যানবাহনের ওপর কালো পতাকা শোভা পায়। সরকারি কর্মচারীরা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে অফিস-আদালত বর্জন করে। পুলিশ অফিসারগণ ছাত্রদের সহযোগিতায় ন্যূনতম দায়িত্ব পালন করে। জেলার একমাত্র মহাবিদ্যালয় ও অন্য সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। কলেজ ছাত্র সংসদ, ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছে ও মুক্তি বাহিনী গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছে।

	এদিকে শহরের সর্বস্তরের লোকদের সহযোগিতায় মহল্লায় মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্ররা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন। এর মধ্যে জেলার বাসিন্দারা খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছেন। ডাকঘর ও ব্যাঙ্ক শেখ মুজিবের নির্দেশিত নিয়মে চলছে। অন্যান্য কর্মসূচি ও সূচারুরূপে পালন করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী রাঙ্গামাটি শহরে এসেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষকে মুক্তিরশপথ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।
মানিকগঞ্জ	গত ৩ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত মানিকগঞ্জে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়। বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে শেখ মুজিবের আহ্বানে সকল স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, হাট-বাজার, অফিস-আদালতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সরকারি কর্মচারিগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অফিসে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। মুক্তি সংগ্রামে প্রদীপ্ত সহস্র ছাত্র-জনতা প্রত্যহ শোভাযাত্রা বের করেন এবং বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে বাংলাকে মুক্ত করার ব্রতে শপথ গ্রহণ করেন। পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের ডাকে এখানকার সকল সরকারি-আধাসরকারি অফিস-আদালত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে। কেবল ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিসে কাজ চলছে।
নাসিরনগর	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে কুমিল্লার নাসির নগর থানার সর্বত্র প্রতিবাদের ঢেউ লেগেছে। এখানকার প্রতিটি ঘরে, সরকারি, আধা-সরকারি অফিস ভবন এবং প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কালো পতাকা উড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ প্রত্যেকটি অফিস-আদালতের কর্মচারীরা কাজ থেকে বিরত থেকে সামরিক আইন অমান্য আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি সভায় এ দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা পূর্ব বাংলার স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শপথ নেয়।
আজমিরীগঞ্জ	হবিগঞ্জ মহকুমার আজমিরীগঞ্জ বাজারে আজমিরীগঞ্জ থানা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় শোষণমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েমের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ভাষণদান করেন ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য হোসেন আহমদ হারুন, সুনামগঞ্জ থানা ন্যাপের সম্পাদক আবু তাহের প্রমুখ নেতা। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য রফিক আহমদ।
পানিউমদা	নবীগঞ্জ থানাধীন পানিউমদা গ্রামেও সর্বদলীয় স্বাধীন বাংলা গণসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা দাবির ব্যাখ্যা দান করে ভাষণ দেন বৃন্দাবন মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি জনাব শহীদ

			উদ্দীন চৌধুরী, হবিগঞ্জ মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জনাব শাহ মাহবুবুর রহমান, জনাব আহাদ খান, জনাব চুনুজ্জামান, বশির আহমদ ও দেওয়ান আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।
		ধুলিয়াখাল	হবিগঞ্জ সদর থানাধীন ধুলিয়াখাল থেকে ধুলিয়াখাল রিকশা শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে একটি বিরাট রিকশা মিছিল স্বাধীন বাংলার দাবিতে শ্লোগান দিয়ে হবিগঞ্জ শহর প্রদক্ষিণ করে এবং পরে শিরীষতলায় এক জনসভায় মিলিত হয়।
মার্চ ১৭	শেখ মুজিবুর রহমান : বাসভবন	অঙ্গীকার ঘোষণা	৩২ নম্বর রোডে সমবেত এক জনতার উদ্দেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের মানুষের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনের জন্যে তিনি তাঁর শেষ রক্ত বিন্দুটি পর্যন্ত উৎসর্গ করবেন। স্বাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার জন্যে তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জনগণের স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। বাংলাদেশের মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্যে লড়াই করছে সুতরাং তাদের স্বাধিকারের প্রশ্নে কোনো আপস চলে না। জনগণ তাদের এ সংগ্রামে বিজয়ী হবেই।'
মার্চ ১৭	ইয়াহিয়া-মুজিব	আলোচনা প্রসঙ্গ	

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে দ্বিতীয় দফা আলোচনা গতকাল বুধবার শেষ হয়েছে। আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে তৃতীয় দফা মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা হতে পারে। আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয় নি। শেখ সাহেব বলেছেন, 'আলোচনা এখনও অব্যাহত রয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আরো আলোচনা হতে পারে। তবে সময় নির্ধারিত হয় নি।'

আওয়ামী লীগ প্রধান তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে এবং লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।' জনৈক সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'আমি কি আন্দোলন প্রত্যাহার করেছি?'

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল কালো পতাকা সজ্জিত একটি শাদা টয়োটা গাড়িতে করে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন এবং এক ঘণ্টা পরে বেরিয়ে আসেন। প্রেসিডেন্ট ভবন ফটকে বিপুলসংখ্যক দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে ঘিরে ধরে আলোচনার অগ্রগতি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নবান ছুঁড়তে থাকেন। উত্তরে শেখ সাহেব বিমর্ষচিত্তে বলেন, 'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, আমার কিছু বলার নেই।'

আলোচনা অব্যাহত থাকবে কি না জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, 'আমি তো তাই মনে করি। অবশ্য পরবর্তী আলোচনা বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয় নি।' শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, তারা উভয়ে কারো সাহায্য ছাড়াই এক ঘণ্টা আলোচনা করেন।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে নিজের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন।

প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে এক ঘণ্টা অসমাপ্ত আলোচনার পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে এক সময়ে শেখ মুজিব দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের ঘরোয়াভাবে সাক্ষাৎদান করেন। আলোচনা ভেঙে গেছে কিনা শেখ সাহেবকে প্রশ্ন

করা হলে তিনি বলেন, 'না, আলোচনা অব্যাহত থাকবে।'
প্রশ্ন : আপনি আপনার ৪ দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করেছেন?
উত্তর : যখন আমি প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছি তখন অবশ্যই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আমার দাবি নিয়ে আলোচনা করেছি।
প্রশ্ন : মঙ্গলবার আলোচনার সময় নির্ধারিত হয়েছিল, আজ তা কেন হয় নি?
উত্তর : এটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।
প্রশ্ন : আপনাদের মধ্যকার আলোচনা কি সফল হয়েছে?
উত্তর : সফল হয়েছে কি বিফল হয়েছে তা আমি বলতে পারবো না। আমি শুধু এটুকু জানি যে, সংলাপ অব্যাহত রয়েছে।
প্রশ্ন : পরবর্তী আলোচনা কবে হবে?
উত্তর : আজ রাতে (বুধবার) অথবা বৃহস্পতিবার পরবর্তী আলোচনার কর্মসূচি ধার্য হতে পারে।
প্রশ্ন : পরবর্তী আলোচনায় আপনি কি আপনার দলীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দকেও নিয়ে যাবেন।
উত্তর : আমি এখন তা বলতে পারছি না।

সাংবাদিকদের সাথে আলোচনার শেষ পর্যায়ে শেখ সাহেবকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। এ সময়ে জনৈক বিদেশী সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, এ হাসি থেকে কি আমরা কোন কিছু ধরে নিতে পারি। শেখ সাহেব তখন সহাস্যে বলেন, 'আমি সব সময়েই হাসতে পারি এবং এমন কি জাহান্নামেও হাসতে পারি।'

মার্চ ১৭ শেখ মুজিব	জন্মদিনে	বিদেশী সাংবাদিকরা এ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ৫২তম জন্ম দিনে শুভেচ্ছা জানালে তিনি বলেন, '১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ আমার জন্ম দিন। আমি জীবনে কখনও আমার জন্ম দিন পালন করিনি। আপনারা আমার দেশের মানুষের অবস্থা জানেন, তাদের জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই। যখন কেউ ভাবতেও পারে না মরার কথা তখনও তারা মরে। যখন কেউ ইচ্ছা করে তখনও তাদের মরতে হয়।' গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে শেখ মুজিব আরও বলেন, 'আমার আবার জন্মদিন কি, মৃত্যু দিবসই বা কি? আমার জীবনই বা কি? মৃত্যুদিন আর জন্মদিন অতি গৌণভাবে এখানে অতিবাহিত হয়। আমার জনগণই আমার জীবন।' পরে কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিকের সাথে এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকালে শেখ মুজিব বলেন, 'সাত কোটি মানুষ যখন পাহাড়ের মত আমার এবং আমার দলের পশ্চাতে একতাবদ্ধ হয়েছে, তখন আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর কে হতে পারে?' প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ-আলোচনায় তাঁর (শেখ মুজিবুর) মন ভার হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, 'আমার মন ভার হতেই পারে না। জনসাধারণেরও মন ভার হয় নি। তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' গতকাল প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় সময়ের স্বল্পতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে শেখ মুজিব বলেন, 'এক ঘণ্টা খুব অল্প সময় নয়।'
	আলোচনার স্থান	আলাপ আলোচনার জন্যে শেখ মুজিবের বাড়িতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আগমনের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, আওয়ামী লীগ প্রধান উল্টো প্রশ্ন করেন, 'প্রেসিডেন্ট ভবন কি, ঢাকায় অবস্থিত নয়?'

		তারপর তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সব বাড়িই আমার বাড়ি।'
	বিদেশী সাহায্য	পরিস্থিতি সম্পর্কে বিদেশী মিশনগুলোর সাথে যোগাযোগ করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব নেতিবাচক জবাব দেন এবং বলেন যে, তারা এখানেই আছেন এবং সমস্ত ঘটনা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছেন। বিদেশী সাহায্য চেয়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন, 'আমার প্রয়োজন নেই।' এই পর্যায়ে শেখ মুজিব বলেন, 'পাট, চা ইত্যাদিসহ আমাদের যা প্রয়োজন বাংলাদেশে তা আছে।' কি নাই, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বেঁচে থাকার অধিকার শুধু বাঙালিদের নেই।'
মার্চ ১৭ সংগ্রাম দেশের বিভিন্ন স্থানে	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম বিভাগের সরকারি শ্রম অফিসের অফিসার ও কর্মচারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। শ্রম অফিসের পাঁচটি বিভাগের পাঁচ প্রধান আওয়ামী লীগের সাহায্য তহবিলে এক দিনের বেতনদানের কথা ঘোষণা করেন।
	কুমিল্লা	বাংলা জাতীয় লীগের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম পূর্ব বাংলা ছাত্র শক্তির স্থানীয় শাখা আয়োজিত এক সভায় ভাষণ দানকালে বলেন যে, বর্তমান সঙ্কট সমাধানের উপায় আওয়ামী লীগের চার দফা দাবি মেনে নেয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।
	পিরোজপুর	জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রতিবাদে গত ৩ মার্চ থেকে পিরোজপুরের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হচ্ছে। হরতালের সময় দোকানপাট, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, মিলকারখানা সব বন্ধ থাকে। প্রতিটি হাট-বাজার বন্দর যেন নিস্তব্ধপুরী। হাটেবাজারে গৃহে গৃহে কালো পতাকা উড়ছে।
	ঈশ্বরদী	শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ৩ মার্চ ঈশ্বরদীতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় ঈশ্বরদীতে কোনো যানবাহন চলাচল করে নি। সরকারি-বেসরকারি সকল অফিস সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। ঈশ্বরদীতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের উদ্যোগে লাঠি মিছিল হয়। স্মরণকালের এটি বৃহত্তম মিছিল। প্রায় ৩০ হাজার লোক এই মিছিলে যোগ দেয়। এ মিছিলে বাংলার স্বাধিকারের দাবিতে বাঙালি ভাইদের সাথে স্থানীয় অবাঙালি ভাইয়েরাও অংশ নেয়।
	আত্রাই	৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ প্রধান যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেছেন তার প্রতি এখানকার জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানায়। স্বৈরাচারী সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিরাধ দুর্গ গড়ে তোলার জন্য এখানে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সংগ্রাম পরিষদ শেখ মুজিব ঘোষিত কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য গ্রামে গ্রামে ইউনিয়নে ইউনিয়নে সংগ্রাম পরিষদ গঠন, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির

			বাজার দর নিয়ন্ত্রণ, সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ দমন, কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখার অনুকূল পরিবেশ রক্ষা করা এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র, বেসামরিক জনগণের ওপর ব্যাপকহারে নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হলে তা প্রতিরোধ কল্পে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
		মেহেরপুর	গত ৩ মার্চ থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত এখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐ ক'দিন মহকুমার সর্বত্র দোকানপাট, যানবাহন, অফিস-আদালত, হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে। মহকুমা সদর ও গাংনী থানা সদর মিছিল, প্রতিবাদ সভা, কালো ব্যাজ ও কালো পতাকায় সুশোভিত হয়ে ওঠে। মেহেরপুর শহরে মশাল মিছিল হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে।
		কুড়িগ্রাম	জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার পর ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত কুড়িগ্রাম মহকুমার শহরে, বন্দরে, হাটে, বাজারে পূর্ণ হরতাল পালিত হয় এবং উপর্যুপরি বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।
		খুলনা	খুলনা শিপইয়ার্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এক সাধারণ সভায় ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস. এম. সোলায়মান পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন শান্তি ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে নির্দেশাবলি জারি করেছেন, তা পালন করার আহ্বান জানান।
মার্চ ১৮	ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ : বিবৃতি	বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান প্রসঙ্গ	স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সমর্থন কামনা করেছেন। তারা এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশের টাকায় বিদেশ থেকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে অস্ত্র কেনা হয়েছিল। যারা এই অস্ত্র দিয়েছিলেন তারাও একই উদ্দেশে দিয়েছিলেন। নেতৃবৃন্দ বিশ্বের সকল মানুষের বিশেষ করে যারা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছেন, যেমন আমেরিকা, চীন, রাশিয়া এবং ইরান প্রভৃতি রাষ্ট্রের প্রতি, দেশরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র যাতে মুক্তি সেনাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে না পারে সে জন্যে পাকিস্তান সরকারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির আহ্বান করেছেন। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কাছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্যবাহী বিমান বাংলাদেশে আসতে অনুমতি না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ সৈন্যবাহী বিমান আসতে দেয়া বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি নিদারুণ হুমকি স্বরূপ। তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত, চীন, সিংহল, বার্মা ও রাশিয়ার নাম উল্লেখ করেছেন। নেতৃবৃন্দ এই সব রাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তানি সৈন্যদের কোনো প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান না করে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা প্রদান করার আহ্বান জানান।

মার্চ ১৮	বাংলা জাতীয় লীগ : বিবৃতি	২৩ মার্চ প্রসঙ্গ	বাংলা জাতীয় লীগ এক বিবৃতিতে ২৩ মার্চ 'বাংলাদেশ দিবস' পালনের জন্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, 'আজ বাংলার সার্বভৌমত্বের যে দাবি দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্যে তার সমাধান নিহিত আছে। জাতীয় লীগ তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে দেশবাসীর সামনে এই সত্যটি তুলে ধরার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।'
মার্চ ১৮	বাংলা ছাত্র লীগ	২৩ মার্চ প্রসঙ্গ	বাংলা ছাত্র লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আল মুজাহিদী ও মোশাররফ হোসেন 'সমাজতান্ত্রিক সার্বভৌম বাংলাদেশ' গঠনের উদ্দেশ্যে আগামী ২৩ মার্চ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
		কর্মসূচি	সকাল পাঁচটায় প্রদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ে 'বাংলাদেশের' পতাকা উত্তোলন, সকাল ছয়টায় প্রভাত ফেরি, মুক্তি আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত, শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হবে।
মার্চ ১৮	মিছিলে মিছিলে	সংবাদ-ভাষ্য	অসহযোগ আন্দোলনের গৌরবময় অষ্টাদশ দিন গতকাল অতিবাহিত হয়েছে। মুক্তি পাগল মানুষের উদ্বেল স্রোত চলেছে সমস্ত দিন ধরে। রাজধানী ঢাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য সভা, শোভাযাত্রা আর মিছিল হয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুলের নার্সরা, ইউ,বি,এল এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্মচারীসহ বহু মিছিল শহর পরিক্রমণ শেষে হাজির হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে। তাঁরা নেতার মুখে শুনতে চেয়েছে একটা নিশ্চিত আশ্বাস—'স্বাধিকার আসবে, ভয় নেই।'
মার্চ ১৮		বিমান বাহিনী প্রাক্তন সৈনিকদের সভা	স্বাধিকার আন্দোলনের অষ্টাদশ দিনে শহীদ মিনারের পাদদেশে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সদস্যরা স্বাধিকার আন্দোলনে মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাঁরা সভায় ঘোষণা করেন যে, বিমান বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকরা দেহের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও স্বাধিকার আন্দোলনকে সফল করে তুলবে। প্রয়োজন হলে প্রাক্তন সৈনিকরা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। তারা অবিলম্বে স্থল ও নৌ-বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিকদের সাথে আলোচনা করে একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও শেখ মুজিবের নির্দেশ মোতাবেক কর্মপন্থা নির্ধারণের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন।
মার্চ ১৮		নার্সিং ছাত্রদের সভা প্রসঙ্গ	ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমিতির সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জাতীয় সঙ্কটকালে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঠিক ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধিকার আন্দোলনের বীর

			সেনানীদেরকে নির্বিচারে হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় ট্রেনিং প্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী বেগম হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জনাব খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কণিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তৃতা করেন।
মার্চ ১৮	সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী	ফেডারেশনের সভা প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির এক সভা ফেডারেশন সভাপতি জনাব আব্দুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাধিকারের সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে শ্রমিকদের নির্দেশ দেয়া হয়।
মার্চ ১৮	সংগ্রাম দেশব্যাপ	দিনাজপুর	বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে শহরে, বাজারে, গঞ্জে এমন কি নিভৃত পল্লীতেও জেগেছে যৌবনের জোয়ার। মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধবণিতা আজ ঐক্যবদ্ধ। শপথ নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারা, কণ্ঠে তাদের বাংলার জয়গান। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে দিনাজপুরের জনগণ দীর্ঘ ষোল দিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারি অফিস-আদালত এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কালো পতাকা উড়ছে। গতকাল জেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ), পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিরাট মশাল মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবিসহ বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে। দিনাজপুরে মহিলাদেরও একটি মিছিল বের হয় এবং তারা বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।
		কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়ায় কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং সুধী সমাজের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর ৪-দফা দাবির সমর্থনে এক বিরাট মিছিল বের করা হয়। কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত সহকারে মিছিলটি শহীদ মিনারে গিয়ে বাঙালি ও বাংলা দেশের স্বাধিকার আদায়ের দাবিতে নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন।
		বগুড়া	বাংলাদেশের জনগণের স্বাধিকার সংগ্রামের সমর্থনে বগুড়া শ্রমিক ফেডারেশন এক মিছিল বের করে। হাজার হাজার শ্রমিক এ মিছিলে যোগদান করেন। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এখানে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে।
		নোয়াখালী	নোয়াখালী জেলা আইনজীবী সমিতির এক সভায় শেখ মুজিবের ৪-দফা দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানান হয়। সভায় এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে ধ্বংসের পথে

	টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
ফেনী	ফেনী মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গতকাল এক বিরাট লাঠি মিছিল বের করা হয়। সমস্ত কোর্টকাচারী, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে এবং সর্বত্র কালো পতাকা উড়ছে।
রাজশাহী	রাজশাহীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী গ্রুপ), জাতীয় লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) সাথে মিলিত হয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং সীমান্ত প্রদেশের নিপীড়িত জনগণকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোরও আহ্বান জানানো হয়।
চট্টগ্রাম	প্রাক্তন সৈনিক, আনসার, ন্যাশনাল গার্ডদের আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবেদন জানান হয়েছে।
কাপ্তাই	ললনা সংঘ ইনষ্টিটিউটে কাপ্তাইয়ের মহিলাদের এক সভায় বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়।
মাইজদী কোর্ট	স্থানীয় কল্যাণ হাই স্কুলে নোয়াখালি সদর মহকুমা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে শিক্ষকদের এক সভা বেলায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি শিক্ষকদের একাত্মতার কথা ঘোষণা করা হয়। নুরুন নাহার রশীদের সভানেত্রীত্বে স্থানীয় টাউন হলে মহিলাদের এক সভায় বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। বাংলার এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মহিলাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। আর্জুমান্দ বানুকে আহ্বায়িকা নির্বাচিত করে ১৭ সদস্যা বিশিষ্ট একটি মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।
গোয়াইন ঘাট	সিলেট জেলার গোয়াইন ঘাট, জৈন্তাপুর ও কানাইঘাট থানায় পূর্ব বাংলার মুক্তির দাবিতে ৩ মার্চ থেকে ৭ মার্চ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়েছে। হরতালের সময় রাস্তা-ঘাটে কোনো রকম মোটর সাইকেল ও যানবাহন চলাফেরা করতে পারে নি। যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালত ও দোকনাপাট বন্ধ রাখা হয়। জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করার প্রতিবাদে কয়েকদিন যাবৎ উক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয় এবং রাধানগর, সারীঘাট, গোয়াইনঘাট, জাফলং, জৈন্তাপুর, দরবস্ত, চতুল, হরিপুর, চিকনাগুল, কানাইঘাট, গাছবাড়ী, জিঙ্গাবাড়ী, লাফনাউটসহ আরো বিভিন্ন স্থানে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কালো ব্যাজ ধারণ ও কালো পতাকা উত্তোলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

মার্চ ১৯	শেখ মুজিবুর রহমান : বাসভবন	জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণ প্রসঙ্গ	জয়দেবপুরে জনতার ওপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর পাওয়ার পর মিছিল করে তাঁর বাসভবনে আগত বিক্ষুব্ধ বিজ্ঞান কর্মচারীদের সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ সাহেব বলেন, 'সাত কোটি বাঙালির দাবি উদ্যত সঙ্গীনের মুখে স্তব্ধ করা যাবে বলে যারা মনে করে থাকেন তারা বেকুবের স্বর্গেই বাস করছেন। বাঙালির ফিনকি দেয়া রক্তের দাগ শহরেবন্দরে ছড়িয়ে আছে। জয়দেবপুরের মাটিও আমার ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন স্তব্ধ করা কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।"
		সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব	শেখ মুজিব তাঁর বাসভবনে রাতে সমবেত সাংবাদিকদের বলেন যে, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে সামরিক কর্তৃপক্ষের দাবির পরও সেনাবাহিনী কিভাবে জয়দেবপুর বাজারে যেতে পারে তা ভেবে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারেন না। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ঢাকা উপস্থিতিকালেই গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের মানুষ সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় আগ্রহশীল কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, শক্তির নগ্ন প্রকাশের মাধ্যমে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা যাবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য রক্ত দানে প্রস্তুত বীর জনতাকে পর্যুদস্ত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শেখ মুজিব বলেন যে, গুলিবর্ষণের খবর শোনার পরই তিনি বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য দলীয় কয়েক জনকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন এবং এতে কতজন নিহত বা আহত হয়েছেন, সে খবর তিনি এখনও পান নি। তিনি বলেন যে, এলকায় কারফিউ জারি করায় আহতদের হাসপাতালে আনা সম্ভব হয় নি।
মার্চ ১৯	জনতা	পুলিশ সূত্রে জয়দেবপুরের ঘটনা	ঢাকা থেকে বাইশ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুর বাজারে সেনাবাহিনী ও জনতার মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। ঐদিন পৌনে চারটা থেকে সোয়া ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে সেনাবাহিনীর গুলিতে জনতার ৩ জন নিহত এবং ১৬ জন আহত এবং সেনাবাহিনীর ৩ জন আহত হয়। এ খবর পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বেসরকারিভাবে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী সেনাবাহিনীর গুলিতে দশ/বারজন নিহত এবং বহু আহত হয়। সন্ধ্যা ছয়টা থেকে জয়দেবপুরে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে যে, গতকাল দুপুর বারোটার দিকে ঢাকা থেকে পাঁচটি ভ্যানে একদল সেনা জয়দেবপুরে অবস্থিত সেনাবাহিনীর ছাউনিতে পৌছায়। অপরাহ্ণ পৌনে চারটার দিকে সেনাবাহিনীর দলটি উক্ত ছাউনি থেকে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করলে জনতা জয়দেবপুর বাজারে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তাদের বাধাদান করে। এতে সেনাবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। জনতার পক্ষ থেকেও পাল্টা গুলিবর্ষণ করা হয়। তবে জনতার অধিকাংশ লাঠিসোঁটা নিয়ে সজ্জিত ছিল। গুলিবর্ষণের সময় থানাতেও গুলি এসে লাগতে থাকে। এতে থানার পুলিশ নিরাপত্তার জন্যে দরজা বন্ধ করে থাকে।

			সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণে নিহত ব্যক্তিদের মৃতদেহ সেনাবাহিনী নিয়ে যায়। এ ছাড়া পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্সকে ঘটনাস্থলে যেতে দেয়া হয়নি।
মার্চ ১৯	৪১ জন আইনজীবী বিবৃতি	২৩ মার্চ প্রসঙ্গ	ঢাকার ৪১ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে আগামী ২৩ মার্চ 'শোষণ মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার জন্যে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানান। আইনজীবিগণ বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ব্যতীত আর কোনো পথ খোলা নেই। তারা নিরস্ত্র বাঙালি হত্যাকারী সামরিক কর্মচারীদের ২৩ মার্চের পূর্বে বাংলাদেশ ত্যাগের নির্দেশ, গণমুক্তি ফৌজ গঠন, সকল রাজবন্দীর মুক্তির নির্দেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানি দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ দানের জন্যে শেখ মুজিবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
মার্চ ১৯	জনতা	টঙ্গীতে শ্রমিকের ওপর হামলার প্রতিবাদ	জয়দেবপুরে সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণের খবর পাওয়ার পর টঙ্গীতে শ্রমিকরা আলাউদ্দিন টেক্সটাইল মিলের কাছে রাস্তায় ব্যারিকেড নির্মাণ করে। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ঢাকা থেকে একটি সামরিক বাহিনীর গাড়ি জয়দেবপুরে যাবার পথে বাধা পায়। গাড়ি থেকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা নেমে শ্রমিকদের প্রহার করে। প্রাণভয়ে শ্রমিকরা মিলের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সামরিক বাহিনীর লোক সেখানে প্রবেশ করেও শ্রমিকদের মারধোর করে। ৬ জন শ্রমিক আহত হয়। তাদের ঢাকা মেডিকেল ও মিটফোর্ডে ভর্তি করা হয়।
মার্চ-২০	শেখ মুজিবুর রহমান : বিবৃতি	শান্তি-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল এক বিবৃতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন যে, স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বাঁচার দাবিতে যে কোনো ত্যাগের জন্যে জনগণ আজ দৃঢ় সঙ্কল্প এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।
		আন্দোলনে অংশ গ্রহণ	আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন যে, গণ-আন্দোলন বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে গ্রামে সর্বত্র নারী পুরুষ-শিশু সকলকেই আন্দোলিত করে তুলেছে। বাংলাদেশের মানুষ সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের মন ও প্রাণ জয় করেছে। লক্ষ্য অর্জনের পথে বাংলাদেশের মানুষের দৃঢ়তা ও ঐক্য বিশ্ববাসীর জন্যে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে
		জনগণের ওপর আস্থা	আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, কৃষক শ্রমিক ও ছাত্ররা যে ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন তাতে প্রমাণ হয়েছে যে জনগণ নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন।
		দ্রব্যমূল্য প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু বলেন যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাতে চাহিদা মতো পাওয়া যায় তার জন্য অর্থনীতির সকল স্তরে কঠোর শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হবে।
মার্চ ১৯	বাসভবন	কর্মচারীদের মিছিলে প্রত্যয়	পূর্ব পাকিস্তান চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতি পরিচালিত এক মিছিলের উদ্দেশ্য ভাষণদানকালে বঙ্গবন্ধু বলেন,

		ঘোষণা	'আমরা শান্তিপূর্ণ ফয়সালা চাই। তবে তার মানে এই নয় যে কেউ আমাদের গোলাম করে রাখবে। আমরা আর গোলাম হতে চাইনা। আমরা আর কারো বাজার হতে চাই না'। তিনি বলেন 'চিন্তার কোনো কারণ নেই। সংগ্রামে আমরা জয় লাভ করবোই।'
		দাবি আদায় প্রসঙ্গে	শেখ মুজিব বলেন, 'যে দাবি আমরা করেছি, তা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বাঙালি আরো রক্ত দেবে।' তিনি বলেন, 'এবার বাঁচতে হয় মানুষের মতো বাঁচবো, মরতে হয় মানুষের মতো মরবো।' তিনি জয় বাংলা ধ্বনি তুলে বলেন যে, 'সাত কোটি মানুষ যতদিন মুক্ত না হবে ততদিন সংগ্রাম চলবে।'
		নৌ-বাহিনীর কর্মচারীদের সংগ্রাম প্রসঙ্গে	নৌ-বাহিনীর কর্মচারীদের একটি মিছিলের উদ্দেশে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব বলেন, 'বিশ্ববাসী আমাদের সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করছে। এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারলে জয় সুনিশ্চিত। মুক্তি না আসা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, শৃঙ্খলাবদ্ধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'
মার্চ ২০	ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ : বিবৃতি	পতাকা উত্তোলন	'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ' আগামী ২৩ মার্চ প্রতিরোধ দিবসে সকাল আটটায় বাংলাদেশের প্রতিটি সরকারি-বেসরকারি অফিস আদালত ও বাসভবনে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলনের আহ্বান জানিয়েছেন।
		প্যারেড সম্পর্ক	সংগ্রাম পরিষদের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় 'স্বাধীন বাংলদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের' ঢাকাস্থ যে সকল আঞ্চলিক শাখা স্ব-উদ্যোগে প্যারেড অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছেন, সে সমস্ত শাখাগুলোকে আজ রবিবার বিকেল চারটায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলের (লিয়াকত) ময়দানে উপস্থিত থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
মার্চ ২০	ছাত্র ইউনিয়ন [মতিয়া]	আত্ম-উৎসর্গ প্রসঙ্গ	ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) গণ-বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সকাল সাড়ে নয়টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে বারোটি প্লাটুনে বিভক্ত প্রায় সাড়ে তিনশ' ছাত্র-ছাত্রী প্যারেড, শরীর চর্চা ও রাইফেল কলাকৌশলাদি প্রদর্শন করেন। পতাকা উত্তোলনের পর নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে গণ-বাহিনী শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে জনগণের স্বার্থে যে কোনো সংগ্রামে নিজেদের জীবন আহুতি দেয়ার শপথ গ্রহণ করা হয়। কুচকাওয়াজ শেষে গণ-বাহিনীর সাড়ে তিনশত কর্মীর রাজপথে মার্চপাস্ট বের হয়। রাজপথে ছাত্রছাত্রীদের রাইফেল কুচকাওয়াজ দেখার জন্য বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। জনগণ হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানান।
মার্চ ২০	ন্যাপ (ওয়ালী) মৌলভীবাজার	সভার বিবরণ	বর্তমান গণ-আন্দোলনের সমর্থনে ওয়ালী পন্থী ন্যাপ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং কৃষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে এক ঐতিহাসিক গণজমায়েতে দূর গ্রামাঞ্চল

			থেকে হাজার হাজার লোক বন্দুক, দাও, কোদাল, লাঠি, তীর-ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অংশ গ্রহণ করে। কাশীনাথ হাই স্কুল ময়দানে অ্যাড. মোহাম্মদ ফিরোজের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। বন্দুকের ছ'টি ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে সভার কাজ শুরু করা হয়।
মার্চ ২০	মহিউদ্দিন আহমেদ, পীর হাবিবুর রহমান	অস্ত্রধারণসম্পর্কে	সভায় অন্যান্যের মধ্যে ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিন আহম্মদ এবং যুগ্ম সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান এবং এ লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে উপদেশ দেন।
		রাজবন্দি সম্পর্কে	সভায় অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং মণি সিংহসহ সকল রাজবন্দির মুক্তির দাবি জানানো হয়।
মার্চ ২০	মাওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম	সরকার গঠন প্রসঙ্গ	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বর্তমান সঙ্কটের সমাধানের জন্য অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে না দেন, তা'হলে আমি স্নেহভাজন শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে সংগ্রাম পরিচালনা জন্য অনুরোধ জানাব। তিনি আরো বলেন যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদি সত্যিই দেশকে ভালবাসেন তা হলে তাঁর একমাত্র কর্তব্য হলো শেখ মুজিবকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে দিয়ে উভয় অংশের আয়-ব্যয়ের হিসাব করে প্রদেশের মধ্যে তা বিতরণের সুযোগ দেয়া এবং এজন্য কালক্ষেপণের আর সময় নেই।
		বিভেদ সম্পর্ক	তিনি আরো বলেন যে, বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য সি-আই-এ প্রাণপণ চেষ্টা করছে।
মার্চ ২০	করাচি শিল্প ও বণিক সমিতি	রেমিটেন্স সম্পর্কে	করাচি শিল্প ও বণিক সমিতির এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে টাকা লেন-দেনের অনুমতি বা ব্যাঙ্কসমূহে রেমিটেন্সের অনুমতি দেয়া না হলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাঙ্কের যে কোনো লেন-দেন বন্ধ করা হবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদ আব্দল্লাহ।
মার্চ- ২১	মওলানা ভাসানী চট্টগ্রাম	স্বাধীনতা প্রসঙ্গে	মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, 'বাংলাদেশের মুক্তি অবধারিত। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানিদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবো। পৃথিবীতে এমন শক্তি নাই যা সাতকোটি বাঙালির ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।' তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি মৃত্যুর পূর্বে আমি যেন একটি স্বাধীন মাতৃভূমি দেখে যেতে পারি।'
		মুজিবের প্রতি আস্থা প্রসঙ্গে	মওলানা ভাসানী জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। আওয়ামী লীগ তাদের কাউন্সিল অধিবেশনে নীতি হিসেবে সমাজতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করেছে। বাঙালিদের মধ্যে এ রকম ঐক্য আর কোনো দিন আসেনি। সমস্ত

			দল তাদের মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবির পিছনে একতাবদ্ধ হয়েছে।" তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশের সম্পদ ও দায় ভাগ-বাটোয়ারার দাবি করেন। ইয়াহিয়া খানের জন্য এই একমাত্র উপায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।
		জনগণের প্রতি	মওলানা ভাসানী জনসাধারণকে আওয়ামী লীগের সংগ্রাম পরিষদের পতাকাতলে দলবদ্ধ হতে বলেন। এবং সমস্ত সৌখিন দ্রব্যের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি জনসাধারণকে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনের স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি ভবিষ্যতের প্রয়োজনে বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেন।
মার্চ ২১	ভুট্টো হোটেল ইন্টার-কন্টিন্যান্টাল	আশ্বাস বাণী	ভুট্টো গতরাতে প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক শেষে নিরাপত্তা রক্ষীদের কড়া পাহারায় হোটেলে প্রত্যাবর্তন করে পিপিআইকে বলেন, 'সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আপনাকে আমি এ পর্যন্তই বলতে পারি।'
মার্চ ২১	ভুট্টো করাচি বিমানবন্দর	আলোচনা প্রসঙ্গ	এর আগে করাচি বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ভুট্টো বলেন যে, তার ঢাকা সফরের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনা করা। ভুট্টো বলেন যে, তবে সবই নির্ভর করছে পরিস্থিতি ও আলোচনার গতি প্রকৃতির ওপর। এখন তার বলার বিশেষ কিছু নেই।
মার্চ ২১	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ : চট্টগ্রাম	গুলিবর্ষণের নিন্দা	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ এক প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়ে জয়দেবপুরে গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে। সভায় জোরের সাথে বলা হয় যে, এই গুলীবর্ষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যকার আলোচনা নস্যাৎ করার একটা চেষ্টা মাত্র। দেশ যখন একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং দেশকে যখন মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে সে সময় এরূপ ঘটনা সত্যিই একটা ভয়ানক দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার।
মার্চ ২১	মশিউর রহমান বিবৃতি	গুলিবর্ষণের নিন্দা	পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি মশিউর রহমান বিবৃতিতে হুশিয়ার করে দেন যে, জনসাধারণ বাংলাদেশে গণহত্যার বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা' গ্রহণ করলে কর্তৃপক্ষই দায়ী হবেন। জয়দেবপুরের গুলিবর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন যে, যদি কেউ মনে করে থাকেন যে, বাঙালিরা এতে ভীত চকিত হয়েছেন এবং তারা নির্যাতনের জন্য ঘরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন তা'হলে তিনি নিশ্চয় ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে গেছেন।
মার্চ ২১	শিক্ষক সমিতি ময়মনসিংহ	সমর্থন ও চাঁদা প্রদান	ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষক সমিতি এক সভায় বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ণ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছে এবং স্বাধিকার আন্দোলনে শহীদদের জন্য আওয়ামী লীগ তহবিলে ৫শ' ১ টাকা দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মার্চ ২১	কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : ময়মনসিংহ	কালো পতাকা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবন, আবাসিক হলগুলো, উপাচার্য ভবন ও স্টাফ কোয়ার্টার সর্বত্রই কালো পতাকা উড়ছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ শহরে দোকান-পাট, প্রতিটা বাড়ি, রিক্সা মোটর গাড়ি সর্বত্রই কালো পতাকা উড়ছে। যতই সময় অতিবাহিত হচ্ছে ততই কালো পতাকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মার্চ ২১	বার কাউন্সিল নোয়াখালী	সমর্থন জ্ঞাপন	নোয়াখালী সিভিল বারের সদস্যবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে দেশকে এই সঙ্কটময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব পেশকৃত চার-দফা মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানান।
মার্চ ২১	বার কাউন্সিল হবিগঞ্জ	সমর্থন জ্ঞাপন	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে হবিগঞ্জ মোক্তার বার সমিতি অবিলম্বে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানায়। সভায় আওয়ামী লীগ সাহায্য তহবিলে মোক্তার বার সমিতির পক্ষ থেকে ১০১ (এক শ' এক টাকা) দান করার কথা ঘোষণা করা হয়।
মার্চ ২১	স্টাফ রিপোর্টার : পূর্বদেশ	সভা প্রসঙ্গ	শেখ মুজিবুর রহমান রবিবার সকালে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে এক অনির্ধারিত ৭০ মিনিটের বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গবন্ধু সাথে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন। আজ সকালে আবার তাঁরা আলোচনায় মিলিত হচ্ছেন।
মার্চ ২১	শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন	সাক্ষাৎ সম্পর্কে	প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে ধানমণ্ডিস্থ বাস ভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন যে, পূর্বের আলোচনার কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন। এ সাক্ষাৎ আকস্মিকও নয় এবং এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই।'যেহেতু প্রেসিডেন্ট এবং আমি ঢাকায় রয়েছি সেহেতু ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজনে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে পারে।'
মার্চ ২১	স্টাফ রিপোর্টার	ভুট্টোর ঢাকায় আগমন	সেনাবাহিনীর কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল বিকেলে ঢাকায় পৌঁছেছেন। করাচি থেকে আগত বিমানটি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণের প্রায় এক ঘণ্টা পর কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে ভুট্টো ও তার দলের ১৫ জন সদস্য বিমান বন্দর থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিন্যান্টালে আসেন। ভুট্টো একটি কালো রঙের মার্সিডিজ গাড়িতে করে রওনা হন। গাড়ির পেছনের আসনে তার দুপাশে সাদা পোশাক পরিহিত দুই ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এবং আগ্নেয়াস্ত্রের মুখ দু'পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাক করে বসে ছিলেন। ভুট্টো বিমান বন্দরে অথবা হোটেলে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সাথে আলাপ করার কোনো চেষ্টা করেন নি। সাংবাদিকরাও নিরাপত্তা বাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে তাঁর

			কাছে পৌঁছাতে পারেন নি। রাস্তার পাশের জনসাধারণ ভুট্টোর প্রতি বিদ্রূপ ধ্বনি করেছেন। হোটেলের প্রাচীরের বাইরে থেকে এক দল ছাত্র-জনতা দীর্ঘ সময় ধরে ভুট্টোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তারা ইংরেজিতে লিখিত কয়েকটি ফেস্টুন প্রদর্শন করেন এবং ভুট্টো বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন।
মার্চ ২১	সম্পাদকীয় (পূর্বদেশ)	আলোচনা প্রসঙ্গ	ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ক্রমশই একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক পর্যায়ের দিকে এগুচ্ছে বলে অনেকে আশা করছেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব নিজেও আলোচনায় অগ্রগতির কথা স্বীকার করেছেন। গতকাল অনির্ধারিতভাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকারও যথেষ্ট তাৎপর্যমূলক। এদিকে পিপলস পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও গতকাল ঢাকা এসে পৌঁছেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতা, যেমন কাউন্সিল লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানা, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের মুফতি মাহমুদ, ওয়ালী ন্যাপের নেতা ওয়ালী খান প্রমুখও বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে নেতাদের এবং নেতাদের পরস্পরের মধ্যেও বহুবার পারস্পরিক মতবিনিময় হয়েছে। মুজিব-ইয়াহিয়া পর্যায়ক্রমে বৈঠকের আলোচনা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে শেখ মুজিব কিংবা জেনারেল ইয়াহিয়া কেউই এ পর্যন্ত কোনো কিছু প্রকাশ করেন নি। ফলে দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও এব্যাপারে অন্ধকারে রয়েছি। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তথ্য ও ধারণার অভাবে বাজারে গুজব ও জল্পনা-কল্পনাই কেবল বাড়ছে। এই গুজব ও জল্পনা-কল্পনায় কান না দিয়ে দেশবাসীর উচিত হবে, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আস্থা রাখা এবং সমস্যা সমাধানে তাদের নেতা ও প্রতিনিধিদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা। বাংলাদেশে সাফল্যজনক গণ-অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। দেশের স্বার্থ ও অধিকারের দাবিতে দল-মত নির্বিশেষে সকল বাঙালিই আজ ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ। এই স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে তাই আজ আর কোনো দর কষাকষির অবকাশ নেই। বরং আলোচনায় এই দাবির স্বীকৃতির ভিত্তিতে পূর্ণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই আমরা আশা করি। আমাদের ধারণা, মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা এই সাফল্যের দিকেই এগুচ্ছে। দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও এই আলোচনার সাফল্য অবশ্যই কামনা করি। পরিস্থিতি বর্তমানে যা দাঁড়িয়েছে, তাতে এখন প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান। সমস্যা সমাধানে আর এক মুহূর্তও দেরি করা উচিত নয়। এই অবস্থা আরো অনির্দিষ্টকাল চলতে দেয়া হলে সর্বাত্মক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাই দেশের সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে আবেদন জানাই, সমস্যা সমাধানে আর বিলম্ব নয়। পারস্পরিক শুভবুদ্ধি ও শুভেচ্ছার জয় হোক।
মার্চ ২২	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর	মিছিলের বর্ণনা	গতকাল ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের বাইশতম দিবস।

	রহমানের বাসভবন		এদিন সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডি রোডস্থ বাসভবনের সামনে গমন করে এবং এসব মিছিলের উদ্দেশে তাঁকে কমপক্ষে দশ থেকে বারোটি ভাষণ দিতে হয়। বর্তমান পর্যায়ের আন্দোলনে গতকালই সব চাইতে বেশি মিছিল এসেছে।
		দাবি প্রসঙ্গ	'বাংলার মানুষ আজ ইস্পাত দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ। কোনো বুলেট বেয়নেট বা কোনো শক্তিই আজ আর তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমাদের দাবি মেনে নিলে আমরা বন্ধু হিসেবে বসবাস করার কথা চিন্তা করতে পারি। বাংলার সাত কোটি মানুষ আজ আমাকে সমর্থন করেছে এবং নৈতিক ও বৈধভাবে বাংলার নিয়ন্ত্রণ ভার আজ আমারই ওপর।'
		নতুন ইতিহাস প্রসঙ্গ	'বাঙালি এই অসহযোগ আন্দোলনকালীন সময়ে যে শৃঙ্খলা আর দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে বিশ্বের ইতিহাসে তা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। শত শহীদের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দিতে পারি না। তাদের রক্তের শোধ আমাদের নিতেই হবে। যে পর্যন্ত পূর্ববাংলার সাত কোটি মানুষ মুক্তি না পাবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।'
		ত্যাগ স্বীকার প্রসঙ্গ	প্রাক্তন সৈনিকদের এক জঙ্গি মিছিলের উদ্দেশে ভাষণ দান কালে শেখ মুজিব বলেন, 'বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে আপনাদের সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যে কোনো চক্রান্তের বিরুদ্ধে যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এবার আমাদের শেষ সংগ্রাম। সাড়ে ৭ কোটি বাঙালিকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'
মার্চ ২২	যুক্ত বৈঠক	আলোচনা প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান পিপল্স পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া গতকাল সোমবার প্রায় সোয়া এক ঘণ্টার বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এই আলাপ-আলোচনার পর শেখ মুজিব তার বাসভবনে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন যে, তার সাথে প্রেসিডেন্টের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছে তা তিনি (প্রেসিডেন্ট) জনাব ভুট্টোকে জানিয়েছেন এবং জনাব ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনা করেছেন। শেখ মুজিব আলোচনার ওপর এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। আলাপ-আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন, 'যদি কোনো অগ্রগতি না হতো, তাহলে আমি কেন আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।' সাংবাদিকদের কাছে শেখ মুজিব বলেন, 'আমার সাথে আজ (সোমবার) প্রেসিডেন্টের আলাপ-আলোচনা হবার কথা ছিল। তার সাথে আমি দেখা করতে গিয়ে দেখি যে, জনাব ভুট্টোও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন।' জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমি অনেক আগেই দাবি করেছি যে, আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া

			পর্যন্ত আমরা পরিষদের অধিবেশনে বসবো না।' এর প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, আজ (মঙ্গলবার) অথবা আগামীকাল প্রেসিডেন্টের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাগণ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হবেন। শেখ মুজিব অপর এক প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, বাংলাদেশে এখন গুরুতর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।
মার্চ ২২	প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার : প্রেসিডেন্ট ভবন	অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা প্রসঙ্গ	ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ভবনে মুজিব-ভুট্টো-ইয়াহিয়া বৈঠক চলাকালে প্রেসিডেন্টের জনসংযোগ অফিসার বাইরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন যে, প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আগামী ২৫শে মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করেছেন। ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, দেশের উভয় অংশের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সুবিধার জন্যে প্রেসিডেন্ট আগামী ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে প্রেসিডেন্ট অল্পদিনের মধ্যে জাতির উদ্দেশে ভাষণদান করবেন।
মার্চ ২২	আতাউল গনি ওসমানী : বায়তুল মোকাররম	সৈনিকদের বীরত্ব প্রসঙ্গ	বাংলাদেশ প্রাক্তন সৈনিক সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সার্বিক স্বাধিকার সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। সভায় লে. কর্নেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানী বক্তৃতাকালে বলেন, বাঙালি সৈনিক ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে শৌর্যবীর্যের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।
		শোষণ প্রসঙ্গ	তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতি আলোকপাত করে বলেন যে, গত তেইশ বছরের হৃদয়হীন শোষণ এবং বঞ্চনাই হচ্ছে বর্তমান স্বাধিকার সংগ্রামের একমাত্র পটভূমি।
		গুপ্তচরবৃত্তি প্রসঙ্গ	তিনি গণশত্রুদের গুপ্তচর বৃত্তির অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। প্রতি মহল্লায় এবং গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে তাদেরকে পাকড়াও করার পরামর্শ দেন।
		প্রাক্তন সৈনিকদের দায়িত্ব প্রসঙ্গ	জনাব ওসমানী প্রাক্তন সৈনিকদেরকে দেশের অমূল্য সম্পদ বলে অভিহিত করে তাদেরকে জাতীয় দুর্যোগের সময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানো প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেন।
	মেজর জেনারেল এম আই মজিদ	অসহযোগ প্রসঙ্গ	শেখ মুজিবুর রহমানের অহিংস এবং অসহযোগ আন্দোলনের গৌরবদীপ্ত সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করে সাবেক মেজর জেনারেল বলেন যে, যুদ্ধে প্রতিপক্ষের জওয়াব অস্ত্র দিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু অহিংস ও

			অসহযোগের কোনো জওয়াব দেখা যায় না। তাই বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের কোনো জওয়াব নেই।
মার্চ ২২	কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ	২৩ মার্চ প্রসঙ্গ	এ উপলক্ষে ভোর ছয়টায় সরকারি বে-সরকারি এলাকায় ও প্রতিটি বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন, সাড়ে ৬টায় প্রভাত ফেরিসহ শহীদদের মাজারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, সকাল নয়টায় পল্টন ময়দানে 'জয়বাংলা' বাহিনীর কুচকাওয়াজ এবং এগারোটায় বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে ছাত্র জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।
মার্চ ২২	ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	কর্মসূচি পালন	ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) উদ্যোগে আজ সকাল দশটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হবে।
মার্চ ২২	আন্দোলন গ্রাম শহর নগর সর্বত্র	বর্ণনা	বাংলার স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে আজ বাংলাদেশে জেগেছে প্রাণ-বন্যা। জাগ্রত জনতার কাফেলা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে দৃপ্ত পদক্ষেপে তাদের দাবি আদায়ের বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে। সারা পৃথিবীর মানুষ আজ রুদ্ধ নিশ্বাসে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে বঞ্চিত বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত, শান্তিপূর্ণ অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিণতির দিকে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনমুখী মানুষের দৃপ্তদম্ভ পদচারণা থাকবেই।
	সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ	জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা	সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে জনতার সাথে একাত্মতা ঘোষণা ও গুলি বর্ষণের নিন্দা করেছে।
	আজিমপুর মহিলা আওয়ামী লীগ	আন্দোলন প্রসঙ্গ	আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে আজিমপুর মহিলা শাখার সভানেত্রী আনোয়ারা হকের উদ্যোগে স্বাধিকার আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য এক মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রীত্ব করেন বেগম সাজেদা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ।
	বিভিন্ন সংগঠন	বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে মিছিল গমন	এছাড়াও ঢাকায় রবিবার বিভিন্ন এলাকা থেকে আরো বহু মিছিল নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের দাবিতে স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ মুখরিত করে তোলে। কয়েকটি দল আবার শেখ মুজিবের বাসভবনেও গমন করে। এদের মধ্যে ছিল পূর্ববাংলা বীমা কর্মী সমিতি, ঢাকা পৌরসভা টিকাদান সমিতি, কাফরুল পুনর্বাসন সমিতি, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সমিতিসহ ছোট বড়ো আরো কয়েকটি মিছিল।
		আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা	অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দিয়েছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে মেল সার্ভিস, বিদেশী ডাক বিভাগের নিম্নবেতনভুক কর্মচারী, পূর্ব পাকিস্তান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাজারিবাগ কল্যাণ সমিতি, করিম জুট মিল কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ, জাতীয় গণমুক্তি দল, চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা কলাকুশলী

			সমিতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিশেষজ্ঞ সমিতি, বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা অফিসার সমিতি, কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী, মৃত্তিকা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিশু কল্যাণ পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন।
		সাহায্য তহবিলে অর্থদান প্রসঙ্গ	বীর শহীদদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সাহায্যকল্পে বঙ্গবন্ধুর সাহায্য তহবিলে যে সব সংগঠন সাড়া দিয়েছে সেগুলোর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ডাইরেক্টরেটের অফিসার সমিতি, বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা কর্মচারী সমিতি, তাদের সদস্যদের একদিনের বেতন জমা দেবার ঘোষণা দিয়েছে। সাভার থানা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ সাহায্য তহবিলে একশ' টাকা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ইঞ্জিনিয়ারিং সুপারভাইজার সমিতির সদস্যরা একদিনের বেতনের টাকা, সাহায্য তহবিলে দান করে।
	রংপুর	একাত্মতা ঘোষণা	স্বাধিকারের দাবিতে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে আজ যে অভূতপূর্ব আন্দোলনের ঝড় উঠেছে, রংপুরের সংগ্রামী জনতাও সেই একই দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছে, রংপুর শহরে ও গ্রামাঞ্চলে জনসভা, মিছিল, গণসঙ্গীতের আসর ও রাস্তার ধারে ব্যাপক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ গণ-আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ওয়ালী পন্থী ন্যাপ, ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লক, ন্যাশনাল লীগ, মজদুর ফেডারেশন প্রভৃতি রাজনৈতিক, ছাত্র ও শ্রমিক সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে রংপুরে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন সাফল্যজনকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে। জেলার সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ছাত্র ও জনতা কালো ব্যাজ ধারণ করে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সকল যানবাহনের অগ্রভাগে কালো পতাকা শোভা পাচ্ছে। স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরী ময়দানে ছাত্রলীগ সংগ্রাম পরিষদ জেলা আওয়ামী লীগ সংগ্রাম পরিষদ, ওয়ালী ন্যাপ, ন্যাশনাল লীগ, মজদুর ফেডারেশন ও ফরওয়ার্ড স্টুডেন্টস ব্লকের আয়োজিত পৃথক পৃথক জনসভায় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জোর দাবি জ্ঞাপন করা হয় এবং এ ধরনের গণহত্যার সঠিক তদন্ত অনুষ্ঠানেরও দাবি জানানো হয়। সভায় শেখ মুজিবের ৪-দফা দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়। রংপুর শহরে নিহত ব্যক্তিদের নামানুসারে শহরের কয়েকটি রাস্তার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
মার্চ ২৩	শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন	নতিস্বীকার না করা প্রসঙ্গে	আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল 'লাহোর প্রস্তাব দিবস' উপলক্ষে তাঁর বাসভবনের সম্মুখে আওয়ামী লীগ 'গণবাহিনীর' কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে মন্তব্য করেন,'আমরা বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করিবই এবং এই ব্যাপারে কাহারো নিকট আমরা নতি স্বীকার করিব না। প্রয়োজনে আমরা আরো রক্ত দিব— তবু বাংলাদেশের জনগণ

			পরাধীন হইয়া থাকিব না।' লাহোর প্রস্তাব দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ প্রধান গতকাল (মঙ্গলবার) স্বীয় বাসভবনের সম্মুখে আওয়ামী লীগ গণবাহিনীর কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন।
		আপস প্রসঙ্গ	আওয়ামী লীগ 'গণবাহিনীর' কুচকাওয়াজে ভাষণ দানকালে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'কোনো অবস্থাতেই মৌলিক নীতিসমূহের ব্যাপারে কোনো আপস করা হইবে না। যে কোনো পন্থাই আজ আমরা অনুসরণ করি না কেন, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বাংলাদেশের মুক্তির জন্যই আমাদের এই আন্দোলন। এই আন্দোলনে যোগ্য সিপাহসালার সেই ব্যক্তিই হইবে, যে অপেক্ষাকৃত কম রক্তপাতের বিনিময়ে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হইবে।"
		দাবির কথা	শেখ মুজিব বলেন, "আমরা অবশ্যই এই সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করি। কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া চলিবে না যে দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োজন হলে আমি আমার শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে দ্বিধা করিব না। যতদিন পর্যন্ত ৭ কোটি বাঙালির একজনও জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে।"
		শৃঙ্খলা প্রসঙ্গ	শেখ মুজিব বর্তমান আন্দোলনের সকল স্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আপনাদের এই আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে এবং আমার নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে। আমি আমার রক্তের বিনিময়ে হইলেও দাবি আদায় করিব।'
		সংগ্রাম প্রসঙ্গ	তিনি জনগণকে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন '২২ দিনের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে শাসকচক্র কোনো দিন আর কোমর সোজা করিতে পারিবে না। বাঙালির এই ঐক্য অটুট থাকিলে কোনো শক্তিই তাহাদের শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারিবে না।'
মার্চ ২৩	প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, রাওয়ালপিন্ডি	অখণ্ডতা প্রসঙ্গ	প্রেসিডেন্ট জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একটি দেহের দুটো অঙ্গ এবং এই দুই অঙ্গকে পৃথক করতে পারে দুনিয়ায় তেমন কোনো শক্তি নেই।' পাকিস্তান দিবসের মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "দেশের দুই অংশের জনসাধারণ ধর্ম, জাতীয়তা ও ইতিহাসের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তারা ঐক্যের মাধ্যমে সর্বপ্রকার অসুবিধা কাটিয়ে উঠবে।"
		সশস্ত্র বাহিনী প্রসঙ্গ	প্রেসিডেন্ট বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনী জাতির খেদমতের জন্যে যে প্রস্তুত রয়েছে, তা সবাই জানে। সশস্ত্র বাহিনী সাফল্যের সাথে দেশের নিরাপত্তার প্রতি সকল হুমকির মোকাবিলা করেছে এবং দেশের প্রতিরক্ষার জন্য রক্ত বিসর্জন দিয়েছে। আমাদের সেনাবাহিনী যে তাদের গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখবে এবং পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত,

			সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'
মার্চ ২৩	বেগম সুফিয়া কামাল চট্টগ্রাম	স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে স্থানীয় জে. এম. সেন হলে অনুষ্ঠিত ইদানীংকালের বৃহত্তম মহিলা সমাবেশে ভাষণদানকালে পরিষদের সভানেত্রী বেগম সুফিয়া কামাল ঘোষণা করেন 'আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম করিতেছি, এই সংগ্রাম আমরা চালাইব এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।'
		সাহস ও মানসিকতার কথা	সভায় বক্তৃতাকালে বেগম সুফিয়া কামাল বলেন, 'বর্তমান সংগ্রামে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মহিলাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য সভা-শোভাযাত্রা করাই যথেষ্ট নয়, সেজন্য সাহস, মানসিক প্রস্তুতি এবং প্রেরণা থাকা প্রয়োজন।' তিনি নারী জাতিকে চির অবগুণ্ঠন ছিন্ন করিয়া বৃহত্তর সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়া এবং ট্রেনিং গ্রহণের আহ্বান জানান।
মার্চ ২৩	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন শহীদ মিনার	আপস না মানার প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক বিরাট জনসভায় হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলার মানুষ কোনো আপস মানিয়া লইবে না।' জনাব নূরুল ইসলাম বৃক্তৃতায় বিগত ২৩ বৎসরের শোষণ-নির্যাতনের ইতিহাস তুলিয়া ধরিয়া বলেন, 'পাকিস্তানের জন্মের পর হইতে প্রতিটি দিন সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেঁটিয়া পুঁজির মালিক বড় ধনিকগোষ্ঠী, কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষ তথা আপামর জনতার বুকের রক্ত শোষণ করিয়াছে। দাবি উত্থাপন করিলে শাসকগোষ্ঠীর পাহারাদারদেরকে জনগণের ওপর লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নির্বিচারে বুলেট-বেয়নেট চালাইয়া অসংখ্য নারী-পুরুষ শিশুকে হত্যা করা হইয়াছে। চক্রান্ত করিয়া জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কবর দেওয়া হইয়াছে। বাংলার মানুষ আজ তাই সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, শোষণ মুক্তির জন্য, বাঁচার জন্য, স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। কোনো শক্তিই স্বাধীনতার আন্দোলনকে স্তব্ধ করিতে পারিবে না। বাংলার মানুষ বুকের রক্ত দিয়া স্বাধীনতার সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইয়াছে। শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা কায়েমের সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত রহিয়াছি।"
মার্চ ২৩	মালেকা বেগম	জঙ্গি ভূমিকার কথা	পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা মালেকা বেগম বক্তৃতাকালে বলেন, 'এক্ষণে বাংলাদেশের জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জঙ্গি ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে।' সভায় অন্যান্যের মধ্যে হান্নান বেগম, কুন্তপ্রভা সেন, সীমা চক্রবর্তী, মুস্তারী শফি, শিরীন শরাফতুল্লাহ প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

মার্চ ২৩	ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম	সংগ্রাম পরিষদ প্রসঙ্গ	পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েমের দাবিতে চট্টগ্রামে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন আহমদ, শহর ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম, শ্রমিক নেতা চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি আবু তাহের মাসুদ, জেলা কৃষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণকে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য আহ্বান জানান হয়। এবং আন্দোলনকে সংগঠিত রূপদান ও শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় প্রস্তুত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি পাড়া, মহল্লা এবং গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন করার আহ্বান জানানো হয়।
মার্চ ২৩	শ্রমিক ইউনিয়ন ঢাকা	রক্তের ঋণ প্রসঙ্গ	কমলাপুর রেলওয়ে ময়দানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে প্রাক্তন ছাত্রনেতা লতিফ বাওয়ানী জুটমিল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সাইফউদ্দিন আহমদ মানিক বলেন, "শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী সংগ্রাম চালাইয়া শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের মাধ্যমেই শহীদের রক্তের ঋণ শোধ করিতে হইবে।" তিনি বলেন, "দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবৎ শ্রমিক-কৃষক মেহনতী মানুষের বাঁচার ন্যূনতম দাবি-দাওয়ার ক্ষেত্রেও শাসকগোষ্ঠী নির্যাতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অসংখ্য জীবন দেওয়া হইয়াছে, বহু রক্ত ছড়ান হইয়াছে। এবারে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, একচেটিয়া পুঁজির পাহারাদার শাসক গোষ্ঠীকে খতম করিতে হইবে। অসংখ্য শহীদের রক্ত দানের মধ্য দিয়া যে স্বাধীনতার সংগ্রাম আগাইয়া চলিয়াছে, কোনো শক্তিই উহাকে দমাইতে পারিবে না। বাংলার মানুষ অস্ত্রের মাধ্যমেই অস্ত্রের জবাব দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে।" ঢাকা রেল শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত এবং শ্রমিক নেতা রাজ্জাকুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত রেল শ্রমিক সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ১১ দফা সংগ্রামের বীর সেনানী বর্তমান রেল শ্রমিক নেতা জনাব শামসুদ্দোহা, মুকুল চৌধুরী, হাফিজুদ্দিন, আঃ মজিদ, মুত্তালিব ভূইয়া, মোঃ আজিমুদ্দিন, আবুল হাসিম, আবু মিয়া, বুলু মিয়া, আঃ রহমান, মোঃ আলাউদ্দিন প্রমুখ।
মার্চ ২৩	অন্যান্য সংগঠন	হত্যাকাণ্ডের নিন্দা	জয়দেবপুর ও এর আশেপাশের এলাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে বহুসংখ্যক লোকের নিহত হওয়া, সান্ধ্য আইন জারি ও সরকারি প্রেস নোটের নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয়— ইপিআইডিসি ইউনিয়ন ফেডারেশন, চট্টগ্রাম ন্যাপ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম পরিষদ, জয়দেবপুর ছাত্র ইউনিয়ন, ইপিআইডিসি শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠন।

মার্চ ২৪	শেখ মুজিবুর রহমান	দাবি প্রসঙ্গ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বুধবার ঘোষণা করেছেন, "বাংলাদেশের জনগণের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হলে তা বরদাশত করা হবে না। কারো চোখ রাঙানির কাছে আমরা মাথানত করবো না। আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের দাবি মানতে হবে। আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। যদি কেউ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে দিতে না চান, কিম্বা দাবিকে দাবিয়ে রাখতে চান তাহলে তারা তা পারবেন না। আমার মাথা কেনার শক্তি কারো নেই। বাংলার মানুষের সাথে, শহীদের রক্তের সাথে আমি বেঈমানি করতে পারবো না।"
		ষড়যন্ত্রের কথা	তিনি জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "কিছু সংখ্যক লোক আমাদের সংগ্রামকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা করছে। যে কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত হওয়ার কঠোরতর সংগ্রামের নির্দেশ দেয়ার জন্যে বেঁচে থাকবো কিনা জানি না। তবে দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। আমরা সাতকোটি মানুষ আজ সংঘবদ্ধ। কোনো ষড়যন্ত্রই আমাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা রক্ত দিয়েছি, প্রয়োজন হলে আরো রক্ত দেবো। আমরা শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।"
		বিভিন্ন মিছিলের বর্ণনা	গতকালও বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে বহু মিছিল এসে হাজির হয়। এদের মধ্যে মহিলা ও কিশোরীদের তিনটি শোভাযাত্রা ছিল। একটি শোভাযাত্রা ছিল বস্তিবাসী ও রাস্তার ফুটপাতে শুয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের। তাদের প্রত্যেকের বয়সই ছিল বারো বছরের নিচে। এছাড়া মিছিল করে আসেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী, সংবাদপত্র হকার, মাঝিমাল্লাসহ বিভিন্ন স্তরের বীর বাঙালি। তিনি প্রায় সকল শোভাযাত্রাকারী দলের উদ্দেশ্য বক্তৃতা দেন।
মার্চ ২৪	তাজউদ্দীন আহমদ বিবৃতি	পরিস্থিতি সম্পর্কে	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, 'সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সামরিক তৎপরতার খবর আমি উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। রংপুরে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও অসংখ্য হতাহতের খবর পাওয়া গেছে এবং সেখানে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। মিরপুরেও উত্তেজনার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সকল কার্যক্রম অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।'
		হুশিয়ারি উচ্চারণ	'এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে যখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, তখন এই সকল অবাঞ্ছিত তৎপরতার দ্বারা পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলা হচ্ছে। আমরা আবারও জানিয়ে দিতে চাই যে, একটা রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার উদ্যোগ নেওয়া হলে তার পরিণতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের জাগ্রত জনতা তা করতে দেবে না।'

		সর্তকতা প্রসঙ্গ	'রাজনৈতিক সমাধানের পরিবেশকে বিষিয়ে দিতে পারে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি জনগণকেও সতর্ক থাকতে বলি এবং গণবিরোধী শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য জনগণের প্রতি সবরকমের ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।'
মার্চ ২৪	পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন	হামলার নিন্দা	বেসামরিক লোকদের হত্যার প্রতিবাদ, জ্ঞাপক প্রতীক বাহুর ব্যাজ না খোলার জন্য কার্যরত সাংবাদিকদের ওপর সশস্ত্রবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের 'বর্বরোচিত হামলাকে' পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন গতকাল এক জরুরি সভায় নিন্দা করে এবং এ ধরনের কার্যকলাপকে অসভ্য 'আচরণ' বলে অভিহিত করে। ইউনিয়ন সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাহুর ব্যাজ খুলে ফেলার জন্য কোনো স্থানে জবরদস্তি করা হলে সে স্থান ত্যাগ করে আসার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ করা হয়েছে। তেমন কোনো মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে অবিলম্বে তা সমন্বয় কমিটিকে জানানোর জন্য বলা হয়।
মার্চ ২৪	পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস যশোর	পতাকা উত্তোলন	ট্যাঙ্ক রোডস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর দফতরে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ইপিআর জোয়ানরা 'জয় বাংলা গান' গেয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। পতাকাকে গার্ড অব অনার দেয় ও অভিবাদন করে। এছাড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল সরকারি বেসরকারি ভবনে বাংলাদশের পতাকা উড্ডীন করা হয়। বিভিন্ন ছাত্র জনতা, স্বেচ্ছাসেবক দল বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে। বিভিন্ন সংস্থা ও দলের উদ্যোগে মার্চ পোস্ট ও গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।
মার্চ ২৪	ঢাকা টেলিভিশন	প্রচার বন্ধ	টেলিভিশন কেন্দ্রে প্রহরারত সেনাবাহিনী কর্তৃক কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে টিভি কেন্দ্রের সকল কর্মচারী অব্যাহতভাবে কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকায় বুধবার সন্ধ্যে সাড়ে ৬টা থেকে ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ থাকে।
মার্চ ২৪	অসহযোগ ঘরে ঘরে	বর্ণনা	গতকাল বুধবার বাংলার সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের চতুর্বিংশতিতম দিবস অতিবাহিত হয়। গতকালও সংগ্রামী জনতা মিছিল সমাবেশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার শপথ নেয় এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং মুক্তি আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক কর্তৃপক্ষের গড়িমসিরও তারা তীব্র নিন্দা করে। এদিকে সরকারি অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কোর্টকাচারি আওয়ামী লীগ প্রধানের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে। শহরের প্রতিটি গৃহে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।